

২০২৬

অক্টোবর-ডিসেম্বর

খণ্ড ১০২, সংখ্যা ৪

বিশ্রামবারের বাইবেল পাঠ

সিনিয়র বিভাগ

ফিলিপীয়, কলসীয় এবং থেসালোনিকীয়দের প্রতি লেখা পত্র থেকে শিক্ষা

সহনশীলতার পরীক্ষা যা আজকের বিশ্বাসীদের জন্য ধৈর্য, আনন্দ এবং আশা গড়ে তোলে।

বিষয়বস্তু

১. অসম্ভবকে ছাড়িয়ে	৫
২. সকল পরিস্থিতিতে খ্রিষ্টের মতো	১০
৩. যীশুকে আরও ভালোভাবে জানার আকাঙ্ক্ষা	১৫
৪. স্বর্গ দ্বারা সুরক্ষিত	২০
৫. সার্থকভাবে চলা	২৫
৬. গ্রাণকর্তার দ্বারা শক্তিশালী	৩১
৭. অনন্তকালের প্রতিফলন	৩৬
৮. পরিবার এবং তার বাইরে	৪১
৯. হারানোদের জন্য শ্রম	৪৬
১০. খ্রিষ্টকে দেখার জন্য প্রস্তুতি	৫২
১১. আলোতে জীবনযাপন	৫৭
১২. এক সত্যিকারের স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী	৬২
১৩. যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া	৬৭

বিশ্রামবারের বাইবেল পাঠ,এটি একটি দৈনিক অধ্যয়ন কর্মসূচি, যা কোনো অতিরিক্ত ভাষ্য ছাড়াই শুধুমাত্র বাইবেল এবং 'স্পিরিট অফ প্রফেসি'-র উপর ভিত্তি করে তৈরি। সংক্ষিপ্ত ও সরাসরি চিন্তাভাবনা তুলে ধরার জন্য উদ্ধৃতিগুলো যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত রাখা হয়েছে। স্বচ্ছতা, সঠিক প্রেক্ষাপট এবং সাবলীল পাঠযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য কিছু ক্ষেত্রে বন্ধনী [] দেওয়া হয়েছে। মূল উৎস উপকরণগুলো আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন করার জন্য দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করা হচ্ছে।

চিত্রাবলী এবং প্রচ্ছদ আইস্টকফটো, তানজানিয়া মিশন, প্রকাশনা বিভাগ, ব্রাজাভিল চার্চ।

কপিরাইট © ২০২৬, সেভেন্স ডে অ্যাডভেন্টিস্ট রিফর্ম মুভমেন্ট জেনারেল কনফারেন্স, সাবাথ স্কুল ডিপার্টমেন্ট, ৫২৪০ হলিঙ্ক রোড, রোনোক, ভার্জিনিয়া ২৪০১৯, ইউএসএ। টেলিফোন: ১-৫৪০-৩৬২-১৮০০ • ওয়েব: www.sdarm.org • ই-মেইল: info@sdarm.org

বিশ্রামবারের বাইবেল পাঠ(ইউএসপিএস ০০৫-১১৮), খণ্ড ১০২, সংখ্যা ৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৬। সেভেন্স ডে অ্যাডভেন্টিস্ট রিফর্ম মুভমেন্ট জেনারেল কনফারেন্সের সাবাথ স্কুল বিভাগ কর্তৃক ত্রৈমাসিকভাবে প্রকাশিত। রিফর্মেশন হেরাল্ড পাবলিশিং অ্যাসোসিয়েশন, ৫২৪০ হলিঙ্ক রোড, রোনোক, ভার্জিনিয়া ২৪০১৯-৫০৪৮, ইউ.এস.এ. কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত। রোনোক, ভার্জিনিয়া ২৪০২২-৯৯৯৩ ঠিকানায় সাময়িকী ডাক মাশুল পরিশোধিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা

যোগাযোগ: টেলিফোন ১-৫৪০-৩৬৬-৯৪০০ • ওয়েবসাইট:

www.reformationherald.com • ইমেইল: info@reformationherald.org

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বার্ষিক সাবস্ক্রিপশন: মার্কিন \$২২.০০। বড় হরফ \$৩৩.০০। আন্তর্জাতিক \$২১.০০ (শিপিং খরচ সহ)। বড় হরফ আন্তর্জাতিক \$৩১.০০ (শিপিং খরচ সহ)। একক কপি \$৬.০০। বড় হরফ \$৯.০০। অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রিপশনের অনুরোধ এবং পেমেন্ট (শুধুমাত্র মার্কিন মুদ্রায়) নিচের ঠিকানায় পাঠান। মূল্য পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষ।

পোস্টমাস্টার, অনুগ্রহ করে ঠিকানা পরিবর্তনের তথ্য এই ঠিকানায় পাঠান: Sabbath Bible Lessons, P. O. Box 7240, Roanoke, VA 24019-0240।

অস্ট্রেলিয়া

যোগাযোগ: টেলিফোন ৬১-২-৯৬২৭-৭৫৫৩ • ওয়েবসাইট: www.sdarm.org.au

• ইমেইল: info@sdarm.org.au

অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে বার্ষিক সাবস্ক্রিপশন: AU \$34.00 (প্রতিটি কপি \$8.50)। অন্যান্য দেশে, AU \$34.00 সাথে শিপিং খরচ। অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রিপশনের অনুরোধ এবং পেমেন্ট (অস্ট্রেলিয়ান মুদ্রায়) এই ঠিকানায় পাঠান: Sabbath Bible Lessons, P.O. Box 132, Riverstone NSW 2765, Australia।

দক্ষিণ আফ্রিকা

যোগাযোগ: টেলিফোন ২৭-০১১-৩৩৬-৭০৬৪ • ওয়েবসাইট: www.sdarmsa.org.za • ই-মেইল: admin@sdarmsa.org.za.

দক্ষিণ আফ্রিকায় বার্ষিক চাঁদা: R120-00 (একক কপি R35-00)। অনুগ্রহ করে চাঁদার অনুরোধ এবং অর্থপ্রদান নিচের ঠিকানায় পাঠান।

পোস্টমাস্টার, অনুগ্রহ করে ঠিকানা পরিবর্তনের তথ্য এই ঠিকানায় পাঠান: সাবথ বাইবেল লেসনস, পি. ও. বক্স ৭৯৫০, জোহানেসবার্গ ২০০০, দক্ষিণ আফ্রিকা।

ভূমিকা

আমরা যখন পোলের কিছু পত্র—বিশেষ করে ফিলিপীয়, কলসীয় এবং থেসালোনিকীয় পুস্তকগুলো—বিবেচনা করি, তখন সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক বার্তা স্পষ্টভাবে প্রতিধ্বনিত হয়। এখানে আমরা খ্রীষ্টীয় চরিত্রে উচ্চ স্তরের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি, সেইসাথে আমাদের প্রভুর প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতির জন্য মূল মতবাদগত সত্যগুলো বোঝার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করি।

এই পত্রগুলো প্রায় ২,০০০ বছর আগে লেখা হয়েছিল, তবুও এগুলো আজও আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। দশ বছরের ব্যবধানে লেখা এই পত্রগুলোর প্রতিটিতেই আমাদের সময়ের জন্য একটি শক্তিশালী বার্তা রয়েছে। ফিলিপীয়দের প্রতি লেখা পত্রে প্রেরিত তাঁর বিশ্বাসের জন্য কারারুদ্ধ থাকা অবস্থাতেও আনন্দ প্রকাশ করেছেন; কলসীয়দের প্রতি লেখা পত্রটিও কারাগার থেকে লেখা, যা খ্রিষ্টধর্মের একটি প্রকৃত মতবাদগত চিত্র উন্মোচন করে, এবং থেসালোনিকীয়দের প্রতি লেখা দুটি পত্র সেইসব আত্মাদের কাছে শেষ-যুগের ঘটনাগুলো এক অনন্য স্বচ্ছতার সাথে ব্যাখ্যা করে, যারা নিজেরাও নিপীড়নের সম্মুখীন হচ্ছিল।

আজকের পৃথিবীতে এমন অনেকেই আছেন যারা খ্রীষ্টের আগমনের বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করার জন্য দেওয়া প্রমাণগুলোর প্রতি চোখ বন্ধ করে রাখেন। তারা সমস্ত আশঙ্কা দূর করতে চায়, অথচ একই সময়ে শেষের লক্ষণগুলো দ্রুত পূর্ণ হচ্ছে, এবং জগৎ সেই সময়ের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে যখন মনুষ্যপুত্র স্বর্গের মেঘে প্রকাশিত হবেন। পৌল শিক্ষা দেন যে, খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে যে লক্ষণগুলো দেখা দেবে, সেগুলোর প্রতি উদাসীন থাকা পাপ। যারা এই অবহেলার জন্য দোষী, তিনি তাদের রাগ ও অন্ধকারের সন্তান বলে অভিহিত করেন। তিনি সতর্ক ও সজাগদের এই কথাগুলো দিয়ে উৎসাহিত করেন: ‘কিন্তু হে ভাইয়েরা, তোমরা অন্ধকারে নেই যে সেই দিন চোরের মতো তোমাদের ধরে ফেলবে। তোমরা সকলেই আলোর সন্তান ও দিনের সন্তান: আমরা রাগের বা অন্ধকারের নই। অতএব, এসো আমরা অন্যদের মতো ঘুমিয়ে না থাকি; বরং এসো আমরা সজাগ ও সংযত থাকি।’ — *The Acts of the Apostles*, পৃষ্ঠা ২৬০।

আমাদের ঠিক সামনেই রয়েছে সেই মহাবিকারের চূড়ান্ত সংগ্রাম, যখন শয়তান ‘সমস্ত শক্তি, চিহ্ন ও মিথ্যা অলৌকিক কাজ এবং অধার্মিকতার সমস্ত ছলনা’ দিয়ে ঈশ্বরের চরিত্রকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করার জন্য কাজ করবে, যাতে সে ‘সম্ভব হলে, মনোনিবেশেরও প্রলুব্ধ করতে পারে।’ যদি এমন কোনো জাতি থেকে থাকে যাদের স্বর্গ থেকে ক্রমাগত বাড়তে থাকা আলোর প্রয়োজন, তবে তারা হলো সেই জাতি যাদেরকে ঈশ্বর এই সংকটকালে তাঁর পবিত্র ব্যবস্থার ধারক হতে এবং জগতের সামনে তাঁর চরিত্রকে সমর্থন করতে আহ্বান করেছেন। যাদের উপর এমন একটি পবিত্র দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তাদের অবশ্যই সেই সত্যগুলির দ্বারা আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত, মহিমাম্বিত ও প্রাণবন্ত হতে হবে, যেগুলিতে তারা বিশ্বাস করার দাবি করে। মণ্ডলীর এর চেয়ে বেশি প্রয়োজন আর কখনও হয়নি, এবং ঈশ্বরও এর চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন না যে মণ্ডলী যেন সেই অভিজ্ঞতা লাভ করে, যা পৌল তাঁর কলসীয়দের প্রতি লেখা পত্রে বর্ণনা করেছেন, যেখানে তিনি লিখেছেন: আমরা ‘তোমাদের জন্য প্রার্থনা করতে এবং আকাঙ্ক্ষা করতে বিরত থাকি না যেন তোমরা...“তাঁর ইচ্ছার জ্ঞানে পরিপূর্ণ” সমস্ত প্রজ্ঞা ও আত্মিক জ্ঞানে; যেন তোমরা প্রভুর সন্তোষজনক ও যোগ্যরূপে জীবনযাপন করতে পারো, প্রত্যেক সংকর্মে ফলবান হও এবং ঈশ্বরের জ্ঞানে বৃদ্ধি পাও।”’ — *Testimonies for the Church*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৭৪৬। [লেখকের ইটালিক।]

আমাদের অভিজ্ঞতাও যেন এমনই হয়!

জেনারেল কনফারেন্স সার্বাঙ্গ স্কুল বিভাগ

প্রথম বিশ্রামবারের উৎসর্গ

বিশ্রামবার, ৩ অক্টোবর, ২০২৬

তানজানিয়ান মিশনের জন্য

তানজানিয়া সংযুক্ত প্রজাতন্ত্র পূর্ব আফ্রিকার একটি দেশ, যা তার সুবিশাল বন্য অঞ্চলের জন্য পরিচিত। এখানে রয়েছে সাফারির তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত সেরেঙ্গেটি ন্যাশনাল পার্কের সমভূমি (যেখানে হাতি, সিংহ, চিতাবাঘ, মহিষ এবং গণ্ডারের বাস) এবং আফ্রিকার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কিলিমাঞ্জারো ন্যাশনাল পার্ক। উপকূল থেকে দূরে রয়েছে জানজিবার এবং মাফিয়ার গ্রীষ্মমন্ডলীয় দ্বীপপুঞ্জ, যেখানে তিমি, হাঙ্গর এবং প্রবাল প্রাচীরের আবাসস্থল একটি সামুদ্রিক পার্ক রয়েছে। ২০২৪ সালে, এই মনোরম আকর্ষণগুলো ১৮ লক্ষ পর্যটককে আকৃষ্ট করেছিল।

২০২৫ সাল নাগাদ তানজানিয়ার জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ১০ লক্ষেরও বেশি। যদিও এখানে মোট ১২৬টি স্থানীয় ভাষা প্রচলিত আছে, তবে সরকারি ভাষা হিসেবে সোয়াহিলি এবং ইংরেজি ব্যবহৃত হয়। দেশটি ৩০টি অঞ্চলে বিভক্ত, যার মধ্যে ২৫টি মূল ভূখণ্ডে এবং ৫টি জাজিবারে অবস্থিত। এখানকার প্রধান অর্থনৈতিক চালিকাশক্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে অবকাঠামো উন্নয়ন, খনি, তেল এবং গ্যাস। জনসংখ্যার ৬০ শতাংশেরও বেশি কৃষিকাজের সাথে জড়িত, এবং বর্তমানে এখানকার কৃষি পদ্ধতির আধুনিকীকরণ চলছে।

worldatlas.com-এর তথ্য অনুযায়ী, তানজানিয়ায় প্রতিনিধিত্বকারী ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ৩৫% বিভিন্ন ধরনের ইসলাম ধর্ম, ৩১% রোমান ক্যাথলিক ধর্ম, ২৭% প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম, ৩.১% অন্যান্য ধরনের খ্রিস্টধর্ম, ১.৮% আদিবাসী ধর্মাবলম্বী এবং বাকিরা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মই পালন করে না।

সংস্কারের বার্তা কেনিয়া থেকে আসা আমাদের ভাইদের মাধ্যমে তানজানিয়ায় পৌঁছেছিল। আমাদের জার্মান ভাইয়েরাও আমাদের সাহায্য করেছিলেন। জেনারেল কনফারেন্স তানজানিয়ার নিকটবর্তী রুয়ান্ডা ইউনিয়নের মাধ্যমে সোয়াহিলি ভাষায় সার্বাঙ্গ বাইবেল পাঠ মুদ্রণ করছে। পূর্ব আফ্রিকার সমস্ত দেশেই সোয়াহিলি ভাষা প্রচলিত।

কাজটি এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে আমাদের সদর দপ্তর গড়ে তুলতে হবে এবং একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে এই প্রকল্পের জন্য ডোডোমা হবে সর্বোত্তম স্থান। ডোডোমা দেশের দ্রুততম বর্ধনশীল শহর এবং এখন এটি জাতির নতুন রাজধানী। আমরা এখানে ১২.৪ একর জমি কিনেছি এবং ইতোমধ্যে একটি স্থানীয় গির্জা প্রতিষ্ঠা করেছি। আমাদের প্রস্তাবিত প্রকল্পটি এখানকার কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং বিশেষ করে আমাদের তরুণদের শান্তিতে পড়াশোনা করতে সাহায্য করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রাখে, যা বর্তমানে সরকারি স্কুলগুলোতে বিশ্রামবার সংক্রান্ত অসুবিধাগুলো এড়াতে সাহায্য করবে।

আমরা বিশ্বজুড়ে আমাদের সাবাথ স্কুলের সকল সদস্যকে এই প্রকল্পে উদারভাবে দান করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। আপনাদের সাহায্যের জন্য অগ্রিম ধন্যবাদ। তানজানিয়ায় ঈশ্বরের কাজে আপনাদের এই উদারতার প্রতিদান ঈশ্বর যেন ভালোভাবে দেন!

তানজানিয়ান মিশনে আপনাদের ভাই ও বোনেরা

বিশ্রামবার, ৩ অক্টোবর, ২০২৬

পাঠ ১

অসম্ভবের উর্ধ্বে

মুখস্থ পদ: আমি এই বিষয়ে নিশ্চিত যে, যিনি তোমাদের মধ্যে এক উত্তম কাজ শুরু করেছেন, তিনি যীশু খ্রীষ্টের দিন পর্যন্ত তা সম্পন্ন করবেন। (ফিলিপীয় ১:৬)

প্রস্তাবিত পঠন: *Testimonies for the Church*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা

২৬৩–২৬৭।

পাপময় জীবনে ক্লান্ত, কিন্তু পরিত্রাণের পথ অজানা সেই আত্মার কাছে করুণাময় ত্রাণকর্তাকে উপস্থিত করুন। তার হাত ধরুন, তাকে তুলে ধরুন, তাকে সাহস ও আশার বাণী শোনান। ত্রাণকর্তার হাত ধরতে তাকে সাহায্য করুন।—*The Ministry of Healing*, পৃ. ১৬৮।

১. কোমল আশাবাদ

রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর

ক. রোমের কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় পৌলের দেওয়া অভিবাদন থেকে আমরা কীভাবে অনুপ্রাণিত হতে পারি? ফিলিপীয় ১:১-৫।

কলসীয়দের প্রতি লেখা চিঠির মতোই, ফিলিপীয়দের প্রতি লেখা পৌলের চিঠিটিও রোমে বন্দী থাকাকালীন লেখা হয়েছিল। *The Acts of the Apostles*, পৃষ্ঠা ৪৭৯।

পৌল এই ভাইদের কাছে ‘খ্রীষ্ট যীশুতে সাধুগণ’ বলে লিখেছিলেন; কিন্তু তিনি তাদের কাছে লিখছিলেন না যারা চরিত্রে নিখুঁত ছিলেন। তিনি তাদের কাছে এমন পুরুষ ও নারী হিসেবে লিখেছিলেন যারা প্রলোভনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিল এবং যাদের পতন ঘটানোর আশঙ্কা ছিল। তিনি তাদের ‘শান্তির ঈশ্বরের’ দিকে নির্দেশ করেছিলেন, ‘যিনি আমাদের প্রভু যীশুকে, মেসদের সেই মহান পালককে, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন।’ তিনি তাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ‘চিরস্থায়ী চুক্তির রক্তের মাধ্যমে’ তিনি ‘যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা তোমাদেরকে তাঁর ইচ্ছা পালনের জন্য প্রত্যেক সংকর্মে সিদ্ধ করবেন এবং তোমাদের মধ্যে সেই কাজ করবেন যা তাঁর দৃষ্টিতে সন্তোষজনক।’

যখন কোনো দোষী ব্যক্তি নিজের ভুল সম্পর্কে সচেতন হয়, তখন তার আত্মসম্মান যেন নষ্ট না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন। উদাসীনতা বা অবিশ্বাসের দ্বারা তাকে নিরুৎসাহিত করবেন না। বলবেন না, ‘তাকে আশ্বা দেওয়ার আগে আমি অপেক্ষা করে দেখব, সে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে কি না।’ প্রায়শই এই অবিশ্বাসই প্রলুব্ধ ব্যক্তিকে হোঁচট খাওয়ায়। . . .

যারা আমাদের প্রচেষ্টায় সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয় না, তাদের জন্য আমরা খুব সহজেই হতাশ হয়ে পড়ি। যতক্ষণ আশার ক্ষীণতম আলোও থাকে, ততক্ষণ কোনো আত্মার জন্য আমাদের পরিশ্রম করা কখনও বন্ধ করা উচিত নয়। —*The Ministry of Healing*, পৃষ্ঠা ১৬৭, ১৬৮।

২. ঈশ্বরের শক্তিতে বিশ্বাস রাখা

সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর

ক. আমাদের ভুলভ্রান্ত সঙ্গীদের প্রতি আমাদের মনোভাব কীভাবে ঈশ্বরের শক্তিতে আমাদের বিশ্বাসের গভীরতা প্রকাশ করতে পারে? ফিলিপীয় ১:৬-৮।

আমাদের অন্যের দুর্বলতা বোঝার চেষ্টা করা উচিত।

যারা অন্ধকারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং যাদের সংকল্প ও নৈতিক শক্তির অভাব রয়েছে, তাদের হৃদয়ের যন্ত্রণা সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি। যে ব্যক্তি অনুশোচনায় ভুগছে, তার অবস্থা সবচেয়ে করুণ; সে যেন হতবাক, টলমল করতে থাকা, ধুলোয় ডুবে যাওয়া এক ব্যক্তির মতো। সে কিছুই পরিষ্কারভাবে দেখতে পায় না। মন মেঘাচ্ছন্ন, সে জানে না কী পদক্ষেপ নেবে। অনেক হতভাগ্য আত্মাই ভুল বোঝা, অবমূল্যায়িত, দুঃখ ও যন্ত্রণায় পূর্ণ—যেন এক হারিয়ে যাওয়া, পথভ্রষ্ট মেঘ। সে ঈশ্বরকে খুঁজে পায় না, অথচ তার মনে ক্ষমা ও শান্তির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে।

হায়, এমন কোনো কথা যেন বলা না হয় যা আরও গভীর যন্ত্রণার কারণ হয়! . . .

আমাদের আত্মত্যাগী মুক্তিদাতার কাছে মূল্যবান আত্মাদের এত চড়া মূল্য দিতে হয় যে, তাদের প্রলোভনকারীর শক্তির কাছে সহজে সঁপে দেওয়া যায় না। . . .

আমাদের নিজেদেরকে প্রলোভিতদের জায়গায় রেখে ভাবতে হবে। বংশগতির শক্তি, মন্দ সঙ্গ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব, এবং ভ্রান্ত অভ্যাসের শক্তির কথা বিবেচনা করুন। এসব প্রভাবে যে অনেকে অধঃপতিত হয়, তাতে কি আমরা অবাক হতে পারি? নিজেদের উত্তরণের প্রচেষ্টায় তারা যে ধীরগতিতে সাড়া দেয়, তাতে কি আমরা বিস্মিত হতে পারি?

প্রায়শই, সুসমাচারের প্রতি আকৃষ্ট হলে, যাদেরকে আপাতদৃষ্টিতে অমার্জিত ও আশাহীন মনে হতো, তারাই এর সবচেয়ে অনুগত অনুসারী ও সমর্থকদের মধ্যে থাকবেন। তারা পুরোপুরি ভ্রষ্ট নন। তাদের কঠোর বাহ্যিক রূপের আড়ালে এমন ভালো প্রেরণা রয়েছে, যেগুলোকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব। সাহায্যের হাত ছাড়া অনেকেই হয়তো আর কখনো নিজেদের সামলে উঠতে পারতেন না, কিন্তু ধৈর্যশীল ও অবিরাম প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের উন্নত করা যেতে পারে। এমন মানুষদের প্রয়োজন কোমল কথা, সদয় বিবেচনা এবং বাস্তব সাহায্য। তাদের এমন পরামর্শ প্রয়োজন, যা আত্মার ভেতরের সাহসের ক্ষীণ আভাটিকে নিভিয়ে দেবে না। —*The Ministry of Healing*, পৃষ্ঠা ১৬৮, ১৬৯।

খ. কী উদ্দেশ্যে আমাদের ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করা উচিত? ফিলিপীয় ১:৯-১১।

অনুগ্রহের প্রতিটি উপায় যত্নসহকারে উন্নত করা উচিত, যেন আত্মায় ঈশ্বরের প্রেম আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, ‘যেন তোমরা উত্তম বিষয়সমূহকে গ্রহণ করতে পারো; যেন খ্রীষ্টের দিন পর্যন্ত তোমরা সরল ও নির্দোষ থাকো; এবং ধার্মিকতার ফলে পরিপূর্ণ হও।’ আপনার খ্রীষ্টীয় জীবনকে অবশ্যই বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী রূপ ধারণ করতে হবে। আপনি শান্ত্রে আপনার সামনে স্থাপিত উচ্চ মান অর্জন করতে পারেন, এবং ঈশ্বরের সন্তান হতে চাইলে আপনাকে তা করতেই হবে। আপনি স্থির থাকতে পারেন না; আপনাকে হয় অগ্রসর হতে হবে, না হয় পশ্চাৎপদ হতে হবে। —*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৬৪।

৩. বৃহত্তর প্রেক্ষাপট দেখা

মঙ্গলবার, ২৯ সেপ্টেম্বর

ক. বর্ণনা করুন, কীভাবে ঈশ্বর প্রায়ই তাঁর প্রেম ও অনুগ্রহের চমৎকার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাড়না ও কঠিন পরিস্থিতি ব্যবহার করেন। ফিলিপীয় ১:১২-১৪।

এটা আশা করা যেত না যে, পৌল, একজন দরিদ্র ও বন্ধুহীন বন্দী হয়ে, রোমের ধনী ও অভিজাত শ্রেণীর নাগরিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবেন। পাপ তাদের কাছে তার সমস্ত ঝলমলে প্রলোভন নিয়ে হাজির হয়েছিল এবং তাদের স্বেচ্ছায় বন্দী করে রেখেছিল। কিন্তু তাদের নিপীড়নের পরিশ্রান্ত ও অভাবগ্রস্ত শিকারদের মধ্য থেকে, এমনকি দরিদ্র দাসদের মধ্য থেকেও অনেকে সানন্দে পৌলের কথা শুনেছিল এবং খ্রীষ্টের বিশ্বাসে এমন এক আশা ও শান্তি খুঁজে পেয়েছিল যা তাদের ভাগ্যের কঠিন পরিস্থিতিতেও আনন্দিত করেছিল।

তথাপি প্রেরিতের কাজ যদিও দীনহীন ও স্বল্পমনাদের দিয়ে শুরু হয়েছিল, এর প্রভাব বিস্তৃত হয়ে স্বয়ং সম্রাটের প্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।—*The Acts of the Apostles*, পৃষ্ঠা ৪৬১।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ পৌলকে তাঁর কারাবাসের সময়ে টিকিয়ে রেখেছিল, যার ফলে তিনি দুঃখকষ্টের মধ্যেও আনন্দ করতে পেরেছিলেন। বিশ্বাস ও নিশ্চয়তার সাথে তিনি তাঁর ফিলিপীয় ভাইদের কাছে লিখেছিলেন যে, তাঁর কারাবাসের ফলে সুসমাচারের প্রসার ঘটেছে। . . .

পৌলের এই অভিজ্ঞতার মধ্যে আমাদের জন্য একটি শিক্ষা রয়েছে, কারণ এটি ঈশ্বরের কার্যপদ্ধতি প্রকাশ করে। যা আমাদের কাছে পরাজয় ও বিরাট পরাজয় বলে মনে হতে পারে, প্রভু তা থেকেও বিজয় আনতে পারেন। আমরা ঈশ্বরকে ভুলে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকি; বিশ্বাসের চোখে অদৃশ্য বিষয়গুলো দেখার পরিবর্তে, আমরা কেবল দৃশ্যমান বিষয়গুলোর দিকেই তাকাই। যখন দুর্ভাগ্য বা দুর্যোগ আসে, আমরা ঈশ্বরের উপর অবহেলা বা নির্ভুরতার অভিযোগ আনতে প্রস্তুত থাকি। যদি তিনি কোনো ক্ষেত্রে আমাদের উপযোগিতা খর্ব করা সমীচীন মনে করেন, আমরা শোক করি, কিন্তু একবারও ভেবে দেখি না যে, ঈশ্বর হয়তো আমাদের ভালোর জন্যই কাজ করছেন। আমাদের এটা শেখা প্রয়োজন যে, শাস্তি তাঁর মহান পরিকল্পনারই একটি অংশ এবং দুঃখভোগের দণ্ডের অধীনে একজন খ্রিষ্টান কখনও কখনও সক্রিয় সেবায় নিযুক্ত থাকার চেয়েও প্রভুর জন্য বেশি কিছু করতে পারে।—*Ibid*, পৃ. ৪৮০, ৪৮১।

খ. সত্যের বীজ বপনের অপ্রচলিত উপায়গুলো নিয়ে হতাশ হওয়ার প্রলোভন জাগলে, আমাদের কী স্মরণ করা উচিত? ফিলিপীয় ১:১৫-১৮।

শয়তানের ধ্বংস করার প্রচেষ্টার দ্বারা, ঈশ্বরের বাক্যের ‘অক্ষয়’ বীজ, ‘যা চিরকাল জীবিত ও বিদ্যমান থাকে’ (১ পিতর ১:২৩), মানুষের হৃদয়ে বপন করা হয়; তাঁর সন্তানদের তিরস্কার ও তাড়নার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের নাম মহিমাম্বিত হয় এবং আত্মারা পরিগ্রাণ পায়। যারা তাড়না ও তিরস্কারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের সাক্ষী হয়, স্বর্গে তাদের জন্য পুরস্কার মহান।—*Thoughts From the Mount of Blessing*, পৃষ্ঠা ৩৪।

৪. অনন্তকালকে দৃষ্টির সামনে রেখে

বুধ, ৩০ সেপ্টেম্বর

ক. কেন আমরা পৌলের আশ্চর্যজনক সাক্ষ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারি? গালাতীয় ৬:১৪; ফিলিপীয় ১:১৯-২১।

যিনি খ্রীষ্টের সবচেয়ে নিকটবর্তী হবেন, তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি পৃথিবীতে তাঁর আত্মত্যাগী প্রেমের আত্মা সবচেয়ে গভীরভাবে পান করেছেন—সেই প্রেম যা ‘আত্মগর্ব করে না, গর্বিত হয় না, ... নিজের স্বার্থ খোঁজে না, সহজে উত্তেজিত হয় না, কোনো মন্দ চিন্তা করে না’ (১ করিন্থীয় ১৩:৪, ৫)—সেই প্রেম যা শিষ্যকে, যেমন আমাদের প্রভুকে করেছিল, মানবজাতির পরিগ্রাণের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে, জীবনযাপন করতে, পরিশ্রম করতে এবং আত্মত্যাগ করতে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত, চালিত করে। এই আত্মা পৌলের জীবনে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, ‘কারণ আমার কাছে জীবন মানে খ্রীষ্ট;’ কারণ তাঁর জীবন মানুষের কাছে খ্রীষ্টকে প্রকাশ করেছিল; ‘এবং মৃত্যু মানে লাভ’—খ্রীষ্টের জন্য লাভ; মৃত্যু নিজেই তাঁর অনুগ্রহের শক্তিকে প্রকাশ করবে এবং আত্মাদের তাঁর কাছে একত্রিত করবে। তিনি বলেছিলেন, ‘আমার দেহে খ্রীষ্ট মহিমাম্বিত হবেন, তা জীবন দ্বারাই হোক বা মৃত্যু দ্বারাই হোক।’ ফিলিপীয় ১:২১,২০।—*The Desire of Ages*, পৃষ্ঠা ৫৪৯।

প্রত্যেক প্রকৃত খ্রীষ্টান কেমন হওয়া উচিত, পৌল ছিলেন তার এক জীবন্ত উদাহরণ। তিনি ঈশ্বরের মহিমার জন্য জীবনযাপন করতেন। ... যিনি একসময় তাঁর সাধুদের রূপে খ্রীষ্টের উৎপীড়ক ছিলেন, তিনিই এখন জগতের সামনে খ্রীষ্টের ক্রুশ তুলে ধরেন। পৌলের হৃদয় আত্মাদের জন্য ভালোবাসায় জ্বলত, এবং তিনি মানুষের মন পরিবর্তনের জন্য তাঁর সমস্ত শক্তি উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর চেয়ে বেশি আত্মত্যাগী, আন্তরিক ও অধ্যবসায়ী কর্মী আর কখনও ছিলেন না। তাঁর জীবনই ছিল খ্রীষ্ট; তিনি

খ্রীষ্টের কাজ করতেন। তিনি যে সমস্ত আশীর্বাদ পেয়েছিলেন, সেগুলোকে তিনি অন্যদের আশীর্বাদ করার জন্য ব্যবহারযোগ্য অনেক সুবিধা হিসাবে মূল্যবান মনে করতেন।—*The SDA Bible Commentary* [E. G. White Comments], খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১১১২, ১১১৩।

‘কারণ আমার কাছে জীবন মানেই খ্রীষ্ট,’ [পৌল] ঘোষণা করেছিলেন। সমগ্র শাস্ত্রে, অল্প কথায়, একজন খ্রীষ্টান হওয়ার অর্থ কী, তার এটাই সবচেয়ে নিখুঁত ব্যাখ্যা□। এটাই সুসমাচারের সম্পূর্ণ সত্য।—ঐ, খণ্ড ৭, পৃ. ৯০৩।

খ. খ্রীষ্টের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায়, পৃথিবীতে আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের কী দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত? ফিলিপীয় ১:২২-২৪; ২ তীমথিয় ৪:৮; যোহন ১৪:৩।

যদিও মহাপুরস্কারটি খ্রীষ্টের আগমনে দেওয়া হবে, ঈশ্বরের প্রতি আন্তরিক সেবা এই জীবনেই পুরস্কার বয়ে আনে। কর্মীকে বাধা, বিরোধিতা এবং তিক্ত, হৃদয়বিদারক হতাশার সম্মুখীন হতে হবে। সে হয়তো তার পরিশ্রমের ফল দেখতে পাবে না। কিন্তু এই সবকিছুর মাঝেও সে তার শ্রমে এক ধন্য প্রতিদান খুঁজে পায়। যারা মানবজাতির নিঃস্বার্থ সেবায় নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে, তারা মহিমাময় প্রভুর সঙ্গে সহযোগিতায় থাকে। এই চিন্তা সমস্ত পরিশ্রমকে মধুর করে তোলে, ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করে এবং যা কিছুই ঘটুক না কেন, আল্লাহকে সাহস জোগায়।—*Christian Service*, পৃষ্ঠা ২৭০।

৫. বিশ্বাসের মাধ্যমে শক্তিশালী

বৃহস্পতি, ১ অক্টোবর

ক. পৌলের মনোভাব কীভাবে আমাদের মধ্যে আশা জাগাতে পারে? ফিলিপীয় ১:২৫-২৮।

ঈশ্বরের বিশ্বস্ত দূতগণকে তাদের কাজ নিয়ে অবিচলভাবে এগিয়ে যেতে হবে। স্বর্গীয় মহিমায় সজ্জিত হয়ে, তারা নির্ভয়ে ও বিজয়ীরূপে অগ্রসর হবেন এবং তাদের সংগ্রাম ততক্ষণ পর্যন্ত থামাবেন না, যতক্ষণ না তাদের নাগালের মধ্যে থাকা প্রত্যেকটি আল্লা এই সময়ের সত্যের বার্তা গ্রহণ করে।—*The Acts of the Apostles*, পৃ. ২২০।

খ. খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত কীভাবে আমাদের শক্তিশালী করে? ফিলিপীয় ১:২৯, ৩০; যিশাইয় ৫৩:৮-১১।

বিশ্বাসঘাতকতা ও পরীক্ষার সময়ে ঈশ্বরের পুত্রকে কী টিকিয়ে রেখেছিল? তিনি তাঁর আল্লার যন্ত্রণা দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি অনন্তকালের বিস্মৃতি দেখেছিলেন এবং তাদের সুখ দেখেছিলেন, যারা তাঁর এই অবমাননার মধ্য দিয়ে ক্ষমা ও অনন্ত জীবন লাভ করবে। তিনি তাদের অপরাধের জন্য আহত হয়েছিলেন, তাদের পাপের জন্য ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন। তাদের শান্তির শাস্তি তাঁর উপর বর্তেছিল এবং তাঁর আঘাতের দ্বারা তারা সুস্থ হয়েছিল। তাঁর কান মুক্তিপ্রাপ্তদের জয়ধ্বনি শুনেছিল। তিনি মুক্তিপ্রাপ্তদের মোশি ও মেসশাবকের গান গাইতে শুনেছিলেন।

ভবিষ্যৎ এবং স্বর্গীয় আশীর্বাদের বিষয়ে আমাদের একটি দূরদৃষ্টি থাকতে হবে। অনন্তকালের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে শুনুন সেই করুণাময় অভ্যর্থনা, যা দেওয়া হয় তাদেরকে, যারা এই জীবনে খ্রীষ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে এবং তাঁর খাতিরে দুঃখভোগ করাকে এক বিশেষ সুযোগ ও সম্মান বলে মনে করেছে। . . .

সেখানে মুক্তিপ্রাপ্তরা তাদের অভিবাদন জানায়, যারা তাদের মহিমাম্বিত ত্রাণকর্তার কাছে পরিচালিত করেছিল। তারা তাঁর প্রশংসায় একত্রিত হয়, যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন যেন মানুষ ঈশ্বরের জীবনের সমতুল্য জীবন লাভ করতে পারে। সংঘাত শেষ। সমস্ত ক্লেশ ও বিবাদের অবসান ঘটেছে। মুক্তিপ্রাপ্তরা ঈশ্বরের সিংহাসনের চারপাশে দাঁড়ালে বিজয়ের গানে সমগ্র স্বর্গ ভরে ওঠে।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৪৩, ৪৪।

১. কেন আমাদের সেইসব পতিত আত্মাদের নিয়ে অধ্যবসায় করতে হবে যাদের মধ্যে অন্তত এক চিলতে আশা রয়েছে?
 ২. আমি কতবার একগুঁয়ে, বিপথগামী মানুষদের আশ্চর্যজনকভাবে বদলে যেতে দেখেছি?
 ৩. ঈশ্বর কীভাবে তাঁর মঙ্গলময় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের দুঃখকষ্টকে ব্যবহার করতে পারেন?
 ৪. পলের জীবনের মূলমন্ত্র কী ছিল, তা বর্ণনা করুন।
 ৫. কীভাবে আমি পৌলের জীবন এবং সর্বোপরি, খ্রিষ্টের জীবনকে আরও ভালোভাবে প্রতিফলিত করতে পারি?
- বিশ্রামবার, ১০ অক্টোবর, ২০২৬

পাঠ ২

খ্রিষ্টের মতো

সকল পরিস্থিতিতে

মুখ্য পদ:বিবাদ বা অহংকারবশত কিছুই করা উচিত নয়; বরং নম্রচিত্তে প্রত্যেকে অন্যকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করুক। প্রত্যেকে কেবল নিজের বিষয়ের দিকে নয়, বরং অন্যের বিষয়ের দিকেও দৃষ্টি রাখুক (ফিলিপীয় ২:৩, ৪)।

প্রস্তাবিত পঠন: *Testimonies for the Church*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৬৭-১৭৭, ৪৭৭-৪৯০।

অভিন্ন সৌজন্যবোধের চর্চা, অর্থাৎ অন্যের সাথে তেমন আচরণ করার ইচ্ছা যেমনটি আমরা নিজেরা পেতে চাই, তা জীবনের অর্ধেক দুঃখকষ্ট দূর করে দেবে। আত্মগৌরবের মনোভাব শয়তানের মনোভাব; কিন্তু যে হৃদয়ে খ্রিষ্টের প্রতি ভালোবাসা লালিত হয়, সেই হৃদয়ে এমন করুণা থাকবে যা নিজের স্বার্থ খোঁজে না।—*Patriarchs and Prophets*, পৃষ্ঠা ১৩৩।

১. একটি প্রয়োজনীয় গুণ

রবিবার, ৪ অক্টোবর

ক. প্রকৃত খ্রীষ্টীয় সম্প্রীতির মূল্য সম্পর্কে পৌলের অভিব্যক্তিকে আমাদের কেন সমাদর করা উচিত? ফিলিপীয় ২:১, ২; রোমীয় ১৫:৫, ৬।

খ্রীষ্ট একদল লোককে বের করে আনছেন এবং তাদেরকে বিশ্বাসের ঐক্যে নিয়ে আসছেন, যেন তারা এক হয়, যেমন তিনি পিতার সঙ্গে এক। মতপার্থক্য অবশ্যই বিসর্জন দিতে হবে, যেন সকলে এক দেহের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে, যেন তাদের এক মন ও এক বিচারবুদ্ধি থাকে।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩২৪।

খ. এইরূপ ঐক্যের দ্বারা প্রাপ্ত আনন্দ এবং কীভাবে তা কেবলমাত্র অর্জন করা যায়, তা বর্ণনা করুন। ১ করিন্থীয় ১:১০; গীতসংহিতা ১৩৩:১-৩।

পরিবারে ও মণ্ডলীর মধ্যে বিভেদ ও বিবাদের কারণ হলো খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্নতা। খ্রীষ্টের নিকটবর্তী হওয়া মানে পরস্পরের নিকটবর্তী হওয়া। মণ্ডলী ও পরিবারে প্রকৃত ঐক্যের রহস্য কূটনীতি নয়, ব্যবস্থাপনা নয়, বা প্রতিকূলতা জয় করার জন্য কোনো অতিমানবীয় প্রচেষ্টাও নয়—যদিও এ ধরনের অনেক কিছুই করতে হবে—বরং তা হলো খ্রীষ্টের সঙ্গে একাত্মতা।—*The Adventist Home*, পৃ. ১৭৯।

২. মনোভাবের পরিবর্তন

সোমবার, ৫ অক্টোবর

ক. সকল খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীর কাছে কোন আবেদনটি আসে—এবং কেন? ফিলিপীয় ২:৩।

অহংকার ও স্বার্থপর উদ্ভাসাঙ্কু হলে সেই শিলা, যার উপর বহু আত্মা বিধ্বস্ত হয়েছে এবং বহু মণ্ডলী শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। যারা ভক্তি সম্পর্কে সবচেয়ে কম জানে, ঈশ্বরের সাথে যাদের সংযোগ সবচেয়ে কম, তারাই সর্বোচ্চ স্থানটি সবচেয়ে আগ্রহের সাথে খোঁজে। তাদের নিজেদের দুর্বলতা এবং চারিত্রিক ত্রুটি সম্পর্কে কোনো বোধ নেই।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৭৪।

“বিভিন্ন স্বভাব ও ত্রুটিপূর্ণ চরিত্রের মানুষেরা অন্যের দোষ দেখতে পায়, কিন্তু নিজেদের ভুল সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান আছে বলে মনে হয় না। ... সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের স্বার্থপরতা ও উদ্ভ্রাণাঙ্ক থাকে, যা ঈশ্বরের কাজকে ব্যাহত করে। আত্মস্বার্থকে দৃষ্টির আড়ালে রাখতে হবে।” —Ibid, পৃ. ৪১৯।

যে হৃদয়ে খ্রীষ্টের শান্তি নেই, তা অসুখী ও অসন্তোষে পূর্ণ; সেই ব্যক্তি সবকিছুর মধ্যে দোষ খুঁজে বেড়ায় এবং সে সবচেয়ে স্বর্গীয় সঙ্গীতেও বেসুরো সুর সৃষ্টি করতে চায়। স্বার্থপর জীবনই হলো মন্দ জীবন। যাদের হৃদয় আত্মপ্রেমে পূর্ণ, তারা তাদের ভাইদের সম্পর্কে মন্দ চিন্তা সঞ্চয় করে রাখে এবং ঈশ্বরের মাধ্যমগুলোর বিরুদ্ধে কথা বলে। শয়তানের প্ররোচনায় উষ্ণ ও তীব্র থাকা আবেগগুলো এক তিক্ত ঝর্ণার মতো, যা অন্যের জীবনকে বিষাক্ত করার জন্য ক্রমাগত তিক্ত স্রোত বইয়ে দেয়। ...

যারা খ্রীষ্টের অনুসারী বলে দাবি করে, তাদের প্রত্যেকে যেন নিজেকে কম এবং অন্যদের বেশি মর্যাদা দেয়। একজোট হও, একজোট হও! ঐক্য শক্তি ও বিজয়; বিবাদ ও বিভাজনে দুর্বলতা ও পরাজয়। —Ibid, পৃ. ৪৮৮।

এবং

খ. প্রকৃত সমৃদ্ধির রহস্য ব্যাখ্যা করুন। ফিলিপীয় ২:৪।

যদি আমাদের জীবন পবিত্র সুগন্ধে পরিপূর্ণ থাকে, যদি আমরা অন্যের প্রতি সদ্ভাব পোষণ করে এবং সংকর্মের মাধ্যমে ঈশ্বরকে সম্মান করি, তবে আমরা কুঁড়েঘরে বাস করি বা প্রাসাদে, তাতে কিছু যায় আসে না। আত্মার অভিজ্ঞতার সাথে পরিস্থিতির সম্পর্ক সামান্যই। লালিত আত্মাই আমাদের সকল কর্মকে বর্ণময় করে তোলে। ঈশ্বর ও সহমানবদের সাথে শান্তিতে থাকা কোনো মানুষকে দুঃখী করা যায় না। তার হৃদয়ে ঈর্ষা থাকবে না; মন্দ অনুমান সেখানে স্থান পাবে না; ঘৃণার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। ঈশ্বরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হৃদয় এই জীবনের বিরক্তি ও পরীক্ষার উর্ধ্বে থাকে। —Ibid খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৮৮।

আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো যতখানি নিঃস্বার্থ উদারতা প্রদর্শন করবে এবং নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সংগ্রামরত প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে নিজেদের প্রাচুর্য ভাগ করে নেবে, সাফল্যও ততখানি বৃদ্ধি পাবে। আমাদের সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত সেইসব প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা, যাদেরকে ঈশ্বর বেঁচে থাকতে ও সমৃদ্ধ হতে বলেছেন, কিন্তু যারা এখনও অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করছে। আমাদের মধ্যে প্রকৃত, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা অত্যন্ত সীমিত। —Ibid, খণ্ড ৮, পৃ. ১৩৭।

৩. তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণে মঙ্গলবার, ৬ অক্টোবর

ক. ইতিহাসের এই পর্যায়ে আমাদের চিন্তা ও কাজের বৈশিষ্ট্য কী হওয়া উচিত? ২ করিন্থীয় ১০:৩-৫; ফিলিপীয় ২:৫।

আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টের শিক্ষাকে অলঙ্কৃত করতে হলে, আমাদের অবশ্যই সেই মন থাকতে হবে যা খ্রীষ্টের মধ্যে ছিল। আমাদের পছন্দ-অপছন্দ এবং অন্যের ক্ষতি করে নিজের সুবিধা লাভের আকাঙ্ক্ষাকে অবশ্যই জয় করতে হবে। ঈশ্বরের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক। খ্রীষ্টকে অবশ্যই আমাদের মধ্যে এক জীবন্ত ও কর্মক্ষম শক্তি হিসেবে থাকতে হবে। —The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments] খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৯২১।

আমাদেরকে খ্রীষ্টের বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে হবে, তাঁর কাছ থেকে নম্রতা ও বিনয় শিখতে। মুক্তি হলো সেই প্রক্রিয়া যার দ্বারা আত্মাকে স্বর্গের জন্য প্রস্তুত করা হয়। এই প্রস্তুতির অর্থ হলো খ্রীষ্টকে জানা। এর অর্থ হলো অন্ধকারের অধিপতির বিদ্যালয়ে অর্জিত ধারণা, অভ্যাস এবং রীতিনীতি থেকে মুক্তি। আত্মাকে অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের বিরোধী সমস্ত কিছু থেকে উদ্ধার করতে হবে। —The Desire of Ages, পৃষ্ঠা ৩৩০।

খ. কীভাবে ও কেন আমরা খ্রীষ্টের মনোভাব প্রতিফলিত করব? ফিলিপীয় ২:৬-৮।

যিশু আমাদের প্রকৃতি গ্রহণ করলেন, তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, যা কিছু হারিয়ে গেছে তা উদ্ধার করার জন্য, তাঁর গৌরব, মহিমা এবং ঐশ্বর্য ত্যাগ করলেন। তিনি সেবা গ্রহণ করতে আসেননি, বরং অন্যদের সেবা করতে এসেছিলেন। যিশু যখন অপমানিত, লাঞ্চিত এবং লাঞ্চিত হয়েছিলেন, তখন তিনি প্রতিশোধ নেননি। ‘যিনি অপমানিত হয়েও পাল্টা অপমান করেননি।’ যখন মানুষের নিষ্ঠুরতা তাঁকে যন্ত্রণাদায়ক আঘাত ও ক্ষতের শিকার করেছিল, তখন তিনি হুমকি দেননি, বরং নিজেকে তাঁর হাতে সঁপে দিয়েছিলেন যিনি ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করেন। প্রেরিত পৌল তাঁর ফিলিপীয় ভাইদের উৎসাহিত করেছিলেন: ‘তোমাদের মধ্যে সেই মনোভাব

থাকুক, যা খ্রীষ্ট যিশুর মধ্যেও ছিল: যিনি ঈশ্বরের রূপে থেকেও, ঈশ্বরের সমান হওয়াকে অন্যায় মনে করেননি: বরং নিজেকে খ্যাতিহীন করে দাসের রূপ ধারণ করলেন এবং মানুষের সাদৃশ্যে তৈরি হলেন।’ দাস কি তার প্রভুর চেয়ে বড়? খ্রীষ্ট আমাদের তাঁর জীবনকে একটি আদর্শ হিসেবে দিয়েছেন, এবং আমরা তাঁকে অসম্মান করি যখন আমরা প্রতিটি সামান্য অবহেলায় ঈর্ষান্বিত হই এবং প্রতিটি বিষয়ে অসন্তুষ্ট হতে প্রস্তুত থাকি। আঘাত, তা কাল্পনিক হোক বা বাস্তব। আত্মরক্ষা বা নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকা মহৎ মনের পরিচায়ক নয়। প্রতিশোধের স্পৃহায় বা ক্রোধ প্রকাশ করে আত্মাকে আহত করার চেয়ে বরং শতবার অন্যায়ভাবে কষ্ট ভোগ করা শ্রেয়। ঈশ্বরের কাছ থেকে শক্তি লাভ করা যায়। তিনি সাহায্য করতে পারেন। তিনি অনুগ্রহ ও স্বর্গীয় প্রজ্ঞা দান করতে পারেন। যদি বিশ্বাসে প্রার্থনা করো, তবে পাবে; কিন্তু প্রার্থনার জন্য সজাগ থাকতে হবে। সজাগ থাকো, প্রার্থনা করো, কাজ করো—এটাই হওয়া উচিত তোমার মূলমন্ত্র।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪২৬, ৪২৭।

৪. সক্রিয় প্রশংসা বৃদ্ধি, ৭ অক্টোবর

ক. পিতা ঈশ্বর খ্রীষ্টের করা অসীম আত্মত্যাগকে কীভাবে দেখেন—এবং আমাদেরই বা কীভাবে দেখা উচিত? ফিলিপীয় ২:৯-১১।

আমরা কার পক্ষে? জগৎ খ্রীষ্টকে বর্জন করেছিল, স্বর্গ তাঁকে গ্রহণ করেছে। মানুষ, এই নশ্বর মানুষ, জীবনের রাজপুত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছিল; ঈশ্বর, আমাদের সার্বভৌম শাসক, তাঁকে স্বর্গে গ্রহণ করেছেন। ঈশ্বর তাঁকে মহিমাম্বিত করেছেন। মানুষ তাঁকে কাঁটার মুকুট পরিয়েছিল, ঈশ্বর তাঁকে রাজকীয় মহিমার মুকুট পরিয়েছেন। আমাদের সকলকেই অকপটে চিন্তা করতে হবে। আপনি কি এই মানুষ খ্রীষ্ট যীশুকে আপনার উপর শাসন করার জন্য গ্রহণ করবেন, নাকি বারাকবাসকে? ... যারা তাঁকে গ্রহণ করে এবং তাঁর উপর বিশ্বাস করে, তাদের সকলের জন্য খ্রীষ্টের মৃত্যু হলো আশা এবং অনন্ত জীবন। —*The SDA Bible Commentary* [E. G. White Comments], খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১১০৭।

খ. নৈতিক শক্তি ও ইচ্ছাশক্তিতে আমরা দুর্বল হলেও, কেন আমাদের স্বেচ্ছায় ত্রাণকর্তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে? ফিলিপীয় ২:১২, ১৩।

যদি আপনি সত্যিই বিশ্বাসের জীবন শুরু করে থাকেন, তবে আপনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রভুর কাছে সমর্পণ করেছেন, এবং তিনি আপনাকে তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে গঠন ও রূপ দেওয়ার জন্য গ্রহণ করেছেন, যেন আপনি সম্মানের পাত্র হতে পারেন। তাঁর হাতে নমনীয় হওয়ার এবং তিনি আপনাকে যেখানেই নিয়ে যান, সেখানেই অনুসরণ করার জন্য আপনার একটি আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত। তখন আপনি তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তাঁর উপর আস্থা রাখছেন, এবং একই সাথে ভয় ও কম্পনের সাথে নিজের পরিত্রাণ সাধনের মাধ্যমে তাঁর সাথে সহযোগিতা করছেন। ...

বিশুদ্ধ ধর্মের সম্পর্ক ইচ্ছাশক্তির সাথে। ইচ্ছাশক্তিই মানুষের স্বভাবের চালিকা শক্তি, যা অন্য সকল ক্ষমতাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে। ইচ্ছাশক্তি রুচি বা ঝোঁক নয়, বরং এটিই সেই নির্ণায়ক শক্তি যা মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য অথবা অবাধ্যতা নির্ধারণ করে।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৫১২, ৫১৩।

যতক্ষণ না তুমি ইচ্ছাশক্তির প্রকৃত ক্ষমতা বুঝতে পারবে, ততক্ষণ তুমি নিরন্তর বিপদে থাকবে। তুমি হয়তো সবকিছু বিশ্বাস করতে পারো এবং প্রতিজ্ঞা করতে পারো, কিন্তু তোমার প্রতিজ্ঞা বা তোমার বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই, যতক্ষণ না তুমি তোমার ইচ্ছাকে বিশ্বাস ও কর্মের পক্ষে দাঁড় করাও। যদি তুমি তোমার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি দিয়ে বিশ্বাসের লড়াই লড়ো, তবে তুমি জয়ী হবে। তোমার অনুভূতি, তোমার ধারণা, তোমার আবেগ বিশ্বাসযোগ্য নয়, কারণ সেগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। ...

কিন্তু তোমাদের হতাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই। ... তোমাদেরই কাজ হলো নিজেদের ইচ্ছাকে যিশু খ্রীষ্টের ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করা; এবং যখন তোমরা তা করবে, ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ তোমাদের অধিকার করবেন এবং তোমাদের মধ্যে কাজ করবেন যেন তোমরা তাঁর সন্তোষজনক ইচ্ছা ও কর্ম করতে পারো। তখন তোমাদের সমগ্র স্বভাব খ্রীষ্টের আত্মার নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে, এমনকি তোমাদের চিন্তাভাবনাও তাঁর বশীভূত হবে।—*Ibid*, পৃ. ৫১৩, ৫১৪।

৫. দৈনিক খ্রিস্টধর্ম বৃহস্পতি, ৮ অক্টোবর

ক. আমাদের অবশ্যই জয় করতে হবে এমন কয়েকটি সাধারণ সমস্যার নাম বলুন। ফিলিপীয় ২:১৪, ১৫।

ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা অবশ্যই আত্মাকে পরিব্যাপ্ত করবে, নতুবা ধার্মিকতার ফল প্রকাশ পাবে না। অহংকার ও গর্বে, কিংবা ক্ষমতা বা লাভের লোভে লিপ্ত হওয়া নিরাপদ নয়। অহেতুক বিরক্তি প্রকাশ করা, নিন্দা করা এবং অভিযোগ করা স্বার্থপরতার সবচেয়ে খারাপ পর্যায়, কারণ আপনার এটি করার ক্ষমতা আছে এবং যাদের আপনি এভাবে অপমান করেন তারা আপনাকে বাধা দিতে পারে না। এই স্বার্থপরতাই পারিবারিক পরিমণ্ডলে এবং মণ্ডলীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। অখ্রিস্টীয় হৃদয়ের মানুষেরা মনে করে যে, যেখানে কোনো অন্যায় নেই সেখানেও তারা অন্যের মধ্যে বড় অন্যায় খুঁজে বের করতে পারে এবং তারা ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ভাবতে থাকে যতক্ষণ না সেগুলো অনেক বড় বলে মনে হয়। এই ছোটখাটো বিষয়গুলো, যা কারো কারো কাছে অনেক বড় বলে মনে হয়, সেগুলোর মীমাংসার কাজ ঈশ্বর তাঁর অনুগামীদের নিজেদের উপরই ছেড়ে দিয়েছেন। এই দুর্ভাগ্যজনক মতপার্থক্যগুলোকে মণ্ডলীর মধ্যে তিক্ততার মূলে পরিণত হতে দেবেন না, যার দ্বারা অনেকে কলুষিত হবে। যখন হৃদয়ে খ্রিস্ট থাকেন, তখন তা ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি ভালোবাসায় এতটাই কোমল ও বশীভূত হয়ে যায় যে সেখানে বিরক্তি, দোষ খোঁজা এবং বিবাদের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। হৃদয়ে খ্রিস্টের ধর্ম তার অধিকারীকে সেইসব কামনা-বাসনার উপর সম্পূর্ণ বিজয় এনে দেবে যা অন্যায়ের সন্ধান করে। দক্ষতা।—Testimonies for the Church, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬১০।

খ. ইপাফ্রোদিতাসের প্রতি পৌলের প্রশংসা আমাদের কোন গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়? ফিলিপীয় ২:২১, ২৫-২৭, ৩০।

খ্রীষ্ট নিজে স্বর্গে অবস্থান করে এই পতিত জগতে তাঁর দূতদের পাঠাননি; বরং তিনি নিজেই শিবিরের বাইরে গিয়ে তিরস্কার বহন করেছেন। তিনি দুঃখভোগী ও শোকসন্তপ্ত মানুষ হলেন; তিনি নিজেই আমাদের দুর্বলতা গ্রহণ করলেন এবং আমাদের অক্ষমতা বহন করলেন। আর তাঁর ঘোষিত অনুসারীদের মধ্যে আত্মত্যাগের অভাবকে ঈশ্বর খ্রীষ্টীয় নামের অস্বীকৃতি বলে গণ্য করেন। যারা খ্রীষ্টের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার দাবি করে, অথচ দামি ও মূল্যবান পোশাক, আসবাবপত্র এবং খাবারের মতো নিজেদের স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে, তারা কেবল নামেই খ্রীষ্টান। খ্রীষ্টান হওয়ার অর্থ হলো খ্রীষ্টের মতো হওয়া।—Counsels on Stewardship., পৃষ্ঠা ৫৪।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা প্রশ্নাবলী শুক্রবার, ৯ অক্টোবর

১. খ্রীষ্টীয় ঐক্য কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং তা কীভাবে অর্জন করা যায়?
২. ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান উভয়ের সাফল্যের রহস্য কী?
৩. মানবজাতির পক্ষে খ্রীষ্ট যা করেছেন, তার সারসংক্ষেপ আমরা কীভাবে করতে পারি?
৪. আমাদের কলঙ্কিত অতীত থাকা সত্ত্বেও, যিশু আমাদের জন্য কী করতে ইচ্ছুক—এবং কীভাবে?
৫. আমার অভিযোগ করার প্রবণতা কেন—এবং এই বদভ্যাসটি কাটিয়ে উঠতে কী আমাকে সাহায্য করতে পারে?

বিশ্রামবার, ১৭ অক্টোবর, ২০২৬ পাঠ ৩

যীশুকে আরও ভালোভাবে জানার আকাঙ্ক্ষা

মুখস্ত পদ: যেন আমি তাঁকে জানতে পারি, তাঁর পুনরুত্থানের শক্তি লাভ করতে পারি, এবং তাঁর দুঃখভোগের সহভাগিতা পেতে পারি; তাঁর মৃত্যুর অনুরূপ হয়ে; যদি কোনোভাবে আমি মৃতদের পুনরুত্থান লাভ করতে পারি (ফিলিপীয় ৩:১০, ১১)।

বাইবেলের শিক্ষার্থী যখন মুক্তিদাতাকে দর্শন করেন, তখন তাঁর আত্মায় বিশ্বাস, আরাধনা ও ভালোবাসার এক রহস্যময় শক্তি জাগ্রত হয়। দৃষ্টি খ্রীষ্টের দর্শনের উপর স্থির থাকে এবং দর্শক যাঁর আরাধনা করেন, তাঁর সাদৃশ্যে বিকশিত হন।—Education, পৃষ্ঠা ১৯২।

১. বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকতা রবিবার, ১১ অক্টোবর

ক. পৌল কীভাবে দৈহিক যোগ্যতার ওপর নির্ভর না করে খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেন? ফিলিপীয় ৩:১-৩।

আমরা যিশুর যত নিকটবর্তী হব এবং তাঁর চরিত্রের পবিত্রতা যত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করব, ততই আমরা পাপের চরম পাপময়তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারব এবং নিজেদেরকে মহিমাম্বিত করার প্রবণতা আমাদের ততই কমে যাবে। . . .

প্রেরিত বা ভাববাদীদের কেউই কখনো নিজেদেরকে পাপমুক্ত বলে দাবি করেননি। যাঁরা ঈশ্বরের সবচেয়ে নিকটবর্তী জীবনযাপন করেছেন, যাঁরা জেনেশুনে কোনো অন্যায় কাজ করার চেয়ে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, যাঁদেরকে ঈশ্বর তাঁর ঐশ্বরিক আলো ও শক্তি দিয়ে সম্মানিত করেছেন, তাঁরা নিজেদের স্বভাবের পাপময়তা স্বীকার করেছেন। তাঁরা দৈহিকতার উপর কোনো আস্থা রাখেননি, নিজেদের কোনো ধার্মিকতার দাবি করেননি, বরং সম্পূর্ণরূপে খ্রীষ্টের ধার্মিকতার উপর ভরসা করেছেন। যাঁরা খ্রীষ্টকে দর্শন করেন, তাঁদের সকলের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনই ঘটবে।

খ্রীষ্টীয় অভিজ্ঞতার প্রতিটি অগ্রগতির সাথে আমাদের অনুতাপ আরও গভীর হবে। প্রভু যাদের ক্ষমা করেছেন, যাদের তিনি তাঁর নিজের লোক বলে স্বীকার করেন, তাদেরকেই তিনি বলেন, ‘তখন তোমরা নিজেদের মন্দ পথ ও মন্দ কাজগুলো স্মরণ করবে নিজেদের চোখে নিজেদেরকে ঘৃণা করবে।’ যিহিষ্কেল ৩৬:৩১। ... তখন আমাদের ওষ্ঠাধর আত্মগৌরবে উন্মুক্ত হবে না। আমরা জানব যে, আমাদের পর্যাণ্ডতা কেবল খ্রীষ্টের মধ্যেই রয়েছে।—Christ’s Object Lessons, পৃষ্ঠা ১৬০।

২. খ্রিস্টের সেবায় আনন্দ

সোমবার, ১২ অক্টোবর

ক. খ্রীষ্টে মন পরিবর্তন করার আগে পৌলের পূর্বের মনোভাব বর্ণনা করুন। ফিলিপীয় ৩:৪-৬।

যিহূদিয়ার ধর্মতাত্ত্বিক বিদ্যালয়গুলোতে ঈশ্বরের বাণীকে মানুষের জল্পনা-কল্পনার জন্য একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছিল; রাব্বীদের ব্যাখ্যা ও ঐতিহ্যের দ্বারা তা তার শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। আত্মগৌরব, আধিপত্যের প্রতি ভালোবাসা, ঈর্ষান্বিত একচেটিয়া মনোভাব, গোঁড়ামি এবং অবজ্ঞাপূর্ণ অহংকারই ছিল এই শিক্ষকদের প্রধান নীতি ও উদ্দেশ্য।

রাব্বিরা শুধু অন্য জাতির লোকদের কাছেই নয়, বরং নিজেদের দেশের সাধারণ মানুষের কাছেও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গর্ব করত। তাদের রোমান অত্যাচারীদের প্রতি তীব্র ঘৃণার সাথে, তারা অস্ত্রের জোরে তাদের জাতীয় আধিপত্য পুনরুদ্ধারের সংকল্প পোষণ করত। যিশুর অনুসারীদের, যাঁদের শান্তির বার্তা তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল, তারা ঘৃণা করত এবং হত্যা করত। এই নিপীড়নে শৌল ছিলেন অন্যতম তিক্ত ও নির্মম কুশীলব।—Education, পৃষ্ঠা ৬৪, ৬৫।

খ. যিশুর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের অসীম আনন্দ সম্বন্ধে পৌল কী ব্যাখ্যা করেন? ফিলিপীয় ৩:৭, ৮।

প্রেরিতেরা নিজেদের জীবনকে নিজেদের কাছে মূল্যবান মনে করেননি, বরং খ্রীষ্টের নামের জন্য অপমান সহ্য করার যোগ্য বলে গণ্য হওয়ায় তাঁরা আনন্দিত হয়েছিলেন। পৌল ও সীল সর্বস্ব হারিয়েছিলেন। তাঁরা চাবুকের আঘাত সহ্য করেছিলেন এবং তাঁদেরকে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ভঙ্গিতে অন্ধকূপের ঠান্ডা মেঝেতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, যেখানে তাঁদের পা দুটি উঁচু করে শেকলে বাঁধা ছিল। তখন কি তাঁদের কোনো অনুযোগ বা অভিযোগ কারারক্ষকের কানে পৌঁছেছিল? না! কারাগারের ভেতর থেকে মধ্যরাতের নীরবতা ভেঙে ঈশ্বরের প্রশংসা ও আনন্দের গান ভেসে আসছিল। এই শিষ্যেরা তাঁদের মুক্তিদাতার উদ্দেশ্যের প্রতি এক গভীর ও আন্তরিক ভালোবাসায় উৎসাহিত হয়েছিলেন, যার জন্য তাঁরা কষ্টভোগ করেছিলেন।

যখন ঈশ্বরের সত্য আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে, আমাদের অনুরাগগুলোকে আচ্ছন্ন করে এবং আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখন আমরাও সত্যের খাতিরে দুঃখভোগ করাকে আনন্দ বলে গণ্য করব। তখন কোনো কারাগারের প্রাচীর, কোনো শহীদের শূলও এই মহান কাজে আমাদের নিরুৎসাহিত বা বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। এসো, হে আমার আত্মা, কালভারিতে। ঈশ্বরের পুত্রের নম্র জীবনকে লক্ষ্য করো। তিনি ছিলেন ‘দুঃখের মানুষ, এবং শোকের সঙ্গে পরিচিত।’ গেৎসিমানিতে তাঁর অপমান, তাঁর যন্ত্রণা দেখো, এবং আত্মত্যাগ কী তা শেখো। আমরা কি অভাবে ভুগছি? স্বর্গের মহিমা খ্রীষ্টও তাই ছিলেন। কিন্তু তাঁর দারিদ্র্য ছিল আমাদের খাতিরে। আমরা কি ধনীদির মধ্যে গণ্য? তিনিও তাই ছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের খাতিরে দরিদ্র হতে সম্মত হয়েছিলেন, যেন আমরা তাঁর দারিদ্র্যের মাধ্যমে ধনী হতে পারি। খ্রীষ্টের মধ্যে আমরা আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত পাই।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪০৬, ৪০৭।

৩. প্রকৃত অভিজ্ঞতা

মঙ্গলবার, ১৩ অক্টোবর

ক. পৌলের কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আজ আমাদের আগ্রহভরে চিন্তা করা উচিত? ফিলিপীয় ৩:৯।

সত্য সাক্ষী বলেছেন, ‘আমার কাছ থেকে আগুনে পরীক্ষিত সোনা কিনো, যেন তুমি ধনী হতে পারো; এবং শ্বেতবস্ত্র কিনো, যেন তুমি পরিহিত হতে পারো, আর তোমার নগ্নতার লজ্জা প্রকাশ না পায়।’ এই নগ্নতা ও দারিদ্র্যের লজ্জা কী? এই লজ্জা হলো আত্মধার্মিকতায় নিজেদের আবৃত করা এবং ঈশ্বর থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করা, অথচ তিনি সকলের জন্য তাঁর আশীর্বাদ লাভের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রেখেছেন।—*The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments]*, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৯৬৫।

যে আত্মা ঈশ্বরকে ভালোবাসে, সে সন্দেহের কুয়াশার ঊর্ধ্বে ওঠে; সে এক উজ্জ্বল, প্রশস্ত, গভীর ও জীবন্ত অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং নম্র ও খ্রীষ্টের মতো হয়ে ওঠে। তার আত্মা ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত, ঈশ্বরের মধ্যে খ্রীষ্টের সাথে গুপ্ত থাকে। সে অবহেলা, অপব্যবহার এবং অবজ্ঞার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হবে, কারণ তার ত্রাণকর্তা এই সমস্ত কষ্ট ভোগ করেছেন। যখন কঠিন পরিস্থিতি তাকে পীড়িত করবে, তখন সে অস্থির ও হতাশ হবে না, কারণ যীশু ব্যর্থ হননি বা হতাশ হননি। প্রত্যেক প্রকৃত খ্রীষ্টান শক্তিশালী হবে, তার সংকর্মের শক্তি ও যোগ্যতায় নয়, বরং খ্রীষ্টের ধার্মিকতায়, যা বিশ্বাসের মাধ্যমে তার উপর আরোপিত হয়। হৃদয়ে নম্র ও দীন হওয়া, পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হওয়া এক মহৎ বিষয়, যেমনটি স্বর্গের রাজপুত্র ছিলেন যখন তিনি মানুষের মধ্যে বিচরণ করতেন।—*Ibid*, পৃ. ৯০৭।

খ. প্রকৃত খ্রীষ্টীয় জীবনের মূল লক্ষ্য ব্যাখ্যা করুন। ফিলিপীয় ৩:১০, ১১; ১ পিতর ২:২১।

[প্রেরিতগণ] আত্মত্যাগ ও ক্রুশের মাধ্যমে জীবনদায়ী পথ দেখিয়েছিলেন। তাঁর দুঃখভোগে তাঁরা তাঁদের ত্রাণকর্তার সহভাগিতা লাভ করেছিলেন এবং তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা ছিল খ্রীষ্ট যীশুকে ও ক্রুশবিদ্ধ তাঁকে জানা। তাঁরা নিজেদের সুবিধার কথা ভাবেননি, কিংবা নিজেদের জীবনকে প্রিয় বলে গণ্য করেননি। তাঁরা ভোগবিলাসের জন্য নয়, বরং সংকর্ম করার জন্য এবং সেইসব আত্মাকে রক্ষা করার জন্য বেঁচে ছিলেন, যাদের জন্য খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছিলেন।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৭।

খ্রীষ্টের সঙ্গে সাহচর্য, এক জীবন্ত ত্রাণকর্তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সংযোগই মন, হৃদয় ও আত্মাকে তার হীন স্বভাবের উপর জয়লাভ করতে সক্ষম করে। পথত্রষ্টকে বলো এক সর্বশক্তিমান হাতের কথা যা তাকে ধরে রাখবে, খ্রীষ্টের মধ্যে থাকা এক অসীম মানবতার কথা যা তার প্রতি করুণা করে। তার জন্য শুধু আইন ও বলপ্রয়োগে বিশ্বাস করা যথেষ্ট নয়, কারণ এগুলোর কোনো করুণা নেই, এবং সাহায্যের জন্য করা আত্মনাদ সে কখনো শোনে না। তার প্রয়োজন একটি উষ্ণ হাতকে আঁকড়ে ধরা,

একটি কোমলতায় পূর্ণ হৃদয়ে বিশ্বাস রাখা। তার মনকে এই চিন্তায় স্থির রাখো যে, এক ঐশ্বরিক সত্তা সর্বদা তার পাশে আছেন, সর্বদা করুণাময় ভালোবাসায় তার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাকে বলতে বলো এক পিতার হৃদয়ের কথা যা পাপের জন্য সর্বদা শোক করে, এক পিতার হাতের কথা যা এখনও প্রসারিত।—*Christ's Object Lessons*, পৃষ্ঠা ৩৮৮।

৪. প্রলোভনের বিরুদ্ধে অধ্যবসায়

বুধবার, ১৪ অক্টোবর

ক. পৌল কীভাবে খ্রীষ্টের প্রত্যেক অনুগামীর অবিরাম ও দৈনন্দিন আহ্বানের বর্ণনা দেন? ২ করিন্থীয় ৭:১; ফিলিপীয় ৩:১২-১৪; ১ করিন্থীয় ১৫:৩১।

যারা নিজেদের নিষ্পাপ বলে দাবি করে, তাদের দম্বপূর্ণ ও আত্মধার্মিক দাবির সাথে প্রেরিতের বিনয়ী ভাষার এক সুস্পষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে। তথাপি, তাঁর নিজের জীবনের পবিত্রতা ও বিশ্বস্ততাই তাঁর ভাইদের প্রতি তাঁর উপদেশাবলীতে এমন শক্তি যুগিয়েছিল।—*The Sanctified Life*, পৃ. ৮৬।

আহা, যদি প্রত্যেকে সেই স্বর্গীয় উপহার বেছে নিতে পারত, ঈশ্বরের সেই উত্তরাধিকারের উত্তরাধিকারী হতে পারত, যার অধিকার অনন্তকাল ধরে যেকোনো বিনাশকারীর হাত থেকে সুরক্ষিত! আহা, জগৎকে বেছে নিও না, বরং সেই উত্তম উত্তরাধিকার বেছে নাও! খ্রীষ্ট যীশুতে তোমার মহৎ আহ্বানের পুরস্কারের জন্য লক্ষ্যের দিকে তোমার পথকে চালিত করো, তাগিদ দাও।—*Fundamentals of Christian Education* পৃষ্ঠা ২৩৫।

আমরা একদিনও জানি না পরের দিন আমাদের সংগ্রাম কতটা তীব্র হবে। শয়তান জীবিত এবং সক্রিয়, এবং তাকে প্রতিহত করার জন্য সাহায্য ও শক্তির জন্য প্রতিদিন আমাদের ঈশ্বরের কাছে আকুলভাবে প্রার্থনা করতে হবে। যতদিন শয়তান রাজত্ব করবে, ততদিন আমাদের নিজেদেরকে দমন করতে হবে, প্রতিবন্ধকতা জয় করতে হবে, এবং এর কোনো শেষ নেই, এমন কোনো বিন্দু নেই যেখানে পৌঁছে আমরা বলতে পারি যে আমরা পূর্ণতা লাভ করেছি। . . .

খ্রিস্টীয় জীবন হলো এক নিরন্তর অগ্রযাত্রা। যিশু তাঁর প্রজাদের শোধক ও পবিত্রকারী রূপে অধিষ্ঠিত; এবং যখন তাদের মধ্যে তাঁর প্রতিমূর্তি নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হয়, তখন তারা সিদ্ধ ও পবিত্র হয় এবং রূপান্তরের জন্য প্রস্তুত হয়।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪০।

খ. কোন শারীরিক প্রলোভন প্রায়শই একটি আত্মিক ফাঁদ? ফিলিপীয় ৩:১৮, ১৯।

স্বাস্থ্য ও নৈতিকতার উন্নত অবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে এবং কলুষিত সমাজকে পরিশুদ্ধ করতে আত্মসংযম এবং পাশবিক প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে নীতির প্রতিটি লঙ্ঘন উপলব্ধি করার ক্ষমতাকে ভোঁতা করে দেয়। ... স্বাস্থ্য এবং একটি উত্তম খ্রিস্টীয় চরিত্রের বিকাশ ও বৃদ্ধির জন্য সর্ববিষয়ে সংযম প্রয়োজন।

যারা নিজেদের দৈহিক সত্তায় ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করে, তারা সিনাই পর্বতে কথিত ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করতেও কম ধীর হবে না। যারা আলো পাওয়ার পরেও ক্ষুধার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে নীতি অনুসারে আহার ও পান করবে না, তারা অন্যান্য বিষয়েও নীতি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে না। আহার ও পানের সংস্কারের বিষয়টি নিয়ে আন্দোলন চরিত্র গঠন করবে এবং যারা ‘পেটকে দেবতা’ বানায়, তাদের নির্ভুলভাবে প্রকাশ করে দেবে।—*Counsels on Health*, পৃষ্ঠা ৩৮, ৩৯।

৫. একটি ভিন্ন নাগরিকত্ব

বৃহস্পতিবার, ১৫ অক্টোবর

ক. কোন আবেদন ও প্রতিজ্ঞা আজ আমাদের হৃদয়কে নাড়া দেয়? ফিলিপীয় ৩:২০, ২১।

ঈশ্বরের প্রজারা—প্রকৃত ইস্রায়েল—যদিও সকল জাতির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তারা পৃথিবীতে কেবলই প্রবাসী; যাদের নাগরিকত্ব স্বর্গে।—*Patriarchs and Prophets*, পৃষ্ঠা ৪৪৭।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা: আমরা কখনও মন থেকে বিশ্বাস করি যে খ্রীষ্ট শীঘ্রই আসছেন এবং এই পাপী জগতের জন্য করুণার যে শেষ বার্তা দেওয়া হবে, তা আমরা এখন পাচ্ছি? আমাদের দৃষ্টান্ত কি যেমন হওয়া উচিত, তেমন? আমরা কি আমাদের জীবন ও পবিত্র কথাবার্তার দ্বারা আমাদের চারপাশের লোকদের দেখাই যে আমরা আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের মহিমাম্বিত আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় আছি, যিনি এই নশ্বর দেহগুলোকে পরিবর্তন করে তাঁর মহিমাম্বিত দেহের মতো করে গড়ে তুলবেন? আমার আশঙ্কা হয় যে, আমাদের যেমনটা বিশ্বাস করা ও উপলব্ধি করা উচিত, আমরা তা করি না। যারা আমাদের ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ সত্যগুলিতে বিশ্বাস করে, তাদের উচিত নিজেদের বিশ্বাসকে কাজে পরিণত করা। এই জগতে বিনোদন ও মনোযোগ আকর্ষণের জিনিসের পেছনে অনেক বেশি ছোটোছুটি; মনকে পোশাকের পেছনে অনেক বেশি ঘুরতে দেওয়া হয়, এবং জিজ্ঞাসা প্রায়শই হালকা ও তুচ্ছ কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকে, যা আমাদের বিশ্বাসকে মিথ্যা প্রমাণ করে, কারণ আমাদের কথাবার্তা স্বর্গে নয়, যেখান থেকে আমরা ত্রাণকর্তার জন্য অপেক্ষা করি।

স্বর্গদূতেরা আমাদের উপর নজর রাখছেন এবং আমাদের রক্ষা করছেন; আমরা প্রায়শই তুচ্ছ কথাবার্তা, ঠাট্টা-তামাশা ও ঠাট্টায় লিপ্ত হয়ে এবং এক উদাসীন ও নির্বোধ অবস্থায় নিমজ্জিত হয়ে এই স্বর্গদূতদের দুঃখ দিই। যদিও আমরা মাঝে মাঝে বিজয়ের জন্য চেষ্টা করি এবং তা লাভও করি, কিন্তু যদি আমরা তা ধরে না রাখি, বরং সেই একই উদাসীন ও নির্বিকার অবস্থায় নিমজ্জিত হই, এবং প্রলোভন সহ্য করতে ও শত্রুকে প্রতিরোধ করতে অক্ষম হই, তবে আমরা আমাদের বিশ্বাসের সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি না যা স্বর্গের চেয়েও মূল্যবান। আমরা খ্রীষ্টের জন্য দুঃখভোগ করছি না এবং ক্লেশে গৌরব করছি না।

খ্রিষ্টীয় দৃঢ়তা এবং নীতিগতভাবে ঈশ্বরের সেবা করার ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। আমাদের নিজেদেরকে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত করার চেষ্টা করা উচিত নয়, বরং ঈশ্বরকে সম্মান ও মহিমাম্বিত করা উচিত এবং আমাদের সমস্ত কাজ ও কথায় একমাত্র তাঁর গৌরবের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।—*Early Writings*, পৃষ্ঠা ১১১, ১১২।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা প্রশ্নাবলী

শুক্রবার, ১৬ অক্টোবর

১. কী আমাকে আত্মসমীক্ষিতা থেকে বিরত রাখবে?
 ২. পলের আশ্চর্যজনক চরিত্রগত রূপান্তর বর্ণনা করুন।
 ৩. আমার জীবনের লক্ষ্য কী হওয়া উচিত?
 ৪. অতিরিক্ত ক্ষুধা নিবারণ আমার আধ্যাত্মিকতাকে কীভাবে প্রভাবিত করে?
 ৫. এমন কিছু প্রতিবন্ধকতা কী কী যা আমার খ্রিষ্টীয় উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করছে?
- বিশ্রামবার, ২৪শে অক্টোবর, ২০২৬

পাঠ ৪

স্বর্গ দ্বারা সুবক্ষিত

মুখস্ত পদ: আমি জানি কীভাবে দীনহীন হতে হয়, এবং কীভাবে প্রাচুর্য লাভ করতে হয়; সর্বত্র ও সর্ববিষয়ে আমি পরিতৃপ্ত ও ক্ষুধার্ত থাকতে, প্রাচুর্য লাভ করতে ও অভাবগ্রস্ত হতে শিক্ষা পেয়েছি। যিনি আমাকে শক্তি দেন, সেই খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমি এই সকল কিছু করতে পারি। (ফিলিপীয় ৪:১২, ১৩)।

প্রস্তাবিত পাঠ্য: *Testimonies for the Church*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৯৪-৫৯৭;

প্রেরিতদের

কার্যবিবরণী, পৃষ্ঠা ৪৬১-৪৬৮।

মনে রাখবেন যে, ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে খ্রীষ্টের সঙ্গে কাজ করাই আপনার শক্তি এবং আপনার বিজয়। এই ভূমিকাই সকলের পালন করা উচিত। যারা তা করে, তারা এই আশ্বাস পায়: ‘যতজন তাঁকে গ্রহণ করল, তিনি তাদের ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার ক্ষমতা দিলেন।’ —*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৯।

১. সহানুভূতি

রবিবার, ১৮ অক্টোবর

ক. পৌল যেভাবে অন্যদের উৎসাহিত করতেন, তা থেকে আমাদের কী শিক্ষা নেওয়া উচিত? ফিলিপীয় ৪:১।

[পৌল] নিখুঁত চরিত্রের মানুষদের উদ্দেশ্যে লিখছিলেন না। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন এমন সব পুরুষ ও নারী হিসেবে, যারা প্রলোভনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিল এবং যাদের পতন ঘটার আশঙ্কা ছিল। . . .

যখন কোনো দোষী ব্যক্তি নিজের ভুল সম্পর্কে সচেতন হয়, তখন তার আত্মসম্মান যেন নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। উদাসীনতা বা অবিশ্বাসের দ্বারা তাকে নিরুৎসাহিত করবেন না। বলবেন না, ‘তাকে বিশ্বাস করার আগে আমি অপেক্ষা করে দেখব সে টিকে থাকতে পারে কি না।’ প্রায়শই এই অবিশ্বাসই প্রলুব্ধ ব্যক্তিকে হেঁচট খাওয়ায়।—*The Ministry of Healing*, পৃষ্ঠা ১৬৭, ১৬৮।

ঈশ্বরের সাথে আমাদের পুনর্মিলন হয়েছে—এই নিশ্চয়তার দ্বারা মন ও আত্মার মন্দিরে যে আনন্দময় আলোকপ্রাপ্তি ঘটে, খ্রীষ্টের মাধ্যমে অনন্ত জীবনের যে আশা আমরা পাই, এবং অন্যদের আশীর্বাদ করার যে সুখ—এগুলো এমন আনন্দ যা কোনো দুঃখ বয়ে আনে না।—*My Life Today*, পৃ. ১৭৭।

খ. পৌল যেসব ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছিলেন, তাদের মধ্যে কয়েকজনের তাৎপর্য কী ছিল? ফিলিপীয় ৪:২, ৩; প্রকাশিত বাক্য ২০:১৫।

২. অন্ধকারে আলো

সোমবার, ১৯ অক্টোবর

ক. কারাগার থেকে পৌল কোন উল্লেখযোগ্য আবেদন করেন? ফিলিপীয় ৪:৪।

অন্ধকারে নিমজ্জিত হলেও প্রভুর প্রশংসা করুন। প্রলোভনের মাঝেও তাঁর প্রশংসা করুন। প্রেরিত বলেন, ‘সর্বদা প্রভুতে আনন্দ কর; এবং আমি আবার বলি, আনন্দ কর।’ এটা কি তোমাদের পরিবারে বিষন্নতা ও অন্ধকার নিয়ে আসবে? না, মোটেই না; এটা এক সূর্যরশ্মি নিয়ে আসবে। এইভাবে তোমরা মহিমার সিংহাসন থেকে অনন্ত আলোর রশ্মি সংগ্রহ করবে এবং তা তোমাদের চারপাশে ছড়িয়ে দেবে। আমি তোমাদের এই কাজে নিযুক্ত হতে, এই আলো ও জীবন তোমাদের চারপাশে ছড়িয়ে দিতে উৎসাহিত করি; কেবল তোমাদের নিজেদের পথেই নয়, বরং যাদের সাথে তোমরা মেলামেশা করো, তাদের পথেও। তোমাদের উদ্দেশ্য হোক তোমাদের চারপাশের মানুষদের আরও ভালো করে তোলা, তাদের উন্নত করা, তাদের স্বর্গ ও মহিমার দিকে নির্দেশ করা এবং পার্থিব সবকিছুর উর্ধ্বে অনন্ত সত্য, অমর উত্তরাধিকার, সেই অবিনশ্বর ঐশ্বর্য অন্বেষণ করতে তাদের পরিচালিত করা। —*Testimonies for the Church*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৯৩, ৫৯৪।

আপনার স্বভাব যেমনই হোক না কেন, ঈশ্বর তা এমনভাবে গঠন করতে পারেন যেন তা মধুর ও খ্রীষ্টের মতো হয়। জীবন্ত বিশ্বাসের অনুশীলনের মাধ্যমে আপনি ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন সবকিছু থেকে নিজেকে পৃথক করতে পারেন এবং এইভাবে এই পৃথিবীতে আপনার জীবনে স্বর্গকে নিয়ে আসতে পারেন। এটি করলে, আপনার প্রতিটি পদক্ষেপে আলোর ঝলকানি থাকবে। যখন শত্রু আত্মাকে অন্ধকারে আবৃত করতে চায়, তখন বিশ্বাসের গান করুন এবং বিশ্বাসের কথা বলুন, এবং আপনি দেখবেন যে গান ও কথার মাধ্যমে আপনি নিজেই আলোর দিকে এগিয়ে এসেছেন।

আমরা নিজেরাই নিজেদের জন্য দুঃখ বা আনন্দের দ্বার উন্মুক্ত করে দিই। যদি আমরা আমাদের চিন্তাভাবনাকে পার্থিব দুঃখ-কষ্ট ও তুচ্ছ বিষয়ে মগ্ন হতে দিই, তবে আমাদের হৃদয় অবিশ্বাস, বিষণ্ণতা এবং অমঙ্গলসূচক আশঙ্কায় পূর্ণ হয়ে যাবে। আর যদি আমরা স্বর্গীয় বিষয়াবলীতে আমাদের অনুরাগ স্থাপন করি, তবে যীশুর বানী আমাদের হৃদয়ে কথা বলবে, অসন্তোষের গুঞ্জন থেমে যাবে এবং আমাদের মুক্তিদাতার প্রশংসায় বিরক্তিকর চিন্তাগুলো বিলীন হয়ে যাবে।—*Counsels to Parents, Teachers, and Students* পৃষ্ঠা ২৩৩, ২৩৪।

খ. এই ব্যস্ত ও চাপপূর্ণ পৃথিবীতে আমাদের সর্বদা কী মনে রাখা উচিত? ফিলিপীয় ৪:৫-৭।

যখন আমরা কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ি, তখনই তিনি বিনীত প্রার্থনার উত্তরে তাঁর শক্তি ও প্রজ্ঞা প্রকাশ করেন। প্রার্থনা শ্রবণকারী ও উত্তরদানকারী ঈশ্বর হিসেবে তাঁর উপর আস্থা রাখুন। তিনি নিজেকে আপনার কাছে এমন একজন হিসেবে প্রকাশ করবেন যিনি প্রতিটি সংকটে সাহায্য করতে পারেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাকে তার চমৎকার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দিয়েছেন, তিনি তাঁর দেওয়া জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা আটকে রাখবেন না।—*The Ministry of Healing*, পৃষ্ঠা ১৯৯।

৩. আধ্যাত্মিক শক্তি

মঙ্গলবার, ২০ অক্টোবর

ক. খ্রীষ্টের মাধ্যমে বিজয়ের অপরিহার্য উপাদানগুলো উল্লেখ করুন। ফিলিপীয় ৪:৮।

ঈশ্বর যখন তাঁর পবিত্র আত্মার দ্বারা হৃদয়ে কাজ করেন, তখন মানুষকে অবশ্যই তাঁর সাথে সহযোগিতা করতে হবে। চিন্তাগুলোকে অবশ্যই আবদ্ধ, সীমাবদ্ধ এবং শাখা-প্রশাখা বিস্তার করা ও এমন সব বিষয় নিয়ে চিন্তা করা থেকে বিরত রাখতে হবে, যা কেবল আত্মাকে দুর্বল ও কলুষিত করবে। চিন্তা অবশ্যই বিশুদ্ধ হতে হবে, হৃদয়ের ধ্যান অবশ্যই নির্মল হতে হবে, যদি মুখের কথা স্বর্গের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং আপনার সঙ্গীদের জন্য সহায়ক হতে হয়। . . .

পর্বতের উপর প্রদত্ত উপদেশে, খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সামনে ঈশ্বরের আইনের সুদূরপ্রসারী নীতিসমূহ তুলে ধরেছিলেন। তিনি তাঁর শ্রোতাদের শিখিয়েছিলেন যে, মন্দ বাসনা বাস্তবে রূপ নেওয়ার আগেই চিন্তার দ্বারা আইন লঙ্ঘিত হয়। আমাদের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সেগুলোকে ঈশ্বরের আইনের অধীন করা আমাদের কর্তব্য। প্রভু আমাদের মনের মহৎ শক্তিগুলো দিয়েছেন, যেন আমরা সেগুলোকে স্বর্গীয় বিষয় নিয়ে ধ্যান করার কাজে ব্যবহার করতে পারি। ঈশ্বর প্রচুর ব্যবস্থা করেছেন যাতে আত্মা ঐশ্বরিক জীবনে ক্রমাগত উন্নতি করতে পারে। তিনি জ্ঞান ও পুণ্য আমাদের বিকাশে সাহায্য করার জন্য চারদিকে বিভিন্ন মাধ্যম রেখেছেন; অথচ, এই মাধ্যমগুলোর কদর বা ব্যবহার কত কমই না হয়! কতবার মন পার্থিব, ইন্দ্রিয়ঘন এবং নীচ বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন থাকে! আমরা আমাদের সময় ও চিন্তা জগতের তুচ্ছ ও সাধারণ বিষয়গুলিতে ব্যয় করি এবং অনন্ত জীবনের সাথে সম্পর্কিত মহান বিষয়গুলিকে অবহেলা করি। যে বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করা উচিত, সেগুলির অনুশীলনের অভাবে মনের মহৎ শক্তিগুলো খর্ব ও দুর্বল হয়ে পড়ে।—*The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments]*, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১১৪৫।

খ. পৌল তাঁর জীবনে যে অসাধারণ মানসিক শৃঙ্খল গড়ে তুলেছিলেন, তার বর্ণনা দিন। ফিলিপীয় ৪:১১, ১২।

সম্পদ বা মেধা নয়, বরং নৈতিক মূল্যবোধই সুখ এনে দেয়। প্রকৃত সদগুণকে স্বর্গ প্রকৃত মহত্ব বলে গণ্য করে। নৈতিক অনুভূতির অবস্থাই মানুষের মূল্য নির্ধারণ করে। একজন ব্যক্তির সম্পদ ও মেধা থাকতে পারে, তবুও সে মূল্যহীন হতে পারে, কারণ সদগুণের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি তার হৃদয়ের বেদীতে কখনো জ্বলেনি, কারণ তার বিবেক স্বার্থপরতা ও পাপে দগ্ধ, কালচে ও ঝলসে গেছে।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩০৫।

সন্তুষ্টিসহ ঈশ্বরভক্তিই মহালাভ। এখানেই সুখের প্রকৃত রহস্য এবং আত্মা ও দেহের আসল সমৃদ্ধি নিহিত।—*Ibid*, খণ্ড ১, পৃ. ৫৪২।

৪. শক্তি এবং আশীর্বাদ

বুধবার, ২১ অক্টোবর

ক. খ্রীষ্টে স্থিত থাকার দ্বারা আমরা কতদূর পর্যন্ত রূপান্তরিত ও ক্ষমতায়িত হই? যোহন ১৫:৫; ফিলিপীয় ৪:১৩।

এখন আমাদের বিশ্বাস দুর্বল হলে চলবে না; নিস্তেজ, অলস ও কুঁড়ে মনোভাব নিয়ে আমরা নিরাপদ থাকতে পারি না। সামর্থ্যের প্রতিটি কণা কাজে লাগাতে হবে এবং তীক্ষ্ণ, শান্ত ও গভীর চিন্তাভাবনা করতে হবে। এই সময়ে পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়নের জন্য কোনো মানুষের প্রজ্ঞাই যথেষ্ট নয়। উপবাসের সাথে ঈশ্বরের সামনে প্রতিটি পরিকল্পনা মেলে ধরো, প্রভু যিশুর সামনে আত্মাকে নত করো এবং তোমার পথ প্রভুর হাতে সঁপে দাও। নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি হলো, তিনি তোমার পথ নির্দেশ করবেন। তাঁর সামর্থ্য অসীম। ইস্রায়েলের সেই পবিত্র সত্তা, যিনি স্বর্গের বাহিনীকে নাম ধরে ডাকেন এবং আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জকে নিজ নিজ স্থানে ধরে রাখেন, তিনি তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর হেফাজতে রেখেছেন।—*Selected Messages*, ২ দেখুন, পৃ. ৩৬৪।

যারা আত্ম-সন্দেহে ভোগে, এবং আত্মনির্ভরশীলতার অভাবে যারা যন্ত্র ও দায়িত্ব থেকে পিছিয়ে যায়, তাদের ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে শেখানো হোক। এর ফলে এমন অনেকেই, যারা অন্যথায় এই জগতে কেবলই এক নগণ্য ব্যক্তি [অর্থাৎ, যার কোনো প্রভাব বা মূল্য নেই], হয়তো কেবলই এক অসহায় বোঝা হয়ে থাকত, তারাও প্রেরিত পৌলের মতো বলতে পারবে, ‘যিনি আমাকে শক্তি দেন, সেই খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমি সব কিছু করতে পারি।’—*Education*, পৃ. ২৫৬।

যেকোনো যুগে যখনই মণ্ডলী তাদের পাপ ত্যাগ করেছে এবং সত্যে বিশ্বাস করে সেই পথে চলেছে, তারা ঈশ্বরের দ্বারা সম্মানিত হয়েছে। বিশ্বাস ও নম্র বাধ্যতার মধ্যে এমন এক শক্তি আছে, যার প্রতিরোধ এই জগৎ করতে পারে না। ঈশ্বরের প্রজাদের প্রতি তাঁর বিধানের ক্রমটি হলো অগ্রগতি—খ্রিস্টীয় চরিত্রের পূর্ণতায় অবিরাম উন্নতি, পবিত্রতার পথে চলা, এবং সময়ের একেবারে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের নির্মল আলো, জ্ঞান ও প্রেমে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করা।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৮৪।

অতীতের ভুলক্রটি বা ব্যর্থতা যা-ই হোক না কেন, আমরা ঈশ্বরের সাহায্যে তা কাটিয়ে উঠতে পারি।—*The Ministry of Healing*, পৃষ্ঠা ৫১৬।

খ. চিন্তাশীল উদারতার মহান মূল্য ব্যাখ্যা করুন। ফিলিপীয় ৪:১৪-১৯।

যিনি ঈশ্বরের সন্তানদের পরিচর্যায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তিনি তাঁর সাথে যুক্ত হন, যাঁর আশ্রয়ে এই মহাবিশ্বের সমস্ত সম্পদ রয়েছে। তাঁর জীবন ঈশ্বরের জীবনের সাথে অপরিবর্তনীয় প্রতিশ্রুতির স্বর্ণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। দুঃখ ও প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রভু তাঁকে ব্যর্থ করবেন না। ... এবং চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে দয়ালু ব্যক্তি করুণাময় ত্রাণকর্তার দয়ায় আশ্রয় খুঁজে পাবেন এবং অনন্ত আবাসে গৃহীত হবেন।—*Thoughts from the Mount of Blessing*, পৃ. ২৪।

৫. জঘন্যতার মুখোমুখি

বৃহস্পতিবার, ২২ অক্টোবর

ক. ধর্মালম্বিতাদের কোন বিশেষ দল কঠিন পরিস্থিতিতে থাকা সকলের জন্য প্রকৃত অনুপ্রেরণা হতে পারে এবং কেন? ফিলিপীয় ৪:২১, ২২।

এমনকি নীরোর পরিবারেও ক্রুশের বিজয়চিহ্ন অর্জিত হয়েছিল। এক জঘন্য রাজার জঘন্য অনুচরদের মধ্য থেকে এমন ধর্মালম্বিত ব্যক্তির লাভবান হয়েছিলেন, যারা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছিলেন। এরা গোপনে খ্রিষ্টান ছিলেন না, বরং প্রকাশ্যে ছিলেন। তারা তাদের বিশ্বাসের জন্য লঙ্ঘিত ছিলেন না।—*The Acts of the Apostles*, পৃষ্ঠা ৪৬৩।

প্রত্যেক খ্রীষ্টানেরই তাঁর প্রভুর সেবায় কিছু না কিছু করার আছে। আমাদের নিজেদের আরাম বা সুবিধার সন্ধান করা উচিত নয়, বরং খ্রীষ্টের রাজ্যের উন্নতি সাধনকেই আমাদের সর্বাগ্রে বিবেচনা করা উচিত। ...

ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন, যেন পৃথিবীকে আবৃত করে থাকা নৈতিক অন্ধকারের মাঝেও সত্যের আলো জ্বলতে থাকে। আমাদের চারপাশের অন্ধকার যত গভীর হয়, ঈশ্বরের জন্য আমাদের আলো জ্বালানোর প্রয়োজনও তত

বাড়ে। আমরা হয়তো চরম অসুবিধা ও পরীক্ষার পরিস্থিতিতে পড়তে পারি, কিন্তু এটি প্রমাণ করে না যে আমরা ঈশ্বরের বিধান দ্বারা নির্ধারিত অবস্থানে নেই। পৌলের সময়ে রোমের খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রেরিত পৌল তাদের কথা উল্লেখ করেছেন, ‘যারা সিজারের পরিবারের সদস্য’। নির্ভুর ও দুশ্চরিত্র নীরোর অধীনে সেই রোমান রাজদরবারের চেয়ে খ্রিস্টধর্মের জন্য নৈতিক পরিবেশ আর কোথাও এত প্রতিকূল হতে পারত না। তবুও, যারা সম্রাটের অধীনে থাকাকালীন খ্রিস্টকে গ্রহণ করেছিলেন, তারা ধর্মন্তরিত হওয়ার পর তাদের কর্তব্যের পদ ছেড়ে যাওয়ার স্বাধীনতা অনুভব করেননি। প্রলোভনমূলক প্রলোভন, প্রচণ্ড বিরোধিতা এবং ভয়াবহ বিপদের মুখেও তারা খ্রিস্টের বিশ্বস্ত সাক্ষী ছিলেন।

যিনি সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বরিক অনুগ্রহের উপর নির্ভর করবেন, তিনি তাঁর জীবনকে সত্যের এক অবিচল সাক্ষ্য হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। কেউই এমন অবস্থায় নেই যে তিনি একজন প্রকৃত ও বিশ্বস্ত খ্রিস্টান হতে পারবেন না। বাধা যতই বড় হোক না কেন, যারা ঈশ্বরের আশ্রয় পালনে দুঃসংকল্পবদ্ধ, তারা এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে পথের দ্বার উন্মুক্ত হতে দেখবে।

যারা প্রতিকূল প্রভাবের মাঝেও ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বস্ততা বজায় রাখে, তারা সর্বোচ্চ মূল্যবান এক অভিজ্ঞতা লাভ করে। প্রতিটি বাধা অতিক্রম এবং প্রতিটি প্রলোভন জয় করার মাধ্যমে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৮২, ১৮৩।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা প্রশ্নাবলী

শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর

১. বিপথগামী আত্মাদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে আমি কীভাবে আরও কার্যকর হতে পারি?
 ২. আমাদের চিন্তাভাবনা বেছে নেওয়ার যে ব্যাপক প্রভাব রয়েছে, তা ব্যাখ্যা করুন।
 ৩. আমার কোন ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে ভাবা উচিত—এবং কোনগুলো নিয়ে ভাবা উচিত নয়?
 ৪. খ্রিস্টে স্থিত থাকার ফলে যে শক্তি আসে, তা ব্যাখ্যা করুন।
 ৫. সিজারের পরিবারে বসবাসকারী খ্রিস্টানদের কাছ থেকে আমি কী শিখতে পারি?
- বিশ্রামবার, ৩১শে অক্টোবর, ২০২৬

পাঠ ৫

যোগ্যভাবে হাঁটা

মুখস্ত পদ: যেন তোমরা প্রভুর যোগ্যরূপে জীবনযাপন করতে পারো, যাঁরা তাঁকে সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট করেন; প্রত্যেক সংকর্মে ফলবান হও এবং ঈশ্বরের স্তোত্রে বৃদ্ধি পাও; আর তাঁর মহিমাম্বিত শক্তি অনুসারে সর্বশক্তি দ্বারা বলবান হয়ে আনন্দের সঙ্গে সর্বতো ধৈর্য ও সহনশীলতা ধারণ করো (কলসীয় ১:১০, ১১)।

প্রস্তাবিত পাঠ্য:

Testimonies for the Church, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭১-৭৭; ঐ, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৮৬-২৮৯।

পৌল কলসীয় বিশ্বাসীদের জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন। খ্রীষ্টের অনুসারীর সামনে এই কথাগুলো কত উচ্চ আদর্শ ধারণ করে! এগুলো খ্রীষ্টীয় জীবনের চমৎকার সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরে এবং এটা স্পষ্ট করে দেয় যে, ঈশ্বরের সন্তানেরা যে আশীর্বাদ লাভ করতে পারে তার কোনো সীমা নেই। *প্রেরিতদের কার্যবিবরণী*, পৃষ্ঠা ৪৭১।

১. আমাদের জন্য একটি উদাহরণ

রবিবার, ২৫ অক্টোবর

ক. প্রেরিত পৌল কীভাবে কলসীয় বিশ্বাসীদের আত্মিক অবস্থার প্রতি তাঁর গভীর আস্থা প্রকাশ করেন? কলসীয় ১:১-৬।

কলসীয়দের প্রতি লেখা পত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় আমার কাছে এই অভিব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, পৃথিবীর সকল প্রান্তে আমাদের মণ্ডলীগুলো কেমন হওয়া উচিত।—*The SDA Bible Commentary* [E. G. White Comments], খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৯০৬।

খ. এই বিশ্বাস প্রেরিতকে কী করতে অনুপ্রাণিত করে? কলসীয় ১:৭-১১।

[কলসীয় ১:৯-১১ থেকে উদ্ধৃত।] এই প্রার্থনা কতই না পরিপূর্ণ! যে আশীর্বাদগুলো লাভ করা আমাদের সৌভাগ্য, তার কোনো সীমা নেই। আমরা ‘তাঁর ইচ্ছার জ্ঞানে পরিপূর্ণ’ হতে পারি। যদি অনুরোধ অনুসারে ঈশ্বরের কাছ থেকে উত্তর পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব না হতো, তবে পবিত্র আত্মা পৌলকে তাঁর ভাইদের পক্ষে এই প্রার্থনা করতে কখনোই অনুপ্রাণিত করতেন না। যেহেতু বিষয়টি এমনই, আমরা জানি যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁর লোকদের কাছে তখনই প্রকাশিত হয়, যখন তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে তাদের আরও স্পষ্ট বোঝার প্রয়োজন হয়।—*Ibid*।

২. খ্রীষ্টে সৃজনশীল শক্তি

সোমবার, ২৬ অক্টোবর

ক. প্রেরিত যে গৌরবময় অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন, তা ব্যাখ্যা করুন—এবং কীভাবে তাতে স্থির থেকে আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় রাখা উচিত। কলসীয় ১:১২-১৪।

তিনি আমাদের যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তাতে আমাদের দৃঢ় থাকা উচিত এবং সত্যে আনন্দ করা উচিত। ঈশ্বর আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন যখন আমরা অকারণে ভ্রান্তির কথা শুনতে যাই; কারণ তিনি যদি আমাদের সেইসব সভায় না পাঠান, যেখানে ইচ্ছাশক্তির জোরে ভ্রান্তি মানুষের মনে গেঁথে দেওয়া হয়, তবে তিনি আমাদের রক্ষা করবেন না। স্বর্গদূতেরা আমাদের উপর তাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা বন্ধ করে দেন, এবং আমরা শত্রুর আক্রমণের মুখে পড়ে যাই, তার ও তার দুই দূতদের শক্তির দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও দুর্বল হয়ে পড়ি; এবং আমাদের চারপাশের আলো অন্ধকারে কলুষিত হয়ে যায়। . . .

কল্পকাহিনী শুনে সময় নষ্ট করার মতো সময় আমাদের নেই। আমাদের মনকে এভাবে বিচ্যুত হতে দেওয়া উচিত নয়, বরং তা বর্তমান সত্যে মগ্ন থাকা এবং প্রজ্ঞা অব্বেষণ করা উচিত, যাতে আমরা নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান লাভ করতে পারি এবং নম্রতার সাথে শাস্ত্র থেকে আমাদের আশার কারণ দর্শাতে সক্ষম হই।—*Early Writings* পৃষ্ঠা ১২৪, ১২৫।

ঈশ্বর ‘অন্ধকারের শক্তি থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন এবং তাঁর প্রিয় পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তরিত করেছেন।’ কলসীয় ১:১৩। এই সবকিছুই তাঁর বাক্যে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে। যদি আমরা সেই বাক্য গ্রহণ করি, তবে আমরা পরিত্রাণ লাভ করি।—*The Desire of Ages*, পৃ. ৩২০।

খ. শাস্ত্রের সঙ্গে শাস্ত্রের তুলনা কীভাবে খ্রীষ্টের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে স্পষ্ট করে? কলসীয় ১:১৫, ১৮; গীতসংহিতা ৮৯:২০, ২৭; ১ শমুয়েল ১৬:১১-১৩ পদে ব্যবহৃত “প্রথমজাত” শব্দটির সঙ্গে তুলনা করুন।

আমাদের কাছে ঈশ্বরের একটিই নিখুঁত প্রতিচ্ছবি রয়েছে, আর তিনি হলেন যিশু খ্রিস্ট।—*The SDA Bible Commentary* [E. G. White Comments], খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৯০৬।

গ. কী খ্রীষ্টকে ঈশ্বররূপে প্রকাশ করে? কলসীয় ১:১৬, ১৭; যোহন ১:১-৩; ইব্রীয় ১:২।

“বাক্যস্বরূপ খ্রীষ্টের মাধ্যমে, ব্যক্তিগত ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে বুদ্ধি ও শক্তি দান করেছেন।” —*The Ministry of Healing*, পৃষ্ঠা ৪১৫।

মহাকাশে জগৎসমূহকে ধারণকারী যে হাত, ঈশ্বরের এই মহাবিশ্বের সমস্ত কিছুকে তার সুস্থূল বিন্যাস ও অক্লান্ত কর্মতৎপরতায় ধরে রাখে, সেই হাতটিই আমাদের জন্য ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিল।—*Education*, পৃষ্ঠা ১৩২।

৩. ত্যাগকে লালন করা

মঙ্গলবার, ২৭ অক্টোবর

ক. মনুষ্যপুত্র রূপে খ্রীষ্টের আগমনের গভীর তাৎপর্য সম্বন্ধে আমাদের কী বোঝা প্রয়োজন? কলসীয় ১:১৯, ২০; ২:৯।

পরিত্রাণের মূল্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার জন্য, এর জন্য কী মূল্য দিতে হয়েছে তা বোঝা আবশ্যিক। খ্রীষ্টের দুঃখভোগ সম্পর্কে সীমিত ধারণার ফলস্বরূপ, অনেকে প্রায়শ্চিত্তের মহান কাজকে অবমূল্যায়ন করে। ... এই ঐশ্বরিক পরিকল্পনাতেই পতিত মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্ময়কর প্রকাশ দেখা যায়।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২০০।

যদিও মানব রূপ ধারণ করার কারণে খ্রীষ্টের ঐশ্বরিক মহিমা কিছু সময়ের জন্য আবৃত ও ঢাকা পড়েছিল, তবুও মানুষ হওয়ার পরেও তিনি ঈশ্বরত্ব হারাননি। মানবীয় সত্তা ঐশ্বরিক সত্তার স্থান নেয়নি, কিংবা ঐশ্বরিক সত্তাও মানবীয় সত্তার স্থান নেয়নি। এটাই ঈশ্বরভক্তির রহস্য। খ্রীষ্টের মধ্যে ‘মানবীয়’ এবং ‘ঐশ্বরিক’—এই দুটি অভিব্যক্তি ঘনিষ্ঠভাবে ও অবিচ্ছেদ্যভাবে এক ছিল, এবং তবুও তাদের একটি স্বতন্ত্র স্বাতন্ত্র্য ছিল। যদিও খ্রীষ্ট মানুষ হওয়ার জন্য নিজেকে নত করেছিলেন, ঈশ্বরত্ব তখনও তাঁরই ছিল। যতক্ষণ তিনি তাঁর আনুগত্যে বিশ্বস্ত ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন, ততক্ষণ তাঁর ঈশ্বরত্ব হারিয়ে যেতে পারত না। দুঃখ, যন্ত্রণা এবং নৈতিক কলুষতায় পরিবেষ্টিত হয়ে, যাদের হাতে স্বর্গের বাণী অর্পণ করা হয়েছিল সেই লোকদের দ্বারা ঘৃণিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েও, যীশু স্বর্গে নিজেকে মনুষ্যপুত্র বলে পরিচয় দিতে পারতেন। পৃথিবীতে তাঁর কাজ শেষ হলে তিনি পুনরায় তাঁর ঐশ্বরিক মহিমা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।—*The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments]*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১১২৯।

যিশু ক্রুশকে স্বর্গ থেকে আগত আলোর সমান্তরালে স্থাপন করেছেন, কারণ সেখানেই তা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ক্রুশটি ঐশ্বরিক মুখমণ্ডলের দীপ্তির সাথে সরাসরি একই সরলরেখায় অবস্থিত, যাতে ক্রুশের দিকে তাকিয়ে মানুষ ঈশ্বর এবং তাঁর প্রেরিত যিশু খ্রীষ্টকে দেখতে ও জানতে পারে। ঈশ্বরকে দর্শন করার মাধ্যমে আমরা তাঁকে দর্শন করি, যিনি মৃত্যুবরণের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। ক্রুশের দিকে তাকালে দৃষ্টি ঈশ্বরের দিকে প্রসারিত হয় এবং পাপের প্রতি তাঁর ঘৃণা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু ক্রুশের মধ্যে আমরা যেমন ঈশ্বরের পাপের প্রতি ঘৃণা দেখি, তেমনই পাপীদের প্রতি তাঁর ভালোবাসাও দেখি, যা মৃত্যুর চেয়েও শক্তিশালী।—*Ibid*, পৃ. ১১৩৩।

খ. যারা খ্রীষ্টের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে, তাদের পক্ষে তিনি যে কাজ করেন, প্রেরিত তা কীভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করেন? কলসীয় ১:২১, ২২।

খ্রীষ্ট এমন ব্যবস্থা করেছেন যেন তাঁর মণ্ডলী এক রূপান্তরিত দেহ হয়, যা স্বর্গীয় আলোয় উদ্ভাসিত এবং ইম্মানুয়েলের মহিমা ধারণ করে। তাঁর উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক খ্রীষ্টান আলো ও শান্তির এক আত্মিক পরিমণ্ডলে পরিবেষ্টিত থাকবে। যে ব্যক্তি নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে, তার হৃদয়ে পবিত্র আত্মার কাজের জন্য স্থান করে দেয় এবং সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গীকৃত জীবনযাপন করে, তার উপযোগিতার কোনো সীমা নেই।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৯।

৪. ক্রমাগত ডাকা হচ্ছে

বুধবার, ২৮ অক্টোবর

ক. কোন গুরুত্বপূর্ণ শর্তের উপর নির্ভর করে খ্রীষ্টের কাছে আগতদের পরিত্রাণ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়? ১ করিন্থীয় ১৫:১, ২; কলসীয় ১:২৩।

পরিবর্তনশীল ধর্ম থাকা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সুসমাচার প্রচার করতে হবে এবং ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ সম্মতিই যথেষ্ট নয়। সত্যকে অবশ্যই বুদ্ধিদীপ্ত হৃদয়ে গ্রহণ করতে হবে, যেখানে গ্রহণকারীকে অবশ্যই স্থির থাকতে হবে এবং

প্রাপ্ত জ্ঞান অধ্যবসায়ের সাথে অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। জীবনের বাক্যকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখে সর্বতোভাবে সত্যের অনুশীলন করতে হবে, ‘যার দ্বারা তোমরাও পরিত্রাণ পেয়েছ, যদি আমি তোমাদের কাছে যা প্রচার করেছি তা তোমরা মনে রাখো, নতুবা তোমাদের বিশ্বাস বৃথা হয়েছে’ (১ করিন্থীয় ১৫:২)।

বিশ্বাসের এমন এক ঘোষণা রয়েছে যা মানুষের স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, তা খ্রিস্টসাদৃশ্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হারিয়ে তার পরিত্রাণকারী গুণও হারিয়েছে। নিজেকে ধনী বললেও, পরিণামে তুমি নিজেকে হতভাগ্য, দুঃখী, দরিদ্র, অন্ধ এবং নগ্ন দেখতে পাবে। যখন খ্রিষ্টের শিক্ষার অনুবর্তী না হয়ে এলোমেলো বিশ্বাস ও অনুশীলন করা হয়, তখন তোমার বিশ্বাস বৃথা। তোমার হৃদয়ে হয় মঙ্গলের ভান্ডার থাকবে, নয়তো মন্দের ভান্ডার থাকবে। হৃদয়ের মঙ্গলের ভান্ডার থেকেই সত্যের প্রাপক উত্তম বিষয় উৎপন্ন করে। যে বিশ্বাস করার দাবি করে, কিন্তু তা অনুশীলন করে না, সে এমন মন্দ বিষয় উৎপন্ন করে যা আঘাত করে, নিরুৎসাহিত করে এবং ধ্বংস কর□।

হে আমার ভাই, আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, বোঝার ক্ষেত্রে শিশুর মতো আচরণ করো না। এমন এক শিশুর মতো আচরণ করো যে ঈশ্বরের বাক্য পালন করে। খ্রীষ্ট বলেন, ‘তোমরা কেন আমাকে প্রভু ও গুরু বলে ডাকো, অথচ আমি যা বলি তা পালন করো না?’ কথায়, ধৈর্য ও নম্রতায় আমাদের আচরণের সামঞ্জস্যই হৃদয়ের খ্রীষ্টকে প্রকাশ করবে। হে আমার ভাই, নিজেকে গুরুত্বের সাথে নাও এবং একজন বিজয়ী হওয়ার জন্য ধাপে ধাপে অবিচলভাবে এগিয়ে চলো।—*Manuscript Releases*, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ২১৩, ২১৪।

খ. পৌল তাঁর আহ্বানকে কীভাবে বর্ণনা করেন? কলসীয় ১:২৪, ২৫; ২ করিন্থীয়□ ১১:২৮-৩০।

প্রেরিত পৌলের অভিজ্ঞতা থেকে সাহস সঞ্চয় করুন। তাঁকে অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন অক্লান্ত কর্মী এবং অবিরাম ভ্রমণ করতেন; কখনও প্রতিকূল অঞ্চলের মধ্য দিয়ে, কখনও জলের উপর দিয়ে, ঝড়-ঝাপটার মধ্যে। আমাদের চেয়ে তাঁর জীবন অনেক বেশি কঠিন ছিল, কারণ তখনকার ভ্রমণে এখনকার মতো সুবিধা ছিল না। কিন্তু পৌল কোনো কিছুকেই তাঁর কাজে বাধা হতে দেননি।—*The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments]*, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১১০৬।]

৫. কর্মকাণ্ডে রহস্য

বৃহস্পতিবার, ২৯ অক্টোবর

ক. খ্রীষ্টানরা কীভাবে সেই জীবন্ত সুসমাচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে যা আমাদের প্রচার করতে হবে? কলসীয় ১:২৭-২৯।

খ্রীষ্টের শক্তিতে পুরুষ ও নারীরা পাপপূর্ণ অভ্যাসের শৃঙ্খল ভেঙেছে। তারা স্বার্থপরতা ত্যাগ করেছে। অপবিত্রতা শ্রদ্ধাশীল, মাতালরা সংযত এবং দুশ্চরিত্ররা পবিত্র হয়েছে। যে আত্মারা শয়তানের সাদৃশ্য বহন করত, তারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই পরিবর্তন নিজেই এক অলৌকিকের অলৌকিক ঘটনা। বাক্যের দ্বারা সাধিত এই পরিবর্তন, বাক্যের গভীরতম রহস্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। আমরা তা বুঝতে পারি না; আমরা কেবল বিশ্বাস করতে পারি, যেমন শাস্ত্র ঘোষণা করেছে, তা হলো ‘তোমাদের মধ্যে খ্রীষ্ট, গৌরবের আশা।’—*The Acts of the Apostles*, পৃষ্ঠা ৪৭৬।

পবিত্র ও আত্মত্যাগী মানুষের প্রয়োজন; এমন মানুষ যারা পরীক্ষা ও দায়িত্ব এড়িয়ে চলবে না; যারা সাহসী ও সত্যনিষ্ঠ; এমন মানুষ যাদের হৃদয়ে খ্রীষ্ট ‘মহিমার আশা’ হিসেবে গঠিত হয়েছেন, এবং যারা পবিত্র অগ্নিতে স্পর্শিত ওষ্ঠে ‘ঈশ্বরের বাণী প্রচার’ করবে। এই ধরনের কর্মীদের অভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং মারাত্মক ভ্রান্তি, এক প্রাণঘাতী বিষের মতো, মানবজাতির এক বিশাল অংশের নৈতিকতাকে কলুষিত করে ও তাদের আশাকে নষ্ট করে দেয়।—*Ibid*, পৃ. ৫০৭।

যদি খ্রীষ্ট আপনার মধ্যে থাকেন, যিনি ‘মহিমার আশা’, তবে অন্যদের উপর নজর রাখা বা তাদের ভুল প্রকাশ করার কোনো প্রবণতা আপনার থাকবে না। দোষারোপ ও নিন্দা করার পরিবর্তে, আপনার উদ্দেশ্য হবে সাহায্য করা, আশীর্বাদ করা এবং রক্ষা করা। যারা ভ্রান্ত পথে আছে, তাদের সাথে আচরণ করার সময় আপনি এই আদেশটি মনে চলবেন, ‘নিজেকে বিবেচনা কর, পাছে তুমিও প্রলোভিত হও।’ গালাতীয় ৬:১। আপনি আপনার নিজের বহু ভুলের কথা স্মরণ করবেন এবং একবার

পথভ্রষ্ট হওয়ার পর সঠিক পথ খুঁজে পাওয়া কতটা কঠিন ছিল, তা-ও মনে রাখবেন। আপনি আপনার ভাইকে আরও গভীর অন্ধকারে ঠেলে দেবেন না, বরং করুণায় পূর্ণ হৃদয়ে তাকে তার বিপদের কথা বলবেন।

যিনি প্রায়শই কালভারির ক্রুশের দিকে তাকান এবং স্মরণ করেন যে তাঁর নিজের পাপের কারণেই ত্রাণকর্তা সেখানে গিয়েছিলেন, তিনি কখনও অন্যদের সাথে তুলনা করে নিজের অপরাধের মাত্রা নিরূপণ করার চেষ্টা করবেন না। তিনি অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার জন্য বিচারাসনে আরোহণ করবেন না। যারা কালভারির ক্রুশের ছায়ায় চলে, তাদের মনে সমালোচনা বা আত্মগোঁড়ার কোনো মনোভাব থাকতে পারে না।—*Thoughts from the Mount of Blessing*, পৃ. ১২৮।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা প্রশ্নাবলী

শুক্রবার, ৩০ অক্টোবর

১. কলসীয়দের প্রতি পোলের কোন আকাঙ্ক্ষাটি আজ আমাদের নিজেদের জন্য প্রয়োগ করা উচিত?
২. পবিত্র শাস্ত্র কীভাবে খ্রীষ্টকে সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মহিমান্বিত করে?
৩. খ্রিস্টের স্বরূপ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা কেন অপরিহার্য?
৪. যদিও কেউ খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করার দাবি করতে পারে, কোন অবহেলা তাঁর প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসকে ব্যাহত করে?
৫. কেন আমাদের মধ্যে খ্রীষ্ট, যিনি মহিমার আশা, আজ এত বেশি প্রয়োজন?

প্রথম বিশ্রামবারের উৎসর্গ

বিশ্রামবার, ৭ই নভেম্বর, ২০২৬

জিসি পাবলিশিং ডিপার্টমেন্টের জন্য

বিগত বছরগুলোতে, নভেম্বর মাসের প্রথম বিশ্রামবারে, আপনারা এই পাঠে একটি আবেদন পড়তে অভ্যস্ত হয়ে আছেন, যেখানে সাহিত্য বিতরণ সম্পর্কিত ভাববাণীর আল্ফার কিছু উদ্ধৃতি রয়েছে, বিশেষ করে এই কাজটি প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে—যা সম্পূর্ণ যথাযথ ও সমন্বিত।

তবে এবার, এই প্রয়োজনটি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা আপনাদের সাথে কিছু তথ্য ভাগ করে নিতে চাই।

কয়েক বছর আগে আমরা ১০,০০০ ছাপাঙ্কিত *বিশ্রামবারের বাইবেল পাঠ* ইংরেজিতে (যা আমরা বড় পরিমাণে পাইকারি হারে পেয়ে থাকি।) বর্তমানে, এই সংখ্যাটি কমে প্রায় ২,০০০ লেসনে দাঁড়িয়েছে, যার ফলে দুর্ভাগ্যবশত, প্রতি ইউনিটের উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে গেছে। বিনামূল্যে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনের সুবিধার কারণে মুদ্রণ কমে গেছে (যা অন্যদিকে, অবশ্যই প্রযুক্তিগত অগ্রগতির একটি আশীর্বাদ)।

বৈশ্বিক ধারা অনুসরণ করে, সাধারণ সম্মেলন একটি অ্যাপে বিনিয়োগ করেছে যেখানে আপনি অধ্যয়ন করতে পারবেন *বিশ্রামবারের বাইবেল পাঠ* সপ্তাহের পাঠ আপনার নিজের ভাষায়। বর্তমানে আমাদের কাছে ২২টি ভাষা এবং ইংরেজিতে পূর্ববর্তী পাঠের লিঙ্ক রয়েছে। আপনি গুগল প্লে স্টোর এবং অ্যাপল অ্যাপ স্টোরে “Sabbath Bible Lessons,” “Church Hymnal,” বা “sdarm” নামে অ্যাপটি খুঁজে পাবেন। এই অ্যাপটি শিশুদের পাঠ এবং ‘Week of Prayer’ ম্যাগাজিনেও প্রবেশাধিকার দেয়।

আমাদের ওয়েবসাইট “sdarm.org” আপনাকে পূর্ববর্তী পাঠগুলো দেখার সুযোগ দেয় এবং বর্তমানে অফার করছে *বিশ্রামবারের বাইবেল পাঠ* ৩৩টি ভাষায়। আমরা আমাদের স্বেচ্ছাসেবী অনুবাদকদের নিবেদিত কাজকে স্বীকৃতি দিই এবং অত্যন্ত প্রশংসা করি। অনলাইন উপস্থিতি অবশ্যই চমৎকার—এবং আবারও, আমরা প্রযুক্তির জন্য সত্যিই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই।

তবে এটাও সত্যি যে, এটি বিশ্বব্যাপী মুদ্রিত সামগ্রীর চাহিদাকেও প্রতিস্থাপন করে না।

জেনারেল কনফারেন্সের প্রকাশনা বিভাগ বিনামূল্যে মুদ্রিত কপি পাঠায়। *বিশ্রামবারের বাইবেল পাঠ, রিফর্মেশন হেরাল্ড*, এবং *যুব বার্তাবাহক* বিশ্বজুড়ে ৩০টিরও বেশি মিশনে ম্যাগাজিন পাঠানো হয়। এর মানে হলো, এই চালানগুলো এবং মুদ্রণের খরচ প্রতি নভেম্বরে সংগৃহীত অনুদান থেকে ভর্তুকি পায়। এক নজরেই আপনি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যে, এই অনুদান সমস্ত খরচ মেটাতে পারে না।

এই বিশ্রামবারের জন্য, অনুগ্রহ করে প্রচারপত্রের জন্য আপনার দান আগে থেকেই পরিকল্পনা করুন, যাতে এর মাধ্যমে আমরা বার্তাটি আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করতে পারি।

সাধারণ সম্মেলন প্রকাশনা বিভাগ

বিশ্রামবার, ৭ই নভেম্বর, ২০২৬

পাঠ ৬

শক্তিশালী করা হয়েছে

গ্রাণকর্তা

মুখস্ত পদ: অতএব তোমরা যেমন প্রভু যিশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছ, তেমনি তাঁরই মধ্যে জীবনযাপন কর; তাঁর মধ্যে বদ্ধমূল ও নির্মিত হও এবং বিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠিত হও, যেমন তোমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, আর তাতে প্রচুর ধন্যবাদ দাও (কলসীয় ২:৬, ৭)।

প্রস্তাবিত পঠন: *Testimonies for the Church*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯০-৩০২।

“তোমাদের কাছেই আদর্শ, খ্রীষ্ট যীশু; তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করো, তাহলে যে কোনো পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তুমি যোগ্য হয়ে উঠবে।” —*Fundamentals of Christian Education*, পৃষ্ঠা ৩০৩।

১. সলিড সোর্স

রবিবার, ১ নভেম্বর

ক. এমন এক যুগে যেখানে প্রচুর তথ্য সহজলভ্য, প্রেরিত আমাদের কোথায় উত্তর খুঁজতে বলেন? কলসীয় ২:১-৪।

আমাদের লোকদের প্রতি আমাকে এই কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: আসুন আমরা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করি। ভুলে যাবেন না যে, সকল বিষয়ে তিনিই আমাদের আদর্শ। তাঁর শিক্ষায় যা পাওয়া যায় না, সেই ধারণাগুলো আমরা নিশ্চিন্তে বর্জন করতে পারি। আমি আমাদের সেবকদের কাছে আবেদন করছি, তারা যেন নিশ্চিত হন যে তাদের পা যেন অনন্ত সত্যের ভিত্তির উপর স্থাপিত থাকে। আপনারা কীভাবে আবেগকে অনুসরণ করেন এবং তাকে পবিত্র আত্মা বলে ডাকেন, সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন। এই ব্যাপারে কেউ কেউ বিপদে আছেন। আমি তাদের আহ্বান জানাই যেন তারা বিশ্বাসে দৃঢ় থাকেন এবং তাদের অন্তরে যে আশা আছে, তার কারণ জিজ্ঞাসাকারী প্রত্যেককে বলতে সক্ষম হন। —*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৯৬।

আমরা সময়ের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি, এবং এখন আমরা জগতের রুচি ও রীতিনীতির সাথে তাল মেলাতে চাই না, বরং ঈশ্বরের মনের সাথে মিলিত হতে চাই; ধর্মগ্রন্থ কী বলে তা দেখতে চাই, এবং তারপর ঈশ্বর আমাদের যে আলো দিয়েছেন, সেই অনুসারে জীবনযাপন করতে চাই। আমাদের ঝোঁক, আমাদের প্রথা ও রীতিনীতিকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয়। ঈশ্বরের বাক্যই আমাদের মানদণ্ড। —*Ibid*, খণ্ড ৫, পৃ. ৫০৬।

খ. কোন কোন মূল্যবান গুণের জন্য প্রেরিত বিশেষভাবে কলসীয় বিশ্বাসীদের প্রশংসা করেছেন? কলসীয় ২:৫।

২. আজকের বিশ্বে শিক্ষা

সোমবার, ২ নভেম্বর

ক. খ্রীষ্টীয় জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা কীভাবে উন্নতি করব—এবং পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষিত করার ক্ষেত্রেও এটি কীভাবে আমাদের পথ দেখাবে? কলসীয় ২:৬, ৭।

শিশু ও যুবকদের জন্য সর্বোত্তম শিক্ষা হলো সেটাই, যা ভবিষ্যৎ, অর্থাৎ অমর জীবনের সাথে সবচেয়ে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এই ধরনের শিক্ষা ঈশ্বরভক্ত পিতামাতা, একনিষ্ঠ শিক্ষক এবং গির্জার পক্ষ থেকে প্রদান করা উচিত, যাতে যুবকেরা পরবর্তীতে দেশীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উদ্যোগী ধর্মপ্রচারক হতে পারে। বাইবেলের সত্য বিষয়ে তাদের আন্তরিকভাবে শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তারা গির্জার স্বস্ত, সত্যের রক্ষক এবং বিশ্বাসে প্রোথিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তারা যা বিশ্বাস করে, তা তাদের জানতে হবে এবং ঐশ্বরিক বিষয়ে তাদের এমন অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, যাতে তারা কখনও পবিত্র আমানতের বিশ্বাসঘাতক না হয়। যুবকদের উপদেশ ও উদাহরণের মাধ্যমে এমনভাবে শিক্ষিত করতে হবে, যাতে তারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, করুণার দূত, প্রতিটি ভালো কথা ও কাজের জন্য প্রস্তুত থাকে এবং যারা বিনষ্ট হতে চলেছে, তাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ হয়। —*Fundamentals of Christian Education*, পৃ. ২৩১।

খ. আজকের ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে, কোন গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত? কলসীয় ২:৮; ১ করিন্থীয় ৩:১৯।

বিশ্বের গভীরতম বুদ্ধিজীবীরাও, যখন ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা আলোকিত হন না, তখন বিজ্ঞান ও ঐশী বাণীর বিষয়গুলি অনুসন্ধান করতে গিয়ে হতবিহ্বল ও দিশেহারা হয়ে পড়েন। সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর সৃষ্টিসমূহ সসীম বোধগম্যতার অতীত, এবং মানুষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, যেহেতু তারা প্রাকৃতিক কারণ দ্বারা ঈশ্বরের কাজ ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পার না, তাই বাইবেলের ইতিহাস নির্ভরযোগ্য নয়। অনেকে মহাবিশ্বের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থায় সার্বভৌম ইচ্ছা ও ক্ষমতার প্রয়োগ থেকে ঈশ্বরকে বাদ দিতে এতটাই বদ্ধপরিকর যে, তারা তাঁর সৃষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষকে হেয় করে। দর্শনের তত্ত্ব ও জল্পনা-কল্পনা আমাদের বিশ্বাস করাতে চায় যে, মানুষ কেবল একটি বর্বর অবস্থা থেকেই নয়, বরং পশুসৃষ্টির সর্বনিম্ন রূপ থেকে ধীর ধাপে উন্নীত হয়েছে। তারা মানুষের মর্যাদা ধ্বংস করে, কারণ তারা ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তিকে স্বীকার করতে চায় না।

ঈশ্বর মানুষের বুদ্ধিকে আলোকিত করেছেন এবং শিল্প ও বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মাধ্যমে পৃথিবীতে আলোর বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। কিন্তু যারা এগুলোকে কেবল মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, তারা নিশ্চিতভাবেই ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। দর্শন ও বিজ্ঞানের আবরণে ঢাকা থাকার কারণে ভ্রান্তি, সংশয়বাদ এবং অবিশ্বাসের কাঁটাগুলো ছদ্মবেশে থাকে। শয়তান জীবন্ত ঈশ্বর, সত্য এবং ধর্ম থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে নেওয়ার জন্য এই চতুর কৌশল উদ্ভাবন করেছে। —*The SDA Bible Commentary* [E. G. White Comments], খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৯০৬।

৩. একজন সম্পূর্ণ ত্রাণকর্তা

মঙ্গলবার, ৩ নভেম্বর

ক. খ্রীষ্টের স্বভাব সম্বন্ধে আমাদের কী উপলব্ধি করা উচিত? কলসীয় ২:৯।

মানুষ ও ঈশ্বরের কী বিস্ময়কর মিলন! ... সেই শাস্ত্রত বাক্য দেহ ধারণ করতে সম্মতি দিলেন! ঈশ্বর মানুষ হলেন! এ ছিল এক চমৎকার বিনয়। —*The SDA Bible Commentary* [E. G. White Comments], খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১১২৭।

স্বর্গীয় দরবারে তাঁর যে মহিমা ছিল, তা নিয়ে খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে আসতে পারতেন না। পাপী মানুষেরা সেই দৃশ্য সহ্য করতে পারত না। তিনি মানবত্বের আবরণে তাঁর দেবত্বকে আবৃত করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর দেবত্ব ত্যাগ করেননি। এক ঐশ্বরিক-মানব ত্রাণকর্তা হিসেবে, তিনি পতিত মানবজাতির অগ্রভাগে দাঁড়াতে, শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত তাদের অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে এসেছিলেন।

খ্রিস্ট তাঁর দেবত্বকে মানবত্বের সাথে বিনিময় করেননি; বরং তিনি তাঁর দেবত্বকে মানবতায় আবৃত করেছিলেন।

খ্রীষ্টের মানব প্রকৃতির বিষয়ে আপনারা কীভাবে আলোচনা করেন, সে বিষয়ে সতর্ক, অত্যন্ত সতর্ক থাকুন। তাঁকে মানুষের সামনে পাপপ্রবণ একজন মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করবেন না। তিনি হলেন দ্বিতীয় আদম। প্রথম আদমকে এক পবিত্র, নিষ্পাপ সত্তা হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছিল, যার উপর পাপের কোনো কলঙ্ক ছিল না; তিনি ছিলেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে। তিনি পতনশীল

হতে পারতেন, এবং নিয়ম লঙ্ঘনের মাধ্যমে তিনি পতিতও হয়েছিলেন। পাপের কারণে তাঁর বংশধরেরা অবাধ্যতার সহজাত প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন ঈশ্বরের একমাত্র জাত পুত্র। তিনি মানব প্রকৃতি গ্রহণ করেছিলেন, এবং মানব প্রকৃতি যেভাবে প্রলোভিত হয়, সেভাবেই তিনি সর্বতোভাবে প্রলোভিত হয়েছিলেন। তিনি পাপ করতে পারতেন; তিনি পতিত হতে পারতেন, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর মধ্যে কোনো মন্দ প্রবণতা ছিল না।—Ibid, পৃ. ১১২৮।

খ. আমাদের রক্ষা করার জন্য তাঁর পরাক্রমশালী ও সর্ব-পর্যাপ্ত শক্তি কীসে প্রকাশিত হয়? কলসীয় ২:১০।

ঈশ্বরের সকল আশুতা পালনের মাধ্যমে খ্রীষ্ট মানুষের জন্য পরিচাণ সাধন করেছেন। এই কাজটি তিনি নিজেকে ত্যাগ করে অন্যের কাছে গিয়ে করেননি, বরং মানবতাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে করেছেন। এইভাবে খ্রীষ্ট মানবতাকে নিজের মধ্য থেকেই এক অস্তিত্ব দান করেছেন। মানবতাকে খ্রীষ্টের মধ্যে নিয়ে আসা, পতিত মানবজাতিকে ঈশ্বরত্বের সঙ্গে একাত্ম করাই হলো পরিচাণের কাজ। খ্রীষ্ট মানব প্রকৃতি গ্রহণ করেছিলেন যেন মানুষ তাঁর সঙ্গে এক হতে পারে, যেমন তিনি পিতার সঙ্গে এক; যেন ঈশ্বর মানুষকে তাঁর একমাত্র পুত্রের মতো ভালোবাসেন; যেন মানুষ ঐশ্বরিক প্রকৃতির অংশীদার হতে পারে এবং তাঁর মধ্যে পূর্ণতা লাভ করতে পারে। ...

এই মিলনকে দ্রাক্ষালতা ও তার শাখা-প্রশাখার মিলনের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সসীম মানুষ খ্রীষ্টের মনুষ্যত্বের সঙ্গে একীভূত হয়। বিশ্বাসের মাধ্যমে মানব প্রকৃতি খ্রীষ্টের প্রকৃতির সঙ্গে একীভূত হয়। খ্রীষ্টে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাই।—Selected Messages, পৃষ্ঠা ২৫০, ২৫১।

৪. ঈশ্বরের পদ্ধতিসমূহ প্রত্যক্ষ করা

বুধবার, ৪ নভেম্বর

ক. বাপ্টিস্মের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন। লুক ৩:১৬; কলসীয় ২:১১-১৩।

বাপ্টিস্ম হলো জগতের এক অত্যন্ত পবিত্র বর্জন। যারা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার ত্রিষ্ট নামে বাপ্টিস্ম গ্রহণ করেন, তাঁরা তাঁদের খ্রীষ্টীয় জীবনের একেবারে শুরুতেই প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, তাঁরা শয়তানের সেবা ত্যাগ করেছেন এবং রাজপরিবারের সদস্য, অর্থাৎ স্বর্গীয় রাজার সন্তান হয়েছেন। তাঁরা এই আশুতা পালন করেছেন: ‘তোমরা তাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসো এবং পৃথক হও, ... আর অশুচি বস্তুকে স্পর্শ করো না।’—Testimonies for the Church, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৯১।

প্রভু স্বর্গের জন্য একটি জাতিকে উপযুক্ত করে তুলছেন। চরিত্রের ত্রুটি, একগুঁয়ে ইচ্ছা, স্বার্থপর মূর্তিপূজা, দোষারোপ, ঘৃণা এবং বিবাদে প্রশ্রয় ঈশ্বরের ক্রোধকে উস্কে দেয় এবং তাঁর আশুতা পালনকারী লোকদের থেকে অবশ্যই তা দূর করতে হবে। ... যতদিন তাঁর লোকেরা পৃথিবীতে থাকবে, ঈশ্বর তাদের কাছে তিরস্কার ও সতর্কবাণী পাঠাতে থাকবেন।—Ibid, খণ্ড ৪, পৃ. ১৮০।

খ. ক্রুশে বিদ্ধ সেই বিধি-বিধানগুলো সম্বন্ধে আমাদের কী বোঝা উচিত? কলসীয় ২:১৪, ১৫।

সমাগম-তাঁবু নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর, প্রভু কৃপাসনের উপরের মহিমার মেঘ থেকে মোশির সঙ্গে কথা বললেন এবং পবিত্র স্থানে পালনীয় নৈবেদ্যের ব্যবস্থা ও উপাসনার রীতি সম্বন্ধে তাঁকে পূর্ণ নির্দেশ দিলেন। এইভাবে আনুষ্ঠানিক বিধি মোশিকে দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি তা একটি পুস্তকে লিখেছিলেন। কিন্তু সিনাই পর্বতে কথিত দশ আশুতার বিধি স্বয়ং ঈশ্বর পাথরের ফলকে লিখেছিলেন এবং তা পবিত্রভাবে সিন্দূকের মধ্যে সংরক্ষিত ছিল।

অনেকে এই দুটি ব্যবস্থাকে এক করে ফেলার চেষ্টা করে, এবং নৈতিক আইন বিলুপ্ত হয়েছে—এটা প্রমাণ করার জন্য আনুষ্ঠানিক আইনের কথা বলা শাস্ত্রপদগুলো ব্যবহার করে; কিন্তু এটা শাস্ত্রের বিকৃতি। এই দুটি ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য ব্যাপক ও সুস্পষ্ট। আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাটি খ্রীষ্ট, তাঁর বলিদান এবং তাঁর যাজকত্বের দিকে নির্দেশকারী প্রতীক দ্বারা গঠিত ছিল। এই আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত আইন, তার বলিদান ও বিধি-বিধানসহ, ইব্রীয়দের দ্বারা পালনীয় ছিল, যতক্ষণ না খ্রীষ্টের মৃত্যুর মধ্যে প্রতীকের প্রতিরূপের সাথে মিলিত হয়—যিনি হলেন ঈশ্বরের মেসশাবক এবং জগতের পাপ হরণ করেন। তারপর সমস্ত

বলিদান বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এই আইনটিই খ্রীষ্ট ‘পথ থেকে সরিয়ে দিলেন, এবং তা তাঁর ত্রুশে বিদ্ধ করলেন।’ কলসীয় ২:১৪। কিন্তু দশ আঙ্গুর আইন বিষয়ে গীতরচক ঘোষণা করেন, ‘হে প্রভু, তোমার বাক্য স্বর্গে চিরস্থায়ী।’ গীতসংহিতা ১১৯:৮৯।—*Patriarchs and Prophets*, পৃষ্ঠা ৩৬৪, ৩৬৫।

৫. বিচক্ষণতা বিকাশ

বৃহস্পতি, ৫ নভেম্বর

ক. দশ আঙ্গুর (যাত্রাপুস্তক ২০:৮-১১) উল্লিখিত সপ্তম দিনের বিশ্রামবারের বিপরীতে, কলসীয় ২:১৬, ১৭ পদে “বিশ্রামবার” শব্দটি আর কোন ভিন্ন প্রসঙ্গে পাওয়া যায়? পার্থক্যটি ব্যাখ্যা করুন। লেবীয় পুস্তক ২৩:৩৭-৩৯; ইব্রীয় ১০:১-৪।

পৌল তাঁর শ্রোতাদের মনকে পাপের জন্য করা সেই একমাত্র মহান বলিদানের দিকে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সেইসব বলিদানের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন যা ছিল আগত উত্তম বিষয়সমূহের ছায়া, এবং তারপর খ্রীষ্টকে সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রতিরূপ হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন—সেই লক্ষ্যবস্তু, যার দিকে পতিত মানুষের জন্য জীবন ও আশার একমাত্র উৎস হিসেবে সেই অনুষ্ঠানগুলো নির্দেশ করত। প্রাচীনকালের পবিত্র পুরুষেরা খ্রীষ্টের রক্তে বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। বলিদানের শিকারদের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখে তাঁরা যুগ যুগান্তরের ব্যবধান পরিয়ে ঈশ্বরের সেই মেসশাবকের দিকে তাকিয়েছিলেন, যিনি জগতের পাপ হরণ করতে এসেছিলেন। —*The Acts of the Apostles*, পৃ. ৪২৪।

খ. কলসীয় ২:১৮-২৩ পদে পৌল যে বিষয়গুলো নিয়ে সতর্ক করেছেন, তার উদাহরণ দিন।

আধ্যাত্মিকতার শিক্ষকেরা আপনাকে প্রতারণিত করার জন্য এক মনোরম ও মোহময় ভঙ্গিতে আসে, এবং যদি আপনি তাদের কল্পকাহিনী শোনেন, তবে আপনি ধর্মিকতার শত্রুর দ্বারা প্রতারণিত হবেন এবং নিশ্চিতভাবে আপনার পুরস্কার হারাবেন। যখন একবার প্রধান প্রতারণকের মোহময় প্রভাব আপনাকে পরাভূত করে, তখন আপনি বিষাক্ত হয়ে যান, এবং এর মারাত্মক প্রভাব ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে খ্রীষ্টের প্রতি আপনার বিশ্বাসকে কলুষিত ও ধ্বংস করে দেয়, এবং আপনি তাঁর রক্তের যোগ্যতার উপর নির্ভর করা বন্ধ করে দেন। যারা এই দর্শন দ্বারা প্রতারণিত হয়, তারা শয়তানের ছলনার মাধ্যমে তাদের পুরস্কার থেকে প্রতারণিত হয়। তারা নিজেদের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে, স্বেচ্ছায় নম্রতা অনুশীলন করে, এমনকি ত্যাগ স্বীকার করতেও ইচ্ছুক থাকে, এবং নিজেদেরকে হেয় করে, এবং তাদের মনকে চরম অর্থহীনতার বিশ্বাসে সমর্পণ করে, যাদেরকে তারা তাদের মৃত বন্ধু বলে বিশ্বাস করে তাদের কাছ থেকে সবচেয়ে অযৌক্তিক ধারণা গ্রহণ করে। শয়তান তাদের চোখকে এমনভাবে অন্ধ করে দিয়েছে এবং তাদের বিচারবুদ্ধিকে বিকৃত করেছে যে তারা মন্দকে উপলব্ধি করতে পারে না; এবং তারা তাদের মৃত বন্ধুদের কাছ থেকে আসা নির্দেশাবলী অনুসরণ করে, যারা এখন উচ্চতর জগতে থাকা স্বর্গদূত।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯৭, ২৯৮।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা প্রশ্নাবলী

শুক্রবার, ৬ নভেম্বর

১. ধর্মগ্রন্থ থেকে আমি যে শিক্ষা লাভ করি, তা লালন করা আমার জন্য কেন বুদ্ধিমানের কাজ?
২. ধর্মনিরপেক্ষ উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্মুখীন হতে হয় এমন কয়েকটি সূক্ষ্ম বিপদের নাম উল্লেখ করুন।
৩. খ্রিস্টের স্বরূপ জানা কীভাবে আমাদেরকে আরও ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে?
৪. কলসীয় ২:১৪, ১৫ পদ সম্বন্ধে আমার কী বোঝা প্রয়োজন?
৫. কলসীয় ২:১৬, ১৭ পদে পৌল কোন ধরনের বিশ্রামবারের কথা উল্লেখ করেছেন?

বিশ্রামবার, ১৪ই নভেম্বর, ২০২৬

পাঠ ৭

অনন্তকালের প্রতিফলন

মুখস্থ পদ: “তোমাদের মন উপরের বিষয়গুলিতে নিবদ্ধ কর, পৃথিবীর বিষয়গুলিতে নয়” (কলসীয় ৩:২)।

প্রস্তাবিত পাঠ্য: —*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৯২-৯৪, ৩৫০-৩৫৯;
প্রতি বার্তাপৃষ্ঠা ১০২-১১৮।

তরুণদের

তোমাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা যদি লাভ অর্জন এবং পার্থিব সম্পদ বৃদ্ধির পরিবর্তে আত্মাদের পরিগ্রাণে ও অন্ধকারে থাকা লোকদের কাছে সত্য প্রচারে সমানভাবে ব্যবহৃত হতো, তবে মহিমার রাজ্যে তোমাদের আনন্দের মুকুটে অনেক তারা থাকতো।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৫৮।

১. মনোযোগ ধরে রাখা

রবিবার, ৮ নভেম্বর

ক. যারা খ্রীষ্টের প্রতি নিজেদের সমর্পণ করে, তাদের সকলের মনোযোগ কোথায় থাকা উচিত? কলসীয় ৩:১।

আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছি। খ্রীষ্টই আমাদের জীবন। তাঁর করুণা ও অনুগ্রহপূর্ণ প্রেমের মাধ্যমে আমরা মনোনীত, দত্তকপুত্র, ক্ষমাপ্রাপ্ত এবং ধার্মিক বলে ঘোষিত হয়েছি। অতএব, আসুন আমরা প্রভুর মহিমা কীর্তন করি।—*Selected Messages*, ২, পৃ. ২৪৫ দেখুন।

নিজেকে নিয়ে ভাবার কিছু নেই। অহংকার, আত্মপ্রেম, স্বার্থপরতা, লোভ, লালসা, জাগতিক প্রেম, ঘৃণা, সন্দেহ, ঈর্ষা, মন্দ অনুমান—এই সবকিছুকে অবশ্যই চিরতরে দমন ও বিসর্জন দিতে হবে। যখন খ্রীষ্ট আবির্ভূত হবেন, তখন তিনি এই মন্দ বিষয়গুলো সংশোধন করে তাঁর আগমনের জন্য নৈতিক যোগ্যতা প্রদান করতে আসবেন না। এই সমস্ত প্রস্তুতি তাঁর আসার আগেই সম্পন্ন করতে হবে। এটি চিন্তা, অধ্যয়ন এবং আন্তরিক অনুসন্ধানের বিষয় হওয়া উচিত: পরিগ্রাণ লাভের জন্য আমরা কী করব? আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত যাতে আমরা ঈশ্বরের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্য প্রমাণ করতে পারি?

যখন অসন্তোষ প্রকাশ করতে, নিন্দা করতে এবং বিরক্তি প্রকাশ করতে প্রলুব্ধ হন, যা আপনার চারপাশের মানুষদের আঘাত করে এবং এর মাধ্যমে আপনার নিজের আত্মাকেও আহত করে, তখন! আপনার আত্মা থেকে এই গভীর, আন্তরিক, উদ্বিগ্ন প্রশ্নটি আসুক, আমি কি ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে নির্দোষভাবে দাঁড়াতে পারব? কেবল নির্দোষরাই সেখানে থাকবে। যাদের হৃদয় পৃথিবীর আবর্তনায় পূর্ণ, তাদের কেউই স্বর্গে উন্নীত হবে না। নৈতিক চরিত্রের প্রতিটি ত্রুটি প্রথমে সংশোধন করতে হবে, খ্রীষ্টের পবিত্রকারী রক্তের দ্বারা প্রতিটি কলঙ্ক দূর করতে হবে এবং চরিত্রের সমস্ত অপ্রিয়, অযোগ্য বৈশিষ্ট্যকে জয় করতে হবে।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭০৫।

২. কী ভালোবাসবেন তা স্থির করা

সোমবার, ৯ নভেম্বর

ক. আমাদের পরিগ্রাণ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের অবশ্যই কোন সচেতন সিদ্ধান্ত ধারাবাহিকভাবে নিতে হবে? কলসীয় ৩:২, ৩; প্রকাশিত বাক্য ৩:১১।

আমাদের মন সেইসব বিষয়কেই সমান মর্যাদা দেয়, যা নিয়ে আমাদের চিন্তা আবর্তিত হয়, এবং যদি আমরা পার্থিব বিষয় নিয়ে চিন্তা করি, তবে আমরা স্বর্গীয় বিষয়ের ছাপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হব। ঈশ্বরের করুণা, মঙ্গলভাব ও প্রেম নিয়ে ধ্যান করলে আমরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হতাম; কিন্তু পার্থিব ও ক্ষণস্থায়ী বিষয় নিয়ে পড়ে থাকার কারণে আমাদের বিরাট ক্ষতি হয়। আমরা দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও বিভ্রান্তিকে আমাদের মনকে পৃথিবীর দিকে আকর্ষণ করতে দিই, এবং আমরা তিলকে তাল বানিয়ে ফেলি। ...

পার্থিব বিষয়সমূহ যেন আমাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ না করে, বা আমাদের মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন না করে যে আমাদের চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণরূপে পার্থিব ও জাগতিক হয়ে যায়। আমাদের মনকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শিক্ষিত করতে হবে, যেন আমরা স্বর্গীয় পথে চিন্তা করতে পারি, যেন আমরা অদৃশ্য ও শাস্ত্র বিষয় নিয়ে মগ্ন হতে পারি, যা আধ্যাত্মিক

দৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করা যাবে। যিনি অদৃশ্য, তাঁকে দর্শন করার মাধ্যমেই আমরা মনের শক্তি এবং আত্মার তেজ লাভ করতে —*The SDA Bible Commentary* [E. G. White Comments], খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১১০০।

খ. খ্রীষ্টের প্রত্যেক অনুগামীকে কোন মহৎ সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং আমরা কীভাবে সক্রিয়ভাবে তা গ্রহণ করতে পারি? কলসীয় ৩:৪; ১ যোহন ৩:২, ৩।

আমাদের জীবন ঈশ্বরের মধ্যে খ্রীষ্টের সঙ্গে গুপ্ত থাকা উচিত; এবং যদিও ‘আমরা কী হব তা এখনও প্রকাশিত হয়নি,’ ‘যখন খ্রীষ্ট, যিনি আমাদের জীবন, প্রকাশিত হবেন,’ ‘আমরা তাঁর মতই হব; কারণ আমরা তাঁকে ঠিক যেমন আছেন, তেমনই দেখব।’ খ্রীষ্টীয় চরিত্রের রাজকীয় মর্যাদা সূর্যের মতো উদ্ভাসিত হবে, এবং খ্রীষ্টের মুখমণ্ডল থেকে বিচ্ছুরিত আলোর রশ্মি তাদের উপর প্রতিফলিত হবে, যারা নিজেদেরকে তাঁর মতোই পবিত্র করেছে। ঈশ্বরের পুত্র হওয়ার এই বিশেষ অধিকার অতি সামান্য মূল্যেই অর্জিত হয়, এমনকি আমাদের সর্বস্ব, তা জীবনই হোক না কেন, বিসর্জন দিয়ে।

হে আমার প্রিয় ভাই, তোমার উচিত ঈশ্বরের হৃদয়ের মতো একজন মানুষ হওয়ার জন্য মনস্থির করা। অন্যেরা যা কিছু করার বা বলার সাহস করে, যা খ্রীষ্টীয় আদর্শের সাথে কঠোরভাবে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তা তোমার জন্য কোনো অজুহাত হওয়া উচিত নয়। তোমাকে সমগ্র পৃথিবীর বিচারকের সামনে দাঁড়াতে হবে, অন্যের জন্য নয়, বরং নিজের জন্য জবাবদিহি করতে। আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব দায়িত্ব আছে, এবং কোনো মানুষের চারিত্রিক ত্রুটি আমাদের অপরাধের জন্য সামান্যতম অজুহাতও হবে না; কারণ খ্রীষ্ট তাঁর চরিত্রের মধ্যে আমাদের একটি নিখুঁত আদর্শ, এক নির্দোষ জীবন দিয়েছেন। . . .

আমাদের উপর প্রলোভনের ঢল নামবে, কারণ পৃথিবীতে আমাদের এই পরীক্ষাকালে এগুলোর দ্বারাই আমাদের যাচাই করা হবে। এটাই ঈশ্বরের যাচাই, আমাদের নিজেদের হৃদয়েরই এক প্রকাশ। প্রলোভনে পড়ায় কোনো পাপ নেই; কিন্তু যখন প্রলোভনের কাছে নতি স্বীকার করা হয়, তখনই পাপ এসে যায়।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৫৭, ৩৫৮।

৩. নতুন মানুষ

মঙ্গলবার, ১০ নভেম্বর

ক. খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য আমাদের কোন বিষয়কে দমন করতে হবে, অর্থাৎ মেরে ফেলতে হবে—এবং কেবল কীভাবে তা সম্ভব? ১ পিতর ২:১১; কলসীয় ৩:৫-৮।

প্রেরিত আমাদের দৈহিক কামনাবাসনা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন, যা আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। প্রত্যেক বিকৃত ক্ষুধা এক যুদ্ধরত কামনাবাসনায় পরিণত হয়। শারীরিক শক্তির ক্ষতিসাধনকারী ক্ষুধার প্রশ্রয় আত্মার ব্যাধি ঘটায়। প্রেরিত যে কামনাবাসনার কথা উল্লেখ করেছেন, তা কেবল সপ্তম আগু লক্ষ্যনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং স্বাদের এমন প্রতিটি প্রশ্রয় যা শারীরিক শক্তি হ্রাস করে, তাই এক যুদ্ধরত কামনাবাসনা। . . .

তোমাকে আত্মসংযম গড়ে তুলতে হবে। যে শিক্ষা তোমার যৌবনে শেখা উচিত ছিল, তা এখন আয়ত্ত করতে হবে। আত্ম-অহংকারকে বিসর্জন দিতে এবং নিজের ইচ্ছাকে খ্রীষ্টের ইচ্ছার অধীন করতে নিজেকে শৃঙ্খলিত করো।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২১৫।

যখন একজন খ্রীষ্টান বাপ্তিস্মের রত গ্রহণ করেন, তখন তাঁর জন্য ঐশ্বরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা তাঁর পক্ষে কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। ঈশ্বর তাঁর আগুাধীনে স্বর্গীয় সকল সম্পদ অর্পণ করেন, যেন তিনি একজন বিজয়ী হতে পারেন। তাঁর নিজের শক্তি সামান্য; কিন্তু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং তিনিই তাঁর সহায়ক। প্রতিদিন তাঁকে অনুগ্রহের সিংহাসনে নিজের অভাবসমূহ জানাতে হবে। বিশ্বাস ও আস্থার দ্বারা, প্রদত্ত সম্পদসমূহ ব্যবহার করে, তিনি বিজয়ীর চেয়েও বেশি কিছু হতে পারেন।—*Our High Calling*, পৃ. ১৫৭।

খ. আমাদের হৃদয় নবায়িত হলে, তা আমাদের কথাবার্তাকে কীভাবে প্রভাবিত করে? কলসীয় ৩:৯, ১০।

খ্রীষ্টানদের প্রতিটি কাজ সূর্যের আলোর মতো স্বচ্ছ হওয়া উচিত। সত্য ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে; আর প্রতারণা, তার অসংখ্য রূপসহ, শয়তানের কাছ থেকে আসে; এবং যে কেউ কোনোভাবে সত্যের সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়, সে নিজেকে সেই দুষ্টির

ক্ষমতার হাতে সঁপে দেয়। তবুও, নিখুঁত সত্য বলা কোনো সহজ বা হালকা কাজ নয়। আমরা সত্যকে না জানলে সত্য বলতে পারি না; আর কতবারই না পূর্বকল্পিত ধারণা, মানসিক পক্ষপাতিত্ব, অসম্পূর্ণ জ্ঞান, বিচার-বিবেচনার ভুল—এসব আমাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সঠিকভাবে বুঝতে বাধা দেয়! যিনি স্বয়ং সত্য, তাঁর দ্বারা আমাদের মন ক্রমাগত পরিচালিত না হলে আমরা সত্য বলতে পারি না।—*Thoughts From the Mount of Blessing*, পৃষ্ঠা ৬৮।

শয়তান উল্লাস করছিল যে সে মানবজাতির মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে কলুষিত করতে সফল হয়েছে। তারপর যিশু এলেন মানুষের মধ্যে তার সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি পুনঃস্থাপন করতে। একমাত্র খ্রিষ্টই পাপ দ্বারা বিধ্বস্ত চরিত্রকে নতুন করে গড়তে পারেন। তিনি এসেছিলেন সেইসব মন্দ আত্মাদের বিতাড়িত করতে, যারা মানুষের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করত। তিনি এসেছিলেন আমাদের ধূলি থেকে তুলে আনতে, তাঁর ঐশ্বরিক চরিত্রের আদলে আমাদের কলুষিত চরিত্রকে নতুন করে গড়তে এবং তাঁর নিজের মহিমায় তাকে সুন্দর করে তুলতে।—*The Desire of Ages*, পৃষ্ঠা ৩৭, ৩৮।

৪. এক অনন্য মানুষ

বুধবার, ১১ নভেম্বর

ক. ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট সমগ্র মানবজাতির জন্য তাঁর বার্তা বর্ণনা করুন। প্রেরিত ১৭:২৪, ২৬, ২৭; কলসীয় ৩:১১।

[খ্রীষ্ট] দেখলেন মানবজাতি দুর্দশা ও পাপে নিমজ্জিত। তিনি জানতেন যে নারী-পুরুষ অধঃপতিত ও হীন এবং তারা সবচেয়ে ঘৃণ্য পাপকর্মকে প্রশ্রয় দেয়। স্বর্গদূতেরা বিস্মিত হয়েছিলেন যে, খ্রীষ্ট এমন একটি কাজ হাতে নিয়েছেন যা তাদের কাছে এক নিরাশাজনক কাজ বলে মনে হয়েছিল। তারা বিস্মিত হয়েছিলেন যে, ঈশ্বর কীভাবে এমন পাপী একটি জাতিকে সহ্য করতে পারেন। তারা ভালোবাসার কোনো সুযোগ দেখতে পাননি। কিন্তু ‘ঈশ্বর জগৎকে এমন ভালোবাসলেন যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করলেন, যেন যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।’ যোহন ৩:১৬।

খ্রিস্ট করুণা ও ক্ষমার বার্তা নিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। তিনি এমন এক ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছেন, যার দ্বারা ইহুদি ও অ-ইহুদি, কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ, স্বাধীন ও দাস—সকলেই এক অভিন্ন ব্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সমান হিসেবে স্বীকৃত হয়। ত্রাণকর্তার প্রত্যেক মানুষের প্রতি অসীম ভালোবাসা রয়েছে। তিনি প্রত্যেকের মধ্যেই উন্নতির সম্ভাবনা দেখতে পান। ঐশ্বরিক শক্তি ও আশা নিয়ে তিনি তাদের অভিবাদন জানান, যাদের জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁর শক্তিতে তারা সংকর্মে সমৃদ্ধ এবং আত্মার শক্তিতে পরিপূর্ণ এক জীবন যাপন করতে পারে।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২২৫।

খ. এমন কয়েকটি উপায়ের নাম বলুন, যার মাধ্যমে আমাদের কথাবার্তা ও কাজের দ্বারা খ্রিষ্টধর্মের এমন এক উচ্চতর স্তর প্রকাশ পেতে পারে, যা সাধারণত দেখা যায় না। কলসীয় ৩:১২-১৪।

যদি কোনো ভাইয়ের মধ্যে পাপ স্পষ্ট হয়, তবে তা অন্যকে কোরো না, বরং ভাইয়ের আত্মার প্রতি ভালোবাসা, করুণাপূর্ণ হৃদয় ও গভীর দয়ার সাথে তাকে তার অন্যায়ের কথা বলা, তারপর বিষয়টি তার ও প্রভুর উপর ছেড়ে দাও। তোমার কর্তব্য পালন করা হয়ে গেছে। তোমার কোনো দণ্ডদেশ দেওয়ার দায়িত্ব নেই।

কোনো ভাইকে সংযত করা, তাকে দোষী সাব্যস্ত করা এবং দণ্ডাজ্ঞার অধীনে রাখাকে অতি তুচ্ছ বিষয় করে দেখা হয়েছে। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ ছিল, কিন্তু তা জ্ঞানসম্মত ছিল না। যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ হৃদয়কে সুশৃঙ্খল করত, তবে ভাইয়েরা যখন একত্রিত হতেন, তখন তাদের সাক্ষ্য প্রস্তুত থাকত এবং তা এক পূর্ণ আত্মা থেকে উৎসারিত হতো, আর চারপাশের যে লোকেরা সত্যে বিশ্বাস করে না, তারাও বিচলিত হতো। ঈশ্বরের আত্মার প্রকাশ তাদের হৃদয়ে বলে দিত যে, তোমরা ঈশ্বরের সন্তান। আমাদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা সকলের কাছে দৃশ্যমান হওয়া উচিত। তাহলেই তা ফল দেবে। এর একটি প্রভাব থাকবে।

...

ব্যক্তিগতভাবে কাজটি গ্রহণ করুন, উদ্যোগী হোন এবং অনুতপ্ত হোন; এবং সমস্ত জ্ঞাত অন্যায সংশোধন করার পর, বিশ্বাস করুন যে ঈশ্বর আপনাকে গ্রহণ করেছেন। শোক করে যাবেন না, বরং ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাস করুন।—*Ibid*, খণ্ড ১, পৃ. ১৬৫।

ক. আজকের এই প্রতিকূল জগতে, খ্রীষ্টে প্রকৃত জীবনের কিছু সতেজকারী গুণাবলীর তালিকা করুন। কলসীয় ৩:১৫-১৭।

আমাদের নিজেদের দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যা ভুলে গিয়ে, আসুন আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করি, কারণ তিনি আমাদের তাঁর নামের মহিমার জন্য জীবনযাপন করার সুযোগ দিয়েছেন। প্রতিটি নতুন দিনের নতুন আশীর্বাদ যেন তাঁর প্রেমময় যত্নের এই নিদর্শনগুলোর জন্য আমাদের হৃদয়ে প্রশংসা জাগিয়ে তোলে। সকালে যখন আপনি চোখ খোলেন, তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন যে তিনি আপনাকে সারারাত রক্ষা করেছেন। আপনার হৃদয়ে তাঁর শান্তির জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিন। সকাল, দুপুর ও রাত, কৃতজ্ঞতা যেন এক মধুর সুগন্ধের মতো স্বর্গে আরোহণ করে।

যখন কেউ জিজ্ঞাসা করে আপনি কেমন আছেন, তখন সহানুভূতি পাওয়ার জন্য দুঃখজনক কিছু বলার চেষ্টা করবেন না। আপনার বিশ্বাসের অভাব এবং আপনার দুঃখ ও কষ্টের কথা বলবেন না। প্রলোভনকারী এই ধরনের কথা শুনতে আনন্দ পায়। বিষম্ব বিষয় নিয়ে কথা বলার মাধ্যমে, আপনি তাকেই মহিমাম্বিত করেন। আমাদের পরাস্ত করার জন্য শয়তানের মহান শক্তির উপর আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়। প্রায়শই আমরা তার শক্তির কথা বলে নিজেদেরকে তার হাতে সাঁপে দিই। এর পরিবর্তে আসুন আমরা ঈশ্বরের সেই মহান শক্তির কথা বলি, যা আমাদের সমস্ত স্বার্থকে তাঁর নিজের স্বার্থের সাথে যুক্ত করে। খ্রীষ্টের অতুলনীয় শক্তির কথা বলুন এবং তাঁর মহিমার কথা বর্ণনা করুন। সমগ্র স্বর্গ আমাদের পরিগ্রাণে আগ্রহী। ঈশ্বরের দূতগণ, হাজার হাজার, এমনকি দশ হাজার গুণ দশ হাজার, তাদের সেবা করার জন্য নিযুক্ত হয়েছেন যারা পরিগ্রাণের উত্তরাধিকারী হবে। তারা আমাদের মন্দ থেকে রক্ষা করে এবং অন্ধকারের সেই শক্তিগুলোকে প্রতিহত করে যা আমাদের ধ্বংস করতে চায়। আমাদের কি প্রতি মুহূর্তে কৃতজ্ঞ থাকার কারণ নেই, এমনকি যখন আমাদের পথে আপাত বাধা থাকে তখনও কৃতজ্ঞ থাকার কারণ নেই? —*The Ministry of Healing*, পৃষ্ঠা ২৫৩, ২৫৪।

বিজয়ীদের মস্তকে যীশু নিজ ডান হাত দিয়ে মহিমার মুকুট স্থাপন করেন। প্রত্যেকের জন্য একটি করে মুকুট রয়েছে, যাতে তার নিজের ‘নতুন নাম’ [প্রকাশিত বাক্য ২:১৭] এবং ‘প্রভুর জন্য পবিত্রতা’ লেখা রয়েছে। প্রত্যেক হাতে বিজয়ীর তালপাতা এবং উজ্জ্বল বীণা রাখা আছে। তারপর, যখন আদেশকারী স্বর্গদূতেরা সুর তোলেন, তখন প্রত্যেক হাত নিপুণ স্পর্শে বীণার তারে সুর তোলে, যা সমৃদ্ধ ও সুমধুর সুরে মধুর সঙ্গীত জাগিয়ে তোলে। —*The Great Controversy*, পৃ. ৬৪৬।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা প্রশ্নাবলী

শুক্রবার, ১৩ নভেম্বর

১. প্রায়শই কী দেখে মনে হয় যে আমরা হয়তো পার্থিব এক মানসিকতায় আটকে আছি?
২. যিশুর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে আমি কীভাবে আমার মনোযোগকে আরও ভালোভাবে অগ্রাধিকার দিতে পারি?
৩. যিশু কেন চান আমি চিন্তা ও কর্মের এক উচ্চতর স্তরে বাস করি?
৪. প্রকৃত খ্রিস্টানদের কাছে জাতিগত ভেদাভেদ নিয়ে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক কেন?
৫. কীভাবে আমি কথা ও গানের মাধ্যমে স্বর্গের নির্মলতা বিকিরণ করতে পারি?

বিশ্রামবার, ২১শে নভেম্বর, ২০২৬

পাঠ ৮

পরিবার এবং তার বাইরে

মুখস্ত পদ: তোমরা পরস্পরের প্রতি দয়াশীল ও কোমলচিত্ত হও এবং পরস্পরকে ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বর খ্রীষ্টের খাতিরে তোমাদের ক্ষমা করেছেন (ইফিসীয় ৪:৩২)।

প্রস্তাবিত পঠন: *Testimonies for the Church*, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫২৭-৫৪০

আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা থাকা আবশ্যিক, নতুবা পরিবারে কখনো সম্প্রীতি থাকতে পারে না। ... যদি একজন ভুল করে, তবে অন্যজন খ্রীষ্টের মতো সহনশীলতা দেখাবে এবং নির্দয়ভাবে দূরে সরে যাবে না।—*The Adventist Home* ৩১৮।

১. মহিলাদের কাছে আবেদন

রবিবার, ১৫ নভেম্বর

ক. একজন স্ত্রী কীভাবে তার দাম্পত্য জীবনে সুন্দর সম্প্রীতি বজায় রাখতে পারেন? হিতোপদেশ ১৪:১; ইফিসীয় ৫:৩৩ (শেষ অংশ); কলসীয় ৩:১৮।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সর্বাধিক পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ।—*Manuscript Releases*, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪৩।

অনেক স্বামী ‘স্ত্রীরা, তোমরা বশীভূত হও’—এই কথাটি শুনেই থেমে যান, কিন্তু আমরা সেই একই আদেশের উপসংহারটি পড়ব, যা হলো, ‘প্রভুর ইচ্ছানুসারে’।

ঈশ্বর চান যে স্ত্রী যেন সর্বদা তাঁর ভয় ও মহিমাকে নিজের সামনে রাখে। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ কেবল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতিই করতে হবে, যিনি তাঁর জীবনের অসীম মূল্যের বিনিময়ে তাকে নিজের সন্তানরূপে ক্রয় করেছেন। ঈশ্বর তাকে একটি বিবেক দিয়েছেন, যা সে শাস্তি ছাড়া লঙ্ঘন করতে পারে না। তার স্বকীয়তা তার স্বামীর স্বকীয়তার সাথে মিশে যেতে পারে না, কারণ সে খ্রীষ্টের দ্বারা ক্রয়কৃত। এটা ভাবা ভুল যে, অন্ধ ভক্তির সাথে সে তার স্বামীর সব কথা অন্ধরে অন্ধরে পালন করবে, যখন সে জানে যে এমনটা করলে তার দেহ ও আত্মার ক্ষতি হবে, যা শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েছে। এমন একজন আছেন যিনি স্ত্রীর কাছে স্বামীর চেয়েও উচ্চতর; তিনি হলেন তার মুক্তিদাতা, এবং স্বামীর প্রতি তার আত্মসমর্পণ ঈশ্বরের নির্দেশ মতোই করতে হবে—‘প্রভুর দৃষ্টিতে যথোপযুক্ত।’—*The Adventist Home*, পৃষ্ঠা ১১৬।

স্ত্রী যদি খ্রীষ্টের আত্মা ধারণ করেন, তবে তিনি নিজের কথার বিষয়ে সতর্ক থাকবেন; তিনি নিজের আত্মাকে সংযত রাখবেন, বশ্যতা স্বীকার করবেন, এবং তবুও নিজেকে দাসী বলে মনে করবেন না, বরং স্বামীর সঙ্গিনী বলে মনে করবেন।—*Ibid*, পৃ. ১১৮।

২. একটি বিস্মৃত আবেদন

সোমবার, ১৬ নভেম্বর

ক. যেসব নারী ঈশ্বরকে ভয় করেন, তারা কীভাবে তাঁর আচরণবিধির নীতিগুলোকে মূল্য দেবেন—এবং সেই কাজ করতে গিয়ে নিজেদের পরিবার ও মণ্ডলীর কাছ থেকে উৎসাহ পাবেন? ১ পিতর ৩:১-৬; ফিলিপীয় ২:১৪।

আজ আমাদের পরিবারে ও মণ্ডলীগুলোতে এমন সব প্রতিমা লালন করা হয়, যা আমাদের উপর ঠিক সেইরকম প্রভাব ফেলে, যেমনটা ইম্রায়েলীয়দের উপর সোনার বাছুর ফেলেছিল। লোকেরা কি নিজেদের পরীক্ষা করে দেখবে? পালকেরা কি ঈশ্বরের বিশ্বস্ত প্রহরী হিসেবে তাদের কাজ করবে? তারা কি দেখবে যে তারা কোন প্রতিমা লালন করছে? যারা সচ্ছল অবস্থায় আছে, তাদের প্রত্যেকে কি বিবেচনা করবে যে, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা ও আচরণে তারা জগৎ থেকে স্বতন্ত্র ও পৃথক এক জাতি হবে? তারা কি ছোট-বড় সব বিষয়ে তাদের প্রতিমাপূজা দেখতে পাবে এবং বুঝতে পারবে যে, এটিই তাদের ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করছে? যখন তিরস্কার আসে, তখন তারা লজ্জিত হয়, কিন্তু অনুতপ্ত হয় না।—*The SDA Bible Commentary* [E. G. White Comments], খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৯৪১।

জাঁকজমকপূর্ণ ও অমিতব্যয়ী পোশাক প্রায়শই পরিধানকারীর হৃদয়ে কামবাসনা জাগিয়ে তোলে এবং দর্শকের হৃদয়ে হীন প্রবৃত্তি জাগ্রত করে। ঈশ্বর দেখেন যে, পোশাকের ক্ষেত্রে অহংকার ও দম্ভের প্রশ্রয়ই প্রায়শই চরিত্রের পতনের পূর্বসূরি। *স্বা—Counsels on Health*, পৃষ্ঠা ৬০২।

ফ্যাশন হলো সেই দেবী যিনি বহির্বিশ্ব শাসন করে এসেছেন, এবং তিনি প্রায়শই গির্জার ভেতরেও অনুপ্রবেশ করেন। গির্জার উচিত ঈশ্বরের বাক্যকে তার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা, এবং পিতামাতার উচিত এই বিষয়ে বুদ্ধিমত্তার সাথে চিন্তা করা। যখন

তারা দেখবে যে তাদের সন্তানরা পার্থিব ফ্যাশন অনুসরণ করতে আগ্রহী, তখন তাদের উচিত আব্রাহামের মতো দূততার সাথে তাদের পরিবারকে সেই পথে চালিত করা। তাদেরকে জগতের সাথে যুক্ত করার পরিবর্তে, ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত করুন।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৯৯।

ঈশ্বরের প্রজাদেরকে জগতের কলুষিত প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য এবং শারীরিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের জন্য আমাদের মধ্যে পোশাক সংস্কার প্রবর্তন করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য দাসত্বের জোয়াল হওয়া ছিল না, বরং একটি আশীর্বাদ হওয়া ছিল।—*Ibid*, খণ্ড ৪, পৃ. ৬৩৪।

খ. ঈশ্বরবিহীন জগতে ঈশ্বরীয় রীতিনীতি সমুন্নত রাখতে এবং নৈতিকতা রক্ষা করতে মণ্ডলীকে কী শক্তি জোগায়? তীত ২:১-৫; মথি ৫:৮।

হে আমার বোনেরা, তোমরা মন্দের আভাসও পরিহার করো। এই দ্রুত পরিবর্তনশীল, দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ যুগে, তোমরা সুরক্ষিত না থাকলে নিরাপদ নও। সদ্গুণ ও শালীনতা দুর্লভ। যিশু খ্রিস্টের অনুসারী হিসেবে, এক উষ্ণ ও মহৎ ব্রত গ্রহণকারী হিসেবে, আমি তোমাদের কাছে আবেদন করছি, তোমরা এই মূল্যবান, অমূল্য রত্ন, শালীনতাকে লালন করো। এটিই সদ্গুণকে রক্ষা করবে।—*A Solemn Appeal*, পৃ. ১৫১।

৩. পুরুষদের কাছে আবেদন

মঙ্গলবার, ১৭ নভেম্বর

ক. বিবাহে দীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের কী উপলব্ধি করা উচিত? কলসীয় ৩:১৯।

যখন স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বশ্যতা দাবি করে, এই ঘোষণা দিয়ে যে পরিবারে নারীদের কোনো কথা বলার বা ইচ্ছা প্রকাশের অধিকার নেই, বরং তাদের অবশ্যই সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করতে হবে, তখন তারা তাদের স্ত্রীদেরকে শাস্ত্রের পরিপন্থী এক অবস্থানে স্থাপন করে। শাস্ত্রকে এভাবে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে তারা বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচার করে। এই ব্যাখ্যাটি করা হয় শুধুমাত্র স্বৈচ্ছাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যা তাদের অধিকার নয়। কিন্তু আমরা আরও পড়ি, ‘স্বামীরা, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের ভালোবাসো, এবং তাদের প্রতি তিক্ত মনোভাব পোষণ করো না।’ স্বামী কেন তার স্ত্রীর প্রতি তিক্ত মনোভাব পোষণ করবে? যদি স্বামী তার স্ত্রীকে ভুলকারী ও দোষে পরিপূর্ণ দেখতে পায়, তবে মনের তিক্ততা সেই মন্দের প্রতিকার করতে পারবে না। . . .

ঈশ্বরের পরিকল্পনা এমন ছিল না যে, গৃহকর্তা হিসেবে স্বামীর কর্তৃত্ব থাকবে, অথচ তিনি নিজে খ্রীষ্টের বশ্যতা স্বীকার করেন না। তাঁকে অবশ্যই খ্রীষ্টের শাসনাধীনে থাকতে হবে, যেন তিনি মণ্ডলীর প্রতি খ্রীষ্টের সম্পর্ককে তুলে ধরতে পারেন।—*The Adventist Home*, পৃষ্ঠা ১১৬, ১১৭।

অনেক পুরুষ তাদের স্ত্রীকে ভালোবাসে, কিন্তু এতটাই স্বার্থপর যে তা প্রকাশ করে না। তাদের মধ্যে এক ধরনের ভ্রান্ত মর্যাদা ও অহংকার থাকে, এবং তারা কথায় বা কাজে তাদের ভালোবাসা প্রকাশ করে না। এমন অনেক পুরুষ আছে যারা কখনো জানতেই পারে না যে, কোমল প্রশংসা ও স্নেহের কথার জন্য স্ত্রীর হৃদয় কতটা তৃপ্ত থাকে। তারা তাদের প্রিয়জনকে চোখের আড়ালে কবর দেয় এবং ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধে বিলাপ করে, যা তাদের সঙ্গীদের থেকে বঞ্চিত করেছে; অথচ, যদি তারা সেই সঙ্গীদের অন্তরের দিকে তাকাতে পারত, তবে তারা দেখতে পেত যে তাদের নিজেদের পথই ছিল তাদের অকাল মৃত্যুর কারণ।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫২৭, ৫২৮।

খ. কোন জিনিস একজন পুরুষের মনে তার স্ত্রীর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা জাগিয়ে তোলে—এবং তার এই মনোভাবের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্ক কীভাবে প্রভাবিত হয়? ইফিসীয় ৫:২৫, ৩৩ (প্রথম অংশ); ১ পিতর ৩:৭।

স্বামীদের উচিত এই আদর্শটি অধ্যয়ন করা এবং ইফিসীয় পুস্তকে উপস্থাপিত প্রতীকটির অর্থ কী, তা জানার চেষ্টা করা—অর্থাৎ, মণ্ডলীর সাথে খ্রীষ্টের সম্পর্ক। স্বামীকে তার পরিবারে একজন ত্রাণকর্তার মতো হতে হবে। তিনি কি তাঁর মহৎ, ঈশ্বর-প্রদত্ত পুরুষত্বে অবিচল থাকবেন এবং সর্বদা তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের উন্নত করার চেষ্টা করবেন? তিনি কি তাঁর চারপাশে একটি

নির্মল, মধুর পরিবেশ ছড়িয়ে দেবেন? তিনি যেমন তাঁর কর্তৃত্বের দাবি প্রতিষ্ঠা করবেন, ঠিক তেমনই কি তিনি যীশুর প্রেমকে অধ্যবসায়ের সাথে লালন করে তাকে তাঁর গৃহে এক স্থায়ী নীতিতে পরিণত করবেন না?

প্রত্যেক স্বামী ও পিতা যেন খ্রীষ্টের বাণী বোঝার চেষ্টা করেন; তবে তা একপাক্ষিকভাবে, কেবল স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অধীনতার উপর মনোযোগ দিয়ে নয়, বরং কালভারির ক্রুশের আলোকে পারিবারিক পরিমণ্ডলে নিজের অবস্থান বিষয়ে অধ্যয়ন করেন।—*The Adventist Home*, পৃ. ১১৭।

৪. পিতামাতা এবং সন্তান

বুধবার, ১৮ নভেম্বর

ক. পিতামাতার প্রতি আমাদের কর্তব্য ব্যাখ্যা করুন। দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১৬; কলসীয় ৩:২০।

যেসব সন্তান তাদের পিতামাতাকে অসম্মান ও অবাধ্যতা করে এবং তাদের পরামর্শ ও নির্দেশ অগ্রাহ্য করে, নতুন পৃথিবীতে তাদের কোনো অংশ থাকতে পারে না। সেই পবিত্র নতুন পৃথিবী বিদ্রোহী, অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ পুত্র বা কন্যার জন্য কোনো স্থান হবে না।—*The Adventist Home*, পৃষ্ঠা ২৯৫।

এমন কোনো সময় নেই যখন সন্তানদের তাদের বাবা-মাকে সম্মান ও ভালোবাসা দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। বাবা-মা যতদিন জীবিত থাকবেন, তাঁদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করা সন্তানদের জন্য আনন্দের বিষয় হওয়া উচিত। তাদের উচিত বৃদ্ধ বাবা-মায়ের জীবনে সাধ্যমতো সমস্ত আনন্দ ও উজ্জ্বলতা নিয়ে আসা।

এই ভাবনা যে সন্তানেরা তাদের পিতামাতার সান্ত্বনার ব্যবস্থা করেছে, তা জীবনভর এক তৃপ্তিদায়ক অনুভূতি দেয় এবং বিশেষ করে যখন তাদের নিজেদের সহানুভূতি ও ভালোবাসার প্রয়োজন হয়, তখন তা তাদের আনন্দ দেয়। যাদের হৃদয় ভালোবাসায় পূর্ণ, তারা তাদের পিতামাতার জন্য কবরের পথ সুগম করার এই সুযোগকে এক অমূল্য সৌভাগ্য বলে মনে করবে। তারা আনন্দিত হবে যে, তাদের প্রিয় পিতামাতার শেষ দিনগুলিতে সান্ত্বনা ও শান্তি এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদেরও একটি ভূমিকা ছিল।—*The Review and Herald*, ১৫ নভেম্বর, ১৮৯২।

খ. পিতামাতা হিসেবে, আমাদের প্রতি আমাদের সন্তানদের কর্তব্য পালনকে তাদের জন্য আরও সহজ করে তোলার জন্য আমাদের কীভাবে আদেশ দেওয়া হয়েছে? কলসীয় ৩:২১; ইফিসীয় ৪:৩২, ৬:৪।

যুবকেরা অস্ত্র ও অনভিজ্ঞ, এবং বাইবেল ও এর পবিত্র সত্যের প্রতি ভালোবাসা তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে আসে না। শয়তানের চক্রান্ত থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য যদি তাদের চারপাশে প্রতিবন্ধকতা গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশেষ যত্ন না নেওয়া হয়, তবে তারা তার প্রলোভনের শিকার হয় এবং তার ইচ্ছানুসারে তার দ্বারা বন্দী হয়ে যায়। শৈশবেই শিশুদেরকে ঈশ্বরের বিধানের দাবি এবং পাপের কলঙ্ক থেকে শুদ্ধ করার জন্য আমাদের মুক্তিদাতা যীশুর প্রতি বিশ্বাসের শিক্ষা দিতে হবে। .

..

শিশুদের ছোটবেলায় গড়ে তোলা যায়। কিন্তু বছর কেটে যায় যখন তাদের হৃদয় কোমল থাকে এবং সত্যের অনুভূতি গ্রহণে সংবেদনশীল থাকে, অর্থাৎ তাদের নৈতিক শিক্ষায় খুব কমই সময় দেওয়া হয়। সত্য ও কর্তব্যের মূল্যবান শিক্ষা প্রতিদিন তাদের হৃদয়ে গেঁথে দেওয়া উচিত।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩২৯।

বাবা-মা যখন বুঝতে পারবেন যে তাদের সন্তানরা কীভাবে তাদের অনুকরণ করে, তখন তারা তাদের প্রতিটি কথা ও অঙ্গভঙ্গি সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।—*Sermons and Talks*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩২৫।

সুখী সেই পিতামাতা, যাঁদের জীবন ঈশ্বরের এক প্রকৃত প্রতিচ্ছবি, যার ফলে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি ও আদেশ সন্তানের অন্তরে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে; সেই পিতামাতা, যাঁদের স্নেহ, ন্যায়বিচার ও সহনশীলতা সন্তানের কাছে ঈশ্বরের প্রেম, ন্যায়বিচার ও সহনশীলতাকে ব্যাখ্যা করে।—*Prophets and Kings*, পৃ. ২৪৫।

৫. কর্মক্ষেত্রে

বৃহস্পতি, ১৯ নভেম্বর

ক. কর্মক্ষেত্রে আমাদের পদমর্যাদা বা সমাজে আমাদের অবস্থান নির্বিশেষে, কোন দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের মধ্যে প্রকৃত খ্রীষ্টীয় মনোভাব জাগিয়ে তোলে? কলসীয় ৩:২২-৪:১, ৫।

অতি সাধারণ কাজের মধ্যেও বিজ্ঞান নিহিত আছে, এবং যদি সকলে একে সেভাবে দেখত, তবে তারা শ্রমের মধ্যে মহত্ব দেখতে পেত। যেকোনো ধরনের কাজে মনপ্রাণ ঢেলে দিতে হবে; তাহলেই আনন্দ ও কর্মদক্ষতা আসে। ... যে কোনো ধরনের অপরিহার্য কাজের মধ্যেই সম্মান নিহিত আছে। ঈশ্বরের বিধানকে কর্মের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা হোক, এবং তা সকল শ্রমকে মহিমান্বিত ও পবিত্র করে। প্রতিটি কর্তব্য পালনে বিশ্বস্ততা কাজটিকে মহৎ করে তোলে এবং এমন এক চরিত্র প্রকাশ করে যা ঈশ্বর অনুমোদন করতে পারেন।

‘তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত আত্মা, সমস্ত মন এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসবে।’ ঈশ্বর সেই ভালোবাসাই চান যা হৃদয়ের সেবায়, আত্মার সেবায় এবং শারীরিক শক্তির সেবার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ...

তোমরা নিজেদেরকে সামলে নিয়ে শুধরে নেওয়ার দূতসংকল্পের অভাবে ভুল পথে চলার একটি গতানুগতিক ছাঁচে আবদ্ধ হতে পারো, অথবা তোমরা সর্বোত্তম সেবা করার জন্য নিজেদের সামর্থ্যকে বিকশিত করতে পারো, এবং তখন তোমরা সর্বত্রই সমাদৃত হবে। তোমাদের যোগ্যতার জন্য তোমরা সমাদৃত হবে। ‘তোমার হাত যা কিছু করার জন্য পায়, তা তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে করো।’ ‘কাজে অলস নয়; আত্মায় উদ্যোগী; প্রভুর সেবায় নিয়োজিত।’—*The SDA Bible Commentary* [E. G. White Comments], খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১১১২।

একটি দিন, একটি ঘন্টা বা একটি মুহূর্ত কী ফলাফল নির্ধারণ করতে পারে, তা আমরা জানি না, এবং আমাদের পথ আমাদের স্বর্গীয় পিতার হাতে সঁপে না দিয়ে আমাদের কখনও দিন শুরু করা উচিত নয়। তাঁর স্বর্গদূতগণ আমাদের উপর নজর রাখার জন্য নিযুক্ত আছেন, এবং যদি আমরা নিজেদেরকে তাদের তত্ত্বাবধানে রাখি, তবে বিপদের প্রতিটি সময়ে তারা আমাদের ডান পাশে থাকবেন। যখন আমরা অসচেতনভাবে কোনো ভুল প্রভাব ফেলার ঝুঁকিতে থাকি, তখন স্বর্গদূতগণ আমাদের পাশে থাকবেন, আমাদেরকে আরও ভালো পথের দিকে চালিত করবেন, আমাদের জন্য কথা বেছে দেবেন এবং আমাদের কাজকে প্রভাবিত করবেন। এইভাবে, অন্যদেরকে খ্রীষ্ট এবং স্বর্গীয় জগতের দিকে আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে আমাদের প্রভাব একটি নীরব, অচেতন, কিন্তু শক্তিশালী শক্তি হতে পারে।—*Christ’s Object Lessons*, পৃষ্ঠা ৩৪১, ৩৪২।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা প্রশ্নাবলী

শুক্রবার, ২০ নভেম্বর

১. ঈশ্বর স্ত্রীদের জন্য যে স্বাস্থ্যকর ভারসাম্যের নির্দেশনা দিয়েছেন, তা ব্যাখ্যা করুন।
২. এমন একটি মূর্তিপূজামূলক বিভ্রান্তির নাম বলুন যা প্রায়শই ফাঁদে পরিণত হয়।
৩. বিবাহিত জীবনে স্বামীর মহৎ দায়িত্ব বর্ণনা করুন।
৪. আমার বাবা-মায়ের প্রতি আমার আচরণে আমি কীভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আরও ভালোভাবে প্রতিফলিত করতে পারি?
৫. আমি কীভাবে আমার কর্মক্ষেত্রের মানুষদের কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আরও ভালোভাবে প্রতিফলিত করতে পারি?

বিশ্রামবার, ২৮শে নভেম্বর, ২০২৬

পাঠ ৯

হারিয়ে যাওয়াদের জন্য শ্রম

মুখস্ত পদ: তোমরা এবং ঈশ্বরও সাক্ষী যে, বিশ্বাসী তোমাদের মধ্যে আমরা কত পবিত্রভাবে, ন্যায়পরায়ণভাবে ও নির্দোষভাবে আচরণ করেছি; যেন তোমরা ঈশ্বরের যোগ্যরূপে জীবনযাপন করো, যিনি তোমাদের তাঁর রাজ্য ও মহিমার জন্য আহ্বান করেছেন। (১ থেসালোনিকীয় ২:১০, ১২)

প্রস্তাবিত পঠন: *The Acts of the Apostles*, পৃষ্ঠা ৩৪৬–৩৫৮।

“পৌল ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ। তিনি তাঁর কণ্ঠ দিয়ে সুসমাচার প্রচার করতেন এবং তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত শ্রমের মাধ্যমে তা নিজের হাতেও প্রচার করতেন।” —*The Review and Herald*, ৬ মার্চ, ১৯০০।

১. একনিষ্ঠ সহকারী মেষপালক

রবিবার, ২২ নভেম্বর

ক. থেসালোনিকীয়দের প্রতি পৌলের সরল, প্রাথমিক সঙ্ঘাষণটি কীভাবে সেই মেষপালের প্রতি তাঁর স্নেহপূর্ণ ভালোবাসার গভীরতা প্রকাশ করে? ১ থেসালোনিকীয় ১:১-৪।

প্রকৃত নম্রতার মূল থেকে মনের সবচেয়ে মূল্যবান মহত্বের জন্ম হয়—যে মহত্ব মানুষকে খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হতে পরিচালিত করে। যাঁরা এই মহত্বের অধিকারী, তাঁরা ঈশ্বরের প্রতি ধৈর্য ও আস্থা অর্জন করেন। তাঁদের বিশ্বাস অজেয়। তাঁদের প্রকৃত উৎসর্গ ও ভক্তি আত্ম-আশ্রয়কে আড়াল করে রাখে। তাঁদের মুখ থেকে নিঃসৃত বাক্য খ্রীষ্টসদৃশ কোমলতা ও ভালোবাসার অভিব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়। নিজেদের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন থাকায়, তাঁরা প্রভুর দেওয়া সাহায্যের কদর করেন এবং যা সঠিক ও সত্য, তা করার জন্য তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। তাঁদের আচরণ, মনোভাব এবং আত্মার দ্বারা তাঁরা খ্রীষ্টের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পরিচয় বহন করেন।—*That I May Know Him*, পৃষ্ঠা ৩৭।

খ. প্রেরিত পিতরের আবেদন কীভাবে পৌলের আবেদনের অনুরূপ? ১ পিতর ৫:২, ৩।

যারা সহকারী পালকের পদে অধিষ্ঠিত, তাদের প্রভুর মেষপালের প্রতি সতর্ক ও যত্নশীল হতে হবে। এই সতর্কতা কোনো স্বৈরাচারী সতর্কতা নয়, বরং এমন যা উৎসাহ জোগায়, শক্তিশালী করে এবং উন্নত করে। পরিচর্যার অর্থ শুধু উপদেশ দেওয়া নয়; এর অর্থ আন্তরিক ও ব্যক্তিগত শ্রম।—*The Acts of the Apostles*, পৃ. ৫২৬।

২. আত্মার শক্তিতে

সোমবার, ২৩ নভেম্বর

ক. সত্য প্রচারের জন্য আমরা সকলে থেসালোনিকার প্রেরিতগণ ও নবদীক্ষিতদের কাছ থেকে কী শিখতে পারি? ১ থেসালোনিকীয় ১:৫-৮।

পবিত্র আত্মাকে প্রশিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করার জন্য আরও বেশি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাক।—*Medical Ministry* পৃষ্ঠা ৩০৭।

পবিত্র আত্মার কাজ হলো অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধকে আলোকিত করা, স্বার্থপর ও পাষণ হৃদয়কে গলিয়ে দেওয়া, বিদ্রোহী পাপীকে বশীভূত করা এবং তাকে জগতের কলুষিত প্রভাব থেকে রক্ষা করা। তাঁর শিষ্যদের জন্য খ্রীষ্টের প্রার্থনা ছিল: ‘তোমার সত্যের দ্বারা তাদের পবিত্র করো: তোমার বাক্যই সত্য।’ আত্মার তরবারি, যা ঈশ্বরের বাক্য, তা পাপীর হৃদয়কে বিদ্ধ করে এবং তাকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে। যখন বক্তার আত্মার উপর এর পবিত্র প্রভাব অনুভূত না হয়েই সত্যের তত্ত্ব পুনরাবৃত্তি করা হয়, তখন তা শ্রোতাদের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না, বরং ভ্রান্তি হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হয় এবং বক্তা আত্মার ক্ষতির জন্য নিজেকে দায়ী করেন। আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে আমাদের সেবকেরা রূপান্তরিত, নম্র, শান্ত এবং বিনয়□□ হৃদয়ের মানুষ।—*Testimonies for the Church* খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৪১।

ঈশ্বর তাঁর সেবকদের সত্যের বার্তা প্রচার করার জন্য দিয়েছেন। মণ্ডলীগুলোর কাজ হলো তা গ্রহণ করা এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে তা প্রচার করা, আলোর প্রথম রশ্মি গ্রহণ করে তা ছড়িয়ে দেওয়া।—*Ibid*, খণ্ড ৬, পৃ. ৪২৫।

খ. নব বিশ্বাসীদের রূপান্তর কীভাবে জগতের কাছে এক সাক্ষ্য ছিল—এবং আজকের দিনেও যার পুনরাবৃত্তি ঘটবে? ১
থেসালোনিকীয় ৫:৯, ১০; যিশাইয় ৫৬:৬, ৭।

খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের বার্তার সঙ্গে জীবন্ত শক্তির অবশ্যই সংযোগ থাকতে হবে। প্রভুর প্রত্যাবর্তনের ধন্য আশায় বহু আত্মাকে রূপান্তরিত হতে না দেখা পর্যন্ত আমাদের বিশ্রাম করা উচিত নয়। প্রেরিতদের যুগে, তাঁরা যে বার্তা বহন করতেন তা এক বাস্তব কাজ সম্পন্ন করেছিল, যা আত্মাদেরকে প্রতিমা পূজা থেকে ফিরিয়ে এনে জীবন্ত ঈশ্বরের সেবা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আজ যে কাজ করতে হবে তা ঠিক ততটাই বাস্তব, এবং সত্যও ঠিক ততটাই সত্য; শুধু পার্থক্য এই যে, প্রভুর আগমন যত নিকটবর্তী হবে, আমাদেরও তত বেশি আন্তরিকতার সাথে এই বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। এই সময়ের বার্তাটি ইতিবাচক, সরল এবং গভীরতম গুরুত্বের। আমাদের অবশ্যই সেইসব পুরুষ ও নারীর মতো কাজ করতে হবে যারা এটি বিশ্বাস করে। অপেক্ষা করা, সতর্ক থাকা, কাজ করা, প্রার্থনা করা, জগৎকে সতর্ক করা—এটাই আমাদের কাজ। . . .

সমগ্র স্বর্গ সজাগ, ঈশ্বরের প্রতিশোধের দিন, সিয়োনের মুক্তির দিনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। বিলম্বের সময় প্রায় শেষ। যে তীর্থযাত্রী ও আগন্তকেরা এতকাল ধরে এক উত্তম দেশের সন্ধানে ছিলেন, তাঁরা প্রায় ঘরে ফিরে এসেছেন।—*Evangelism*, পৃষ্ঠা ২১৯।

৩. নম্র আত্মনির্ভরশীলতা

মঙ্গলবার, ২৪ নভেম্বর

ক. থেসালোনিকীতে সাফল্যের কয়েকটি মূল কারণ উল্লেখ করুন। ১ থেসালোনিকীয় ২:১-৭।

থেসালোনিকীয় বিশ্বাসীরা ছিলেন প্রকৃত ধর্মপ্রচারক। তাঁদের ত্রাণকর্তার জন্য তাঁদের হৃদয় উৎসাহে জ্বলছিল, যিনি তাঁদেরকে ‘আসন্ন ক্রোধের’ ভয় থেকে উদ্ধার করেছিলেন। খ্রীষ্টের অনুগ্রহে তাঁদের জীবনে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছিল এবং তাঁদের মাধ্যমে কথিত প্রভুর বাক্য শক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। উপস্থাপিত সত্যের দ্বারা হৃদয় জয় করা হয়েছিল এবং বিশ্বাসীদের দলে আত্মা যুক্ত হয়েছিল।

এই প্রথম পত্রে পৌল থেসালোনিকীয়দের মধ্যে তাঁর কাজের পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি প্রতারণা বা ছলনার মাধ্যমে ধর্মালম্বিত করার চেষ্টা করেননি।—*The Acts of the Apostles*, পৃ. ২৫৬।

খ. থেসালোনিকীতে পৌলের পরিচর্যা পর্যবেক্ষণ করার সময় কোন গুণগুলো বিশেষভাবে হৃদয়গ্রাহী? ১ থেসালোনিকীয় ২:৮-১০।

খ্রিস্টের শিষ্য হওয়ার আগে পৌল একটি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য কায়িক শ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। কিন্তু পরে, যখন তিনি খ্রিস্টের উদ্দেশ্য প্রচারে তাঁর সর্বস্ব নিঃশেষ করে ফেলেছিলেন, তখন জীবিকা অর্জনের জন্য তিনি মাঝে মাঝে তাঁর পেশার আশ্রয় নিতেন। বিশেষ করে এমন জায়গায় কাজ করার সময় তিনি এমনটা করতেন, যেখানে তাঁর উদ্দেশ্য ভুল বোঝা হতে পারত।

থেসালোনিকীতেই আমরা সর্বপ্রথম দেখি যে, পৌল ঈশ্বরের বাক্য প্রচারের পাশাপাশি আত্মনির্ভরশীল কায়িক শ্রমে নিজ হাতে কাজ করতেন।—*Ibid*, পৃ. ৩৪৭।

অ-ইহুদিদের মহান প্রেরিত পৌল তাঁবু তৈরির কাজ শিখেছিলেন। তাঁবু তৈরির কাজের উচ্চ ও নিম্ন উভয় শাখাই ছিল। পৌল উচ্চ শাখাগুলো শিখেছিলেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সাধারণ শাখাগুলোতেও কাজ করতে পারতেন। তাঁবু তৈরির কাজ থেকে অন্যান্য পেশার মতো দ্রুত আয় আসত না, এবং অনেক সময় কেবল কঠোর মিতব্যয়িতার মাধ্যমেই পৌল তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জোগাড় করতে পারতেন।

শারীরিক অবস্থা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তিনি [পৌল] দিনের বেলায় খ্রীষ্টের সেবায় পরিশ্রম করতেন এবং তারপর নিজের ও অন্যদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য রাতের বেশিরভাগ সময়, এমনকি প্রায়ই সারারাত ধরেও, কঠোর পরিশ্রম করতেন।

পৌল ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ। তিনি তাঁর কণ্ঠ দিয়ে সুসমাচার প্রচার করতেন এবং তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত শ্রমের মাধ্যমে নিজের হাত দিয়েও তা প্রচার করতেন। তিনি অন্যদেরকে ঠিক সেভাবেই শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রানী

বলে বিবেচিত একজনের কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। পৌল যখন দ্রুত ও দক্ষতার সাথে নিজের হাতে কাজ করতেন, তখন তিনি তাঁর সহকর্মীদের কাছে সমাগম-তাঁবু নির্মাণের বিষয়ে খ্রীষ্ট মোশিকে দেওয়া নির্দেশাবলী বর্ণনা করতেন।—*The SDA Bible Commentary* [E. G. White Comments], খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১০৬৩।

৪. একটি অটল লক্ষ্য

বুধ, ২৫ নভেম্বর

ক. পৌল কী উদ্দেশ্যে মেষপালের যন্ত্র নিতেন? ১ থেসালোনিকীয় ২:১১-১৩।

সত্যের জ্ঞান বুদ্ধির শক্তির উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা নির্ভর করে উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা এবং একনিষ্ঠ ও নির্ভরশীল বিশ্বাসের সরলতার উপর। যারা হৃদয়ের নমনীয় ঐশ্বরিক পথনির্দেশনা অন্বেষণ করে, ঈশ্বরের দূতগণ তাদের নিকটবর্তী হন। তাদের কাছে সত্যের সমৃদ্ধ ভান্ডার উন্মোচন করার জন্য পবিত্র আত্মাকে দান করা হয়।—*Christ's Object Lessons*, পৃষ্ঠা ৫৯।

খ. পৌলের সময়ে সুসমাচার প্রচারের পথে যে বাধাগুলো এসেছিল, তা বর্ণনা করুন—এবং কীভাবে তা ইতিহাস জুড়ে, এমনকি নিকট ভবিষ্যতেও প্রতিধ্বনিত হয়। ১ থেসালোনিকীয় ২:১৪-১৮; ২ তীমথিয় ৩:১২; মথি ৫:১০-১২।

যেহেতু এই বিতর্ক নতুন নতুন ক্ষেত্রে বিস্তৃত হচ্ছে এবং মানুষের মন ঈশ্বরের পদদলিত বিধানের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে, শয়তানও সক্রিয় হয়ে উঠছে। এই বার্তার সাথে আসা শক্তি কেবল তাদেরই উন্মত্ত করে তুলবে যারা এর বিরোধিতা করে। যাজক সম্প্রদায় প্রায় অতিমানবীয় প্রচেষ্টা চালাবে আলো নিভিয়ে দেওয়ার জন্য, পাছে তা তাদের মেষপালের উপর পড়ে। তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রতিটি উপায়ের দ্বারা তারা এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর আলোচনা দমন করার চেষ্টা করবে। গির্জা নাগরিক ক্ষমতার শক্তিশালী বাহুর কাছে আবেদন জানায়, এবং এই কাজে পোপপন্থী ও প্রোটেষ্ট্যান্টরা একত্রিত হয়। রবিবার পালনের বাধ্যবাধকতার আন্দোলন যত বেশি সাহসী ও দৃঢ় হবে, বিধান পালনকারীদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করা হবে। তাদের জরিমানা ও কারাদণ্ডের হুমকি দেওয়া হবে, এবং কাউকে কাউকে তাদের বিশ্বাস ত্যাগের প্রলোভন হিসেবে প্রভাবশালী পদ এবং অন্যান্য পুরস্কার ও সুবিধার প্রস্তাব দেওয়া হবে। কিন্তু তাদের অটল উত্তর হলো: ‘ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমাদের ভুল দেখান’—সেই একই আবেদন যা লুথার একই ধরনের পরিস্থিতিতে করেছিলেন। যাদের আদালতের সামনে হাজির করা হয়, তারা সত্যের জোরালো সমর্থন জানায়, এবং তাদের কথা যারা শোনে তাদের মধ্যে কেউ কেউ... ঈশ্বরের সমস্ত আশ্রয় পালন করার জন্য তাদের দৃঢ় অবস্থান নিতে পরিচালিত করা হয়। এর ফলে হাজার হাজার মানুষের সামনে আলো তুলে ধরা হবে, যারা অন্যথায় এই সত্যগুলো সম্পর্কে কিছুই জানত না।

ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আন্তরিক আনুগত্যকে বিদ্রোহ বলে গণ্য করা হবে। শয়তানের দ্বারা অন্ধ হয়ে, পিতা-মাতা বিশ্বাসী সন্তানের প্রতি কঠোরতা ও নির্মমতা প্রদর্শন করবে; মনিব বা মনিবপন্থী আশ্রয় পালনকারী ভৃত্যের উপর অত্যাচার করবে। স্নেহ-ভালোবাসা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে; সন্তানদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে এবং বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। ... যেহেতু সত্যের রক্ষাকারীরা রবিবারের বিশ্রামবারকে সম্মান করতে অস্বীকার করবে, তাদের মধ্যে কাউকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে, কাউকে নির্বাসিত করা হবে, কাউকে দাসের মতো ব্যবহার করা হবে। মানুষের প্রজ্ঞার কাছে এই সবকিছু এখন অসম্ভব বলে মনে হয়; কিন্তু যেহেতু ঈশ্বরের সংযমকারী আত্মা মানুষের কাছ থেকে প্রত্যাহার করা হবে, এবং তারা শয়তানের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, যে ঐশ্বরিক আদেশ ঘৃণা করে, তাই অদ্রুত ঘটনা ঘটবে। যখন ঈশ্বরের ভয় ও ভালোবাসা দূর হয়ে যায়, তখন হৃদয় খুব নির্ভুর হতে পারে।—*The Great Controversy*, পৃষ্ঠা ৬০৭, ৬০৮।

৫. এক অনন্য আনন্দ

বৃহস্পতি, ২৬ নভেম্বর

ক. পৌলের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা যেভাবে খ্রীষ্টের আকাঙ্ক্ষাকে ঘনিষ্ঠভাবে প্রতিফলিত করেছিল, তা থেকে আমরা কেন অনুপ্রাণিত হতে পারি? ১ থেসালোনিকীয় ২:১৯, ২০; যিশাইয় ৫৩:১১।

বিশ্বের কাছে পৌলের জীবনব্যাপী কর্মের ফলাফল কে পরিমাপ করতে পারে? সেই সমস্ত কল্যাণকর প্রভাবের মধ্যে—যা দুঃখ লাঘব করে, শোক সান্ত্বনা দেয়, মন্দকে দমন করে, জীবনকে স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা থেকে উদ্ধে তুলে অমরত্বের আশায় মহিমাম্বিত করে—তার কতটা কৃতিত্ব পৌল ও তাঁর সহকর্মীদের শ্রমের প্রাপ্য, যাঁরা ঈশ্বরের পুত্রের সুসমাচার নিয়ে এশিয়া থেকে ইউরোপের উপকূলে তাঁদের অলঙ্ঘ্য যাত্রা সম্পন্ন করেছিলেন?

আশীর্বাদের এমন প্রভাব বিস্তারে ঈশ্বরের মাধ্যম হতে পারাটা যেকোনো জীবনের জন্য কী মূল্য বহন করে? অনন্তকালে এমন জীবনকর্মের ফল প্রত্যক্ষ করার মূল্যই বা কী হবে? —*Education*, পৃষ্ঠা ৭০।

তাঁর সৃষ্ট জীবদের কাছে [ত্রাণকর্তার শিক্ষাগুলো] কতটা অর্থবহ, তা আমরা উপলব্ধি করি না। তিনি মানবজাতিকে ভালোবাসেন। আপনি কি জিজ্ঞাসা করছেন কতটা? আমি আপনাকে ক্যালভারির দিকে নির্দেশ করছি। —*Counsels to Parents, Teachers, and Students* পৃ. ২৮৪।

আমাদের চারপাশের অনেকেরই শুধু তাদের পূর্বসংস্কারগুলো দূর করে ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমাদের বর্তমান অবস্থানের প্রমাণগুলো তাদের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন, তাহলেই তারা সানন্দে বর্তমান সত্যকে গ্রহণ করবে। বার্তাবাহকদের উচিত আমাদের জন্য এমনভাবে সজাগ থাকা, যেন তারাই হিসাব দিতে বাধ্য। তাদের জীবন হবে কঠোর পরিশ্রম ও আত্মিক যন্ত্রণায় পূর্ণ, যখন খ্রীষ্টের মূল্যবান কিন্তু প্রায়শই ক্ষতবিক্ষত উদ্দেশ্যের ভার তাদের উপর থাকবে। তাদের পার্থিব স্বার্থ ও আরাম-আয়েশ ত্যাগ করতে হবে এবং বর্তমান সত্যের উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিতে ও বিনষ্টপ্রায় আমাদের রক্ষা করতে নিজেদের সাধ্যমতো সবকিছু করাকেই তাদের প্রথম লক্ষ্য বানাতে হবে।

তারাও এক উৎকৃষ্ট পুরস্কার পাবে। যারা তাদের দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত ও অবশেষে পরিত্রাণপ্রাপ্ত হয়, তারা তাদের আনন্দের মুকুটে চিরকাল ধরে তারার মতো উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এবং অনন্তকাল ধরে তারা এই পরিতৃপ্তি উপভোগ করবে যে, তারা সত্যকে তার বিশুদ্ধতা ও সৌন্দর্যে উপস্থাপন করার জন্য নিজেদের সাধ্যমতো কাজ করেছে, যার ফলে আমাদের এর প্রেমে পড়েছে, এর মাধ্যমে পবিত্র হয়েছে এবং ধনী হওয়ার, মেঘশাবকের রক্তে ধৌত হওয়ার ও ঈশ্বরের কাছে মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়ার অমূল্য সুযোগ লাভ করেছে। —*Early Writings* পৃ. ৬১।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা প্রশ্নাবলী

শুক্রবার, ২৭ নভেম্বর

১. সত্য প্রচারের প্রতি প্রেরিতদের নির্ণীত থেকে আমরা সবাই কী শিখতে পারি?
২. থেসালোনিকীতে সুসমাচারের কাজ কেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল?
৩. ধর্মপ্রচারক পৌল কেন মাঝে মাঝে জীবিকা নির্বাহের জন্য কায়িক শ্রম করতেন?
৪. নিপীড়ন বাড়লেও কী কী ইতিবাচক ফলাফল দেখা দেয়?
৫. খ্রিস্ট, পৌল এবং সকল আত্মজয়ী ব্যক্তির অনুভূত আনন্দ বর্ণনা করুন।

প্রথম বিশ্রামবারের উৎসর্গ

বিশ্রামবার, ৫ই ডিসেম্বর, ২০২৬

কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের রাজাভিলের একটি গির্জার জন্য

রাজাভিল শহরটি মধ্য আফ্রিকায় অবস্থিত কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের রাজধানী। রাজাভিল গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের ঠিক পশ্চিমে অবস্থিত—যার রাজধানী কিনশাসা—এবং এই দুটি শহর একত্রে বিশ্বের সবচেয়ে কাছের দুটি শহর। (ওপনিবেশিক ইতিহাসের কারণে দুটি কঙ্গো রয়েছে, যখন বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তি এই সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং কঙ্গো নদীর নামে এদের নামকরণ করে।)

কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের আয়তন ১২৫,০৯৭ বর্গ মাইল (৩২২,০০০ বর্গ কিলোমিটার)।^{১)}, যার মোট জনসংখ্যা ৬,৪৮৪,৪৩৭ (২০২৫) জন। ১০১.৯ বর্গ মাইল (২৬৩.৯ বর্গ কিমি) এলাকা জুড়ে বিস্তৃত।^{২)} রাজধানী রাজাভিলের জনসংখ্যা প্রায় ২৮ লক্ষ, যাদের মধ্যে

প্রায় ৭৫% খ্রিস্টান: ৯০% ক্যাথলিক এবং ১০% ইভাঞ্জেলিক্যাল প্রোটেষ্ট্যান্ট—যাদের অধিকাংশই কিমবাগুইস্ট। বাকিরা আফ্রিকান মসিহবাদে প্রচলিত সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী অথবা নাস্তিক।

প্রচলিত ভাষাগুলো হলো: ফরাসি (সরকারি ভাষা), লিঙ্গালা এবং কিকঙ্গো।

এসডিএআরএম-এর বার্তাটি সর্বপ্রথম ২০১৩ সালে ব্রাজাভিলে প্রবেশ করে, যখন একজন একজন ধর্মপ্রচারক চার দিনের জন্য এসে দুটি তরুণ দম্পতির কাছে সংস্কারবাদের বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিন মাস পর তিনি ফিরে আসেন—এবং ২৭ দিন তাঁরা পাঁচজন মিলে ৪১ জন মানুষের কাছে পৌঁছান। পরের বছর, অতিরিক্ত অধ্যয়নের জন্য সেমিনার ঐ এলাকায় আনা হয় এবং বিশ্বাসীদের একটি বড় অংশ বর্তমান সত্যের পক্ষে অবস্থান নেয়। ২০২১ সাল থেকে, কঙ্গোর রামা মিশনারি স্কুলের একজন স্নাতক ব্রাজাভিল গির্জার জন্য বাইবেল কর্মী হিসেবে কাজ করছেন।

এখানকার একটি প্রতিবন্ধকতা হলো উপাসনার জন্য উপযুক্ত স্থানের অভাব। ভাইয়েরা মালিক কর্তৃক পরিত্যক্ত একটি পুরোনো ভবনে মিলিত হন এবং সেটিকে কয়েকটি লম্বা প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে ঢাকতে হয়। বর্ষাকালে এই অবস্থার কারণে নিয়মিত মিলিত হওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

তথাপি, ব্রাজাভিল মণ্ডলী বৃদ্ধি পাচ্ছে। গড়ে প্রতি বিশ্রামবারে ৩০ জন লোক এখানে প্রভুর উপাসনা করতে সমবেত হন। এই সময়ে, এই গোষ্ঠীর ভাই ও বোনেরা আপনাদের দিকে—সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা আমাদের ভাই-বোনেরা—তাঁদের আশা নিবদ্ধ করছেন, যেন আপনাদের পরোপকারী উদারতার দ্বারা আপনারা অবদান রাখতে পারেন। তাঁর সম্মান ও মহিমার জন্য আরও উপযুক্ত একটি মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমি অধিগ্রহণের জন্য আর্থিকভাবে।

ব্রাজাভিল থেকে তোমাদের ভাই ও বোনেরা

বিশ্রামবার, ৫ই ডিসেম্বর, ২০২৬

পাঠ ১০

খ্রিস্টকে দেখার প্রস্তুতি

মুখস্থ পদ: যেন তোমাদের প্রত্যেকে পবিত্রতা ও সম্মানের সাথে নিজের দেহকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানে (১ থেসালোনিকীয় ৪:৪)।

প্রস্তাবিত পাঠ্য: *Testimonies for the Church*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৮০–৪৮৯; *নির্বাচিত বার্তাগুলো*, বই ২, পৃষ্ঠা ২৫৭–২৭৪।

পবিত্রতা অর্জন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া; এটি এক ঘণ্টা বা একদিনে লাভ করা যায় না এবং আমাদের পক্ষ থেকে কোনো বিশেষ প্রচেষ্টা ছাড়াই তা বজায় রাখাও যায় না। *Testimonies for the Church*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৭২।

১. অসন্তোষজনক জাঁকজমক

রবিবার, ২৯ নভেম্বর

ক. শৈল্পিক সংস্কৃতির সর্বোচ্চ স্তরের মাঝেও, পৌল কীভাবে খ্রীষ্টবিহীন জীবনের শূন্যতা—এবং বিশ্বস্ত ভাইদের সঙ্গে সহভাগিতার জন্য তাঁর আকুলতা—প্রকাশ করেছিলেন? প্রেরিত ১৭:১৬, ১৭, ৩২, ৩৩; ১ থেসালোনিকীয় ৩:১-৪।

এথেন্স নগরী ছিল পৌত্তলিকতার কেন্দ্রভূমি। এখানে পৌল লিসট্রার মতো কোনো অজ্ঞ, সরল বিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎ পাননি, বরং এমন এক জনগোষ্ঠীর দেখা পেয়েছিলেন যারা তাদের বুদ্ধিমত্তা ও সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত ছিল। সর্বত্র তাদের দেবতাদের এবং ইতিহাস ও কবিতার দেবত্বপ্রাপ্ত বীরদের মূর্তি চোখে পড়ত। . . .

পৌল যখন তাঁর চারপাশের সৌন্দর্য ও জাঁকজমক দেখলেন এবং নগরটিকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিমাপূজায় নিমগ্ন দেখলেন, তখন ঈশ্বরের জন্য তাঁর অন্তরে ঈর্ষা জেগে উঠল, যাঁকে তিনি চতুর্দিকে অপমানিত হতে দেখছিলেন। এছাড়া এথেন্সের লোকদের জন্য তাঁর হৃদয়ে করুণা জাগল, যারা এত জ্ঞানচর্চার পরেও প্রকৃত ঈশ্বর সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। ...

এথেন্সের জাঁকজমক দেখে তিনি শিল্প ও বিজ্ঞানপ্রেমীদের উপর এর আকর্ষণকারী শক্তি উপলব্ধি করলেন এবং তাঁর সামনে থাকা শিল্পকর্মটির গুরুত্ব তাঁর মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলল।

এই মহানগরে, যেখানে ঈশ্বরের উপাসনা করা হতো না, পৌল একাকীত্বের অনুভূতিতে পীড়িত ছিলেন এবং তিনি তাঁর সহকর্মীদের সহানুভূতি ও সাহায্যের জন্য আকুল ছিলেন। মানবিক বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে, তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ একা অনুভব করতেন। থেসালোনিকীয়দের প্রতি লেখা তাঁর পত্রে তিনি এই কথাগুলোর মাধ্যমে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করেছেন, ‘এথেন্সে একা রয়ে গেলাম।’—*The Acts of the Apostles*, পৃষ্ঠা ২৩৩, ২৩৪।

২. জীবনযাপনের একটি উপায়

সোমবার, ৩০ নভেম্বর

ক. থেসালোনিকীয়দের কাছে লেখা তাঁর চিঠিতে, কোন বিষয়টি আবার বিশ্বাসীদের প্রতি পৌলের অসীম ভালোবাসা ও নিষ্ঠা প্রকাশ করে? ১ থেসালোনিকীয় ৩:৫-১০।

“[তীমথিয় ও শীল] থেসালোনিকীতে সুসমাচার দূতদের প্রথম সফরের সময় যারা সত্য গ্রহণ করেছিল, তাদের ‘বিশ্বাস ও প্রেম’-এর ‘সুসংবাদ’ [পৌলকে] এনেছিলেন। এই বিশ্বাসীদের প্রতি পৌলের হৃদয় কোমল সহানুভূতিতে ভরে গিয়েছিল, যারা পরীক্ষা ও প্রতিকূলতার মাঝেও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন।—*The Acts of the Apostles*, পৃ. ২৫৫।

খ. ঈশ্বরের মণ্ডলীর জন্য তাঁর মহিমাম্বিত উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন এবং তা আমাদের জীবনে কীভাবে কাজ করে, তা ব্যাখ্যা করুন। ১ থেসালোনিকীয় ৩:১২, ১৩; ৪:১-৩ (প্রথম অংশ)।

থেসালোনিকার বিশ্বাসীরা যেন ঈশ্বরভয়ে জীবনযাপন করেন, এই উদ্বেগের কারণে প্রেরিত তাদের দৈনন্দিন জীবনে বাস্তব ঈশ্বরভক্তি প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।—*Ibid*, পৃ. ২৬২।

ঈশ্বর চান যেন তাঁর সন্তানেরা উপলব্ধি করে যে, তাঁকে মহিমাম্বিত করার জন্য তাদের স্নেহ অবশ্যই তাদেরকেই দিতে হবে যাদের তা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। ... সমবিশ্বাসী ব্যক্তিদের সাথে আচরণ করার সময় দৃষ্টি, কথা বা কাজে কোনো স্বার্থপরতা প্রকাশ করা উচিত নয়, ... তারা উঁচু বা নিচু, ধনী বা দরিদ্র যাই হোক না কেন। যে ভালোবাসা কেবল অল্প কয়েকজনকে সদয় কথা বলে, আর অন্যদের সাথে শীতলতা ও উদাসীনতা দেখায়, তা ভালোবাসা নয়, বরং স্বার্থপরতা। এটি কোনোভাবেই আত্মার মঙ্গল বা ঈশ্বরের মহিমার জন্য কাজ করবে না। আমাদের ভালোবাসা ... অন্যদের অবহেলা করে বিশেষ কিছু মানুষের জন্য আবদ্ধ করে রাখার বিষয় নয়। বোতলটি ভাঙুন, আর তার সুগন্ধে ঘর ভরে যাবে। ...

খ্রিস্ট যেভাবে ভালোবাসতেন, সেভাবে ভালোবাসার অর্থ হলো সর্বদা ও সর্বস্থানে, সদয় বাক্য ও মনোরম দৃষ্টির মাধ্যমে নিঃস্বার্থপরতা প্রকাশ করা। যারা এগুলো প্রদান করেন, তাদের কোনো মূল্য দিতে হয় না, কিন্তু এগুলো এমন এক সুবাস রেখে যায় যা আত্মাকে ঘিরে রাখে। এর প্রভাব কখনো পরিমাপ করা যায় না। এগুলো কেবল গ্রহীতার জন্যই আশীর্বাদস্বরূপ নয়, বরং দাতার জন্যও; কারণ এগুলো তার উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। খাঁটি ভালোবাসা স্বর্গীয় উৎস থেকে প্রাপ্ত এক মূল্যবান গুণ, যা অন্যের প্রতি যত বেশি বিলিয়ে দেওয়া হয়, ততই এর সুবাস বৃদ্ধি পায়।—*Our High Calling*, পৃ. ২৩১।

পবিত্রতা হলো ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণতা। আত্মা ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হয়। ইচ্ছা, এমনকি চিন্তাভাবনাও খ্রীষ্টের ইচ্ছার অধীন হয়। যীশুর প্রেম আত্মাকে পূর্ণ করে এবং এক স্বচ্ছ, সতেজ ধারার মতো অবিরাম প্রবাহিত হয়ে অন্যদের হৃদয়কে আনন্দিত করে।—*The SDA Bible Commentary* [E. G. White Comments], খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১০৭৬।

৩. দুর্নীতিগ্রস্ত যুগে পবিত্র

মঙ্গলবার, ১ ডিসেম্বর

ক. এমন একটি নির্দিষ্ট পাপের নাম বলুন, যে বিষয়ে পৌল থেসালোনিকীয়দের সতর্ক করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন; এই পাপটি আজও উদ্বোধনকভাবে প্রচলিত। ১ থেসালোনিকীয় ৪:৩-৫।

যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করার দাবি করে, তাদের সকলেই পবিত্রতা ও সম্মানের সাথে নিজেদের দেহ ধারণ করে না। মরণশীলদের কাছে অর্পিত সর্বশ্রেষ্ঠ বার্তাটি এই জনগোষ্ঠীর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে, এবং যদি তারা এর দ্বারা পবিত্র হয়, তবে তারা এক শক্তিশালী প্রভাব ফেলতে পারে। তারা ঈশ্বরের সমস্ত আজ্ঞা পালন করে শাস্ত সত্যের উন্নত মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাকার দাবি করে; অতএব, যদি তারা পাপে লিপ্ত হয়, যদি তারা ব্যভিচার ও পরকীয়া করে, তবে তাদের অপরাধ আমার উল্লিখিত সেই শ্রেণীর চেয়ে দশগুণ বেশি গুরুতর, যারা ঈশ্বরের আইনকে নিজেদের উপর বাধ্যতামূলক বলে স্বীকার করে না। যারা ঈশ্বরের আইন পালন করার দাবি করে, তারা এর অনুশাসন লঙ্ঘন করে এক বিশেষ অর্থে তাঁকে অসম্মান করে এবং সত্যকে কলঙ্কিত করে।

প্রাচীন ইস্রায়েলের মধ্যে এই ব্যভিচার নামক পাপের ব্যাপক প্রচলনই তাদের উপর ঈশ্বরের অসন্তোষের সুস্পষ্ট প্রকাশ ডেকে এনেছিল। অতঃপর তাদের এই জঘন্য পাপের পরপরই তাঁর বিচার নেমে আসে; হাজার হাজার লোক পতিত হয় এবং তাদের কলুষিত দেহ প্রান্তরে পরিত্যক্ত হয়। . . .

বিশ্বের অন্য সকল মানুষের চেয়ে সেভেন্স-ডে অ্যাডভেন্টিস্টদেরই ধার্মিকতার আদর্শ হওয়া উচিত, হৃদয়ে ও কথাবার্তায় পবিত্র।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৫০, ৪৫১।

উচ্ছৃঙ্খলতা এই যুগের বিশেষ পাপ। পাপ কখনো এতটা ঔদ্ধত্যের সাথে তার বিকৃত মাথা তোলেনি। মানুষ যেন অসাড় হয়ে গেছে, এবং পুণ্য ও প্রকৃত সদগুণের প্রেমিকেরা এর ঔদ্ধত্য, শক্তি ও ব্যাপকতায় প্রায় হতোদ্যম হয়ে পড়েছে। যে পাপের প্রাচুর্য দেখা যায়, তা কেবল অবিশ্বাসী ও উপহাসকারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যদি তাই হতো, কিন্তু তা নয়। খ্রিস্টের ধর্মবিশ্বাসী বলে দাবি করা অনেক পুরুষ ও নারী দোষী। এমনকি যারা তাঁর আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় থাকার দাবি করে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেই ঘটনার জন্য স্বয়ং শয়তানের চেয়ে□□ বেশি প্রস্তুত নয়। তারা নিজেদেরকে সমস্ত কলুষতা থেকে শুদ্ধ করছে না। তারা এত দীর্ঘকাল ধরে তাদের কামনার সেবা করেছে যে তাদের চিন্তাভাবনা অশুদ্ধ এবং কল্পনা কলুষিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাদের মনকে পবিত্র ও নির্মল বিষয়ে নিবদ্ধ করা ততটাই অসম্ভব, যতটা অসম্ভব নায়াগ্রার গতিপথ পরিবর্তন করে তার জলকে জলপ্রপাতের দিকে প্রবাহিত করা।—*Ibid*, পৃ. ৩৪৬।

খ. পৌল মেষপালকে এরপর কী উপদেশ দেন? ১ থেসালোনিকীয় ৪:৬, ৭।

যখন প্রভু প্রতিশোধক রূপে আবির্ভূত হবেন, তখন তিনি তাদের সকলের রক্ষক রূপেও আসবেন, যারা বিশ্বাসকে তার বিশুদ্ধতায় রক্ষা করেছে এবং নিজেদেরকে জাগতিক কলুষতা থেকে মুক্ত রেখেছে।” —*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২১০।

৪. তখনকার এবং এখনকার শিক্ষা

বুধ, ২ ডিসেম্বর

ক. পৌল তাঁর মেষপালকে কী উৎসাহ দিয়েছিলেন? ১ থেসালোনিকীয় ৪:৮-১০।

প্রকৃত ধর্মগুরুদের অন্যতম শক্তিশালী প্রমাণ হলো ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা। যারা যীশুকে তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের মতো একই মূল্যবান বিশ্বাসের অন্যদের প্রতি গভীর ও আন্তরিক ভালোবাসা থাকে। থেসালোনিকার বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রেও এমনটাই ছিল।—*The Acts of the Apostles*

.,;./,পৃ. ২৬২।

খ. কোন জীবন শিক্ষাটি সকলের জন্য উপকারী? ১ থেসালোনিকীয় ৪:১১, ১২; হিতোপদেশ ১৩:৪।

হে যুবকগণ, প্রভুর আত্মা তোমাদের যে সকল স্থানে যেতে নির্দেশ দেন, তোমরা সেখানে যাও। নিজেদের হাতে কাজ করো, যেন তোমরা স্বাবলম্বী হতে পারো, এবং সুযোগ পেলে সতর্কবানী প্রচার করো।—*Medical Ministry*, পৃ. ৩২১।

গ. থেসালোনিকীতে গুরুত্বপূর্ণ বাইবেলের কোন শিক্ষা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলা অন্ধকার ও বিভ্রান্তির পর আবার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে? ১ থেসালোনিকীয় ৪:১৩-১৫; গীতসংহিতা ৬:৫; ১৩:৩।

থেসালোনিকীয়রা সাগ্রহে এই ধারণাটি গ্রহণ করেছিল যে, খ্রীষ্ট জীবিত বিশ্বস্তদের পরিবর্তন করতে এবং তাদের নিজের কাছে নিয়ে যেতে আসছেন। তারা তাদের বন্ধুদের জীবন সাবধানে রক্ষা করেছিল, পাছে তারা মারা যায় এবং তাদের প্রভুর আগমনে যে আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য তারা অপেক্ষা করছিল, তা থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু একের পর এক তাদের প্রিয়জনদের তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, এবং যন্ত্রণার সাথে থেসালোনিকীয়রা শেষবারের মতো তাদের মৃতদের মুখের দিকে তাকিয়েছিল, পরকালে তাদের সাথে দেখা হওয়ার আশা করতেও প্রায় সাহস পাচ্ছিল না।

যখন পৌলের পত্রটি খোলা ও পাঠ করা হচ্ছিল, তখন মৃতদের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশকারী বাক্যগুলোর দ্বারা মণ্ডলীর মধ্যে মহা আনন্দ ও সান্ত্বনা নেমে এসেছিল। পৌল দেখিয়েছিলেন যে, খ্রীষ্টের আগমনের সময় যারা জীবিত থাকবে, তারা যীশুতে নিদ্রিতদের আগে তাদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত হতে যাবে না।—*The Acts of the Apostles*, পৃ. ২৫৮।

খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে গুরুতর ভ্রান্তি প্রবেশ করানো হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল মানুষের স্বাভাবিক অমরত্ব এবং মৃত্যুর পরেও তার চেতনার উপর বিশ্বাস। এই মতবাদই সেই ভিত্তি স্থাপন করেছিল যার উপর রোম সাধুদের আরাধনা এবং কুমারী মেরির আরাধনা প্রতিষ্ঠা করেছিল। এখান থেকেই চূড়ান্তভাবে অনুতপ্ত না হওয়া ব্যক্তিদের জন্য অনন্ত যন্ত্রণার ধর্মদ্রোহিতারও উদ্ভব হয়েছিল, যা খুব শীঘ্রই পোপীয় বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।—*The Great Controversy*, পৃ. ৫৮।

৫. মৃতকে জাগানো

বৃহস্পতি, ৩ ডিসেম্বর

ক. খ্রীষ্ট যখন মহিমার মেঘে ফিরে আসবেন, তখন যে বিস্ময়কর দৃশ্য শীঘ্রই ঘটবে, তার বর্ণনা দিন। ১ থেসালোনিকীয় ৪:১৬-১৮; প্রকাশিত বাক্য ২০:৪-৬।

সমস্ত স্বর্গদূতশূন্য হয়ে যাবে, আর অপেক্ষারত সাধুগণ [যীশুর] জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে এবং স্বর্গের দিকে তাকিয়ে থাকবে, যেমন গালীলের লোকেরা তাকিয়েছিল যখন তিনি জৈতুন পর্বত থেকে আরোহণ করেছিলেন। তখন কেবল তারাই পবিত্র, যারা নম্র আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করেছে, তারা তাঁকে দেখে পরম আনন্দে চিৎকার করে বলবে, ‘দেখো, ইনিই আমাদের ঈশ্বর; আমরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করেছি, এবং তিনি আমাদের রক্ষা করবেন।’ এবং তারা ‘এক মুহূর্তে, চোখের পলকে, শেষ তুরীধ্বনিতে’ পরিবর্তিত হবে—সেই তুরী যা ঘুমন্ত সাধুগণকে জাগিয়ে তোলে, এবং মহিমাম্বিত অমরত্বে আবৃত করে তাদের ধূলিময় শয্যা থেকে ডেকে আনে।—*Early Writings* পৃ. ১১০।

মরণশীল দেহে বাসকারী খ্রীষ্টের আত্মার প্রাণবন্ত শক্তি প্রত্যেক বিশ্বাসী আত্মাকে যীশু খ্রীষ্টের সাথে আবদ্ধ করে। যারা যীশুতে বিশ্বাস করে, তারা তাঁর হৃদয়ের কাছে পবিত্র; কারণ তাদের জীবন খ্রীষ্টের সাথে ঈশ্বরের মধ্যে গুপ্ত থাকে। জীবনদাতার কাছ থেকে এই আদেশ আসবে, ‘হে ধূলিনিবাসীগণ, জাগো ও গান কর; কারণ তোমার শিশির শাকসবজির শিশিরের ন্যায়, এবং পৃথিবী মৃতদেরকে বের করে দেবে’ (যিশাইয় ২৬:১৯)।

জীবনদাতা তাঁর ক্রয়কৃত সম্পদকে প্রথম পুনরুত্থানে ডেকে নেবেন, এবং সেই বিজয় মুহূর্ত পর্যন্ত, যখন শেষ তুরীধ্বনি বেজে উঠবে এবং বিশাল সৈন্যবাহিনী অনন্ত বিজয়ের জন্য এগিয়ে আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক নিদ্রিত সাধু নিরাপদে থাকবেন এবং এক মূল্যবান রত্নের মতো সুরক্ষিত থাকবেন, যাঁকে ঈশ্বর নামেই জানেন। জীবিত থাকাকালীন তাঁদের মধ্যে বাসকারী ত্রাণকর্তার শক্তিতে এবং ঐশ্বরিক স্বভাবের অংশীদার হওয়ার কারণে, তাঁদেরকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করা হয়। . . .

পুনরুত্থানের প্রভাত কী এক মহিমাম্বিত হবে! কী এক চমৎকার দৃশ্য উন্মোচিত হবে যখন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের দ্বারা প্রশংসিত হতে আসবেন! যারা খ্রীষ্টের অপমান ও দুঃখভোগে তাঁর অংশীদার ছিলেন, তারা তাঁর মহিমাতেও তাঁর অংশীদার হবেন। মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের দ্বারা, যীশুতে নিদ্রিত প্রত্যেক বিশ্বাসী সাধু তার কারাগার থেকে বিজয়ীর বেশে বেরিয়ে

আসবে। পুনরুত্থিত সাধু ঘোষণা করবে, ‘হে মৃত্যু, তোমার দংশন কোথায়? হে কবর, তোমার জয় কোথায়?’ (১ করিন্থীয় ১৫:৫৫)।—*Selected Messages*, বই ২, পৃষ্ঠা ২৭১, ২৭২।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা প্রশ্নাবলী

শুক্রবার, ৪ ডিসেম্বর

১. এথেন্সের মতো, আজকের কোন স্থানগুলো পার্থিব জাঁকজমকের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করে?
২. দৈনন্দিন জীবনে দানশীল ভালোবাসা এত অপরিহার্য কেন?
৩. আজকের এই উচ্ছৃঙ্খল যুগে কোন বাস্তবতা শেখানো প্রয়োজন?
৪. মৃতদের প্রকৃত অবস্থা বোঝা কেন গুরুত্বপূর্ণ?
৫. খ্রিস্টের প্রত্যাবর্তনের সময় যে ধাপগুলো ঘটবে, সেগুলো তালিকাভুক্ত করুন।

বিশ্রামবার, ১২ই ডিসেম্বর, ২০২৬

পার্শ্ব ১১

আলোতে বসবাস

মুখস্থ পদ: হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা অন্ধকারে নও, যেন সেই দিন চোরের মতো তোমাদের উপর এসে পড়ে” (১ থেসালোনিকীয় ৫:৪)।

প্রস্তাবিত পাঠ্য:

Testimonies for the Church, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩০৯–৩১৩;

ঐ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৭১১–

৭১৮।

ধার্মিকতার সূর্য মণ্ডলীর উপর কিরণ দিয়ে চলেছে, যেন অন্ধকার দূর করা যায় এবং ঈশ্বরের লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় সেই প্রস্তুতির প্রতি, যা জগতে আলোরূপে উদ্ভাসিত হওয়ার জন্য অপরিহার্য। *Testimonies for the Church* খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৬৬।

১. প্রার্থনায় সতর্কতা

রবিবার, ৬ ডিসেম্বর

ক. আমাদের চোখের সামনেই ভাববাণী বাস্তবায়িত হতে দেখে, আমাদের কী মনে রাখা উচিত? ১ থেসালোনিকীয় ৫:১, ২; উপদেশক ৮:৫।

ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের আরও ঘনিষ্ঠতা থাকা আবশ্যিক। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আত্মকেন্দ্রিকতা অনেক কমিয়ে যিশু খ্রিষ্ট ও তাঁর অনুগ্রহকে অনেক বেশি করে আনতে হবে। আমরা এই পৃথিবীর ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বাস করছি। সবকিছুর শেষ আসন্ন; সময়ের বালুকণা দ্রুত ফুরিয়ে আসছে; শীঘ্রই স্বর্গে বলা হবে: ‘সব সম্পন্ন হয়েছে’ (প্রকাশিত বাক্য ২১:৬)। ‘যে পবিত্র, সে পবিত্রই থাকুক,’ ‘যে অশুচি, সে অশুচিই থাকুক’ (প্রকাশিত বাক্য ২২:১১)।

আমাদের সাক্ষ্য আরও শাণিত হোক; ঈশ্বরকে আমরা আরও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরি। আমি ভোর একটা, দুটো ও তিনটের সময় প্রার্থনা না করে থাকতে পারি না, যেন প্রভু মানুষের হৃদয়ে কাজ করেন। আমি ভাবি, পৃথিবীতে যে কাজ চলছে, তাতে সমগ্র স্বর্গ আগ্রহী। সেবাকারী স্বর্গদূতেরা সিংহাসনের চারপাশে অপেক্ষা করছেন, যেন তাঁরা যিশু খ্রিস্টের আদেশ তৎক্ষণাৎ পালন করে আন্তরিক ও জীবন্ত বিশ্বাসে নিবেদিত প্রতিটি প্রার্থনার উত্তর দেন।—*Selected Messages*, বই ২, পৃষ্ঠা ৩৭৬, ৩৭৭।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সবাই জাগতিক নিরাপত্তার দোলনায় ঘুমিয়ে পড়বে না। এমন বিশ্বস্ত ব্যক্তির থাকবেন যারা সময়ের লক্ষণগুলো উপলব্ধি করতে পারবেন। যদিও বর্তমান সত্যের অনুসারী বহু লোক তাদের কাজের দ্বারা নিজেদের বিশ্বাসকে

অস্বীকার করবে, তবুও এমন কিছু লোক থাকবেন যারা শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবেন।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১০।

২. সতর্কতা প্রয়োজন

সোমবার, ৭ ডিসেম্বর

ক. শেষকালে বাস করতে গিয়ে কোন বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হয়? যিশাইয় ১৩:৯; লুক ১৭:২৮-৩০।

শেষকালে ধর্মীয় জগতে যে দুর্নীতি ও ধর্মত্যাগের অবস্থা বিরাজ করবে, তা ভাববাদী যোহনের কাছে বাবিলের দর্শনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছিল, ‘সেই মহানগর, যা পৃথিবীর রাজাদের উপর রাজত্ব করে।’ প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৮। এর ধ্বংসের পূর্বে স্বর্গ থেকে এই আহ্বান জানানো হবে, ‘হে আমার প্রজাগণ, তোমরা তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসো, যেন তোমরা তার পাপের অংশীদার না হও এবং তার শাস্তি ভোগ না করো।’ প্রকাশিত বাক্য ১৮:৪। নোহ ও লোটে’র দিনের মতো, পাপ ও পাপীদের থেকে একটি সুস্পষ্ট পৃথকীকরণ অবশ্যই থাকতে হবে। ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে কোনো আপোস থাকতে পারে না, পার্থিব ধনসম্পদ লাভের জন্য ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ‘তোমরা ঈশ্বর ও ধনসম্পদ উভয়ের সেবা করতে পারো না।’ মথি ৬:২৪।

সিদ্দিম উপত্যকার অধিবাসীদের মতো, লোকেরাও সমৃদ্ধি ও শান্তির স্বপ্ন দেখছে। ঈশ্বরের দূতদের পক্ষ থেকে সতর্কবাণী আসছে, ‘প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যাও’; কিন্তু অন্য কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, ‘উত্তেজিত হয়ো না; ভয়ের কোনো কারণ নেই।’ জনতা ‘শান্তি ও নিরাপত্তা’ বলে চিৎকার করছে, অথচ স্বর্গ ঘোষণা করছে যে, লঙ্ঘনকারীর উপর দ্রুত ধ্বংস নেমে আসতে চলেছে।—*Patriarchs and Prophets*, পৃ. ১৬৭।

খ. প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে পার্থিব গৌরবের চটকদার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, আমাদের সকলকে কোন বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে? ১ থেসালোনিকীয় ৫:৩।

আইনজীবী, কারিগর, কৃষক, ব্যবসায়ী, এমনকি ধর্মযাজকরাও মিশ্বর থেকে ‘শান্তি ও নিরাপত্তা’ বলে চিৎকার করছেন, যখন তাদের ওপর ধ্বংস দ্রুত এগিয়ে আসছে।

স্বর্গীয় মেঘে মনুষ্যপুত্রের আসন্ন আগমনের উপর বিশ্বাস কোনো প্রকৃত খ্রীষ্টানকে জীবনের সাধারণ কাজকর্মের প্রতি উদাসীন ও অসতর্ক করে তুলবে না। যারা খ্রীষ্টের শীঘ্র আগমনের প্রতীক্ষায় থাকে, তারা অলস হবে না, বরং কাজে পরিশ্রমী হবে। তাদের কাজ অসতর্কভাবে ও অসততার সাথে করা হবে না, বরং বিশ্বস্ততা, তৎপরতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খতার সাথে করা হবে। যারা নিজেদের এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে, পার্থিব বিষয়গুলির প্রতি অসতর্ক অমনোযোগ তাদের আধ্যাত্মিকতা এবং জগৎ থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতার প্রমাণ, তারা এক বিরাট ভ্রান্তির মধ্যে থাকে। তাদের সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা এবং সততা জাগতিক বিষয়গুলিতেই পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হয়। যদি তারা সামান্য বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়, তবে তারা অনেক বিষয়েই বিশ্বস্ত হবে। . . .

এখানেই অনেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়। পার্থিব বিষয়াদির ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই তাদের প্রকৃত চরিত্র গড়ে ওঠে। সহমানুষের সাথে আচরণে তারা অবিশ্বস্ততা, চক্রান্ত ও অসততা প্রকাশ করে। তারা বিবেচনা করে না যে, পরকালের অমর জীবনে তাদের অধিকার নির্ভর করে এই জীবনের বিষয়গুলিতে তারা কেমন আচরণ করে তার উপর, এবং একটি ধার্মিক চরিত্র গঠনের জন্য কঠোরতম সততা অপরিহার্য।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩০৯, ৩১০।

৩. দিনের আলোর মতো স্পষ্ট

মঙ্গলবার, ৮ ডিসেম্বর

ক. এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের লোকেরা কীভাবে স্বতন্ত্র হবে? ১ থেসালোনিকীয় ৫:৪-৬।

ঈশ্বর চান যেন তাঁর লোকেরা কথায় ও আচরণে জগতের কাছে ঘোষণা করে যে, স্বর্গীয় উত্তরাধিকার হারানোর ক্ষতিপূরণের জন্য কোনো পার্থিব আকর্ষণ বা জাগতিক সম্পদই যথেষ্ট মূল্যবান নয়। যারা প্রকৃতই আলো ও দিব্যদিনের সন্তান, তারা কথাবর্তায়, পোশাকে বা আচরণে অহংকারী বা চঞ্চল হবে না, বরং সংযত, চিন্তাশীল হবে এবং আল্লাদেরকে মুক্তিদাতার দিকে

আকর্ষণ করার জন্য ক্রমাগত প্রভাব বিস্তার করবে। ক্রুশ থেকে প্রতিফলিত খ্রীষ্টের প্রেম পাপীর পক্ষে মিনতি করে, তাকে অসীম প্রেমের রজু দিয়ে আমাদের গ্রাণকর্তার মধ্যে প্রাপ্ত শান্তি ও সুখের দিকে আকর্ষণ করে। ঈশ্বর তাঁর সকল অনুগামীকে আদেশ করেন যেন তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের আচরণ, পোশাক এবং কথাবার্তার দ্বারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এক জীবন্ত সাক্ষ্য বহন করে যে, প্রকৃত ঈশ্বরভক্তির শক্তি এই জীবনে ও পরকালে সকলের জন্য লাভজনক; এবং কেবল এটিই গ্রহণকারীর আত্মাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৮০, ৫৮১।

‘সতর্ক থাকো ও প্রার্থনা করো’—এই সতর্কবাণীর মাধ্যমে যিশু একমাত্র নিরাপদ পথটিই নির্দেশ করেছেন। সতর্ক থাকার প্রয়োজন আছে। আমাদের নিজেদের হৃদয়ই ছলনাময়; আমরা মানবীয় দুর্বলতা ও ভঙ্গুরতায় পরিবেষ্টিত, এবং শয়তান আমাদের ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। আমরা হয়তো অসতর্ক থাকতে পারি, কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ কখনো নিষ্ক্রিয় থাকে না। তার অক্লান্ত সতর্কতার কথা জেনে, আসুন আমরা অন্যদের মতো ঘুমিয়ে না থাকি, বরং ‘সতর্ক ও সংযত থাকি।’ জগতের আত্মা ও প্রভাবের মোকাবিলা করতেই হবে, কিন্তু সেগুলোকে মন ও হৃদয়ের দখল নিতে দেওয়া যাবে না।

কর্মঠ ব্যবসায়ী যখন জাগতিক জগতের সংস্পর্শে আসেন, তখন তিনি পরীক্ষা, দ্বিধা এবং উদ্বেগজনক দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হন। তিনি দেখবেন যে, জাগতিক চিন্তা ও পরিকল্পনাকে প্রাধান্য দেওয়ার একটি প্রবণতা রয়েছে এবং একনিষ্ঠ মনোভাব বজায় রাখার জন্য প্রচেষ্টা এবং মন ও আত্মার শৃঙ্খলার প্রয়োজন হবে। কিন্তু ঐশ্বরিক কৃপা তাঁর দাবির অপেক্ষায় থাকে এবং তাঁর সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো সেই শক্তিশালী যুক্তি যা ঈশ্বরের কাছে জয়ী হবে।—*Ibid*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪০৯, ৪১০।

খ. কেন আমরা আশা রাখতে পারি—এবং তদনুসারে কাজ করতে পারি? ১ থেসালোনিকীয় ৫:৭-১১।

পৌল শিক্ষা দেন যে, খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে যে সকল চিহ্ন ঘটবে, সেগুলোর প্রতি উদাসীন থাকা পাপ। যারা এই অবহেলার জন্য দায়ী, তিনি তাদের রাত্রি ও অন্ধকারের সন্তান বলে অভিহিত করেন। . . .

সতর্ক খ্রীষ্টান হলেন একজন কর্মঠ খ্রীষ্টান, যিনি সুসমাচারের প্রসারের জন্য নিজের সাধ্যমত সবকিছু করতে উদ্যোগী হন।—*The Acts of the Apostles*, পৃষ্ঠা ২৬০, ২৬১।

৪. রোগীর প্রশংসা

বুধবার, ৯ ডিসেম্বর

ক. থেসালোনিকীতে প্রয়োজনীয় একটি অনুস্মারকের নাম বলুন। ১ থেসালোনিকীয় ৫:১২, ১৩।

থেসালোনিকীয় বিশ্বাসীরা তাদের মধ্যে ধর্মাত্ম ধারণা ও মতবাদ নিয়ে আসা লোকদের দ্বারা অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল ‘অশৃঙ্খল, একেবারেই কাজ করত না, কিন্তু... পরচর্চাকারী।’ মণ্ডলী যথাযথভাবে সংগঠিত হয়েছিল এবং পরিচারক ও ডিকন হিসেবে কাজ করার জন্য কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু স্বৈচ্ছাচারী ও উদ্ধত লোক ছিল, যারা মণ্ডলীর কর্তৃত্বের পদে থাকা ব্যক্তিদের অধীন হতে অস্বীকার করেছিল। তারা কেবল ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার অধিকারই দাবি করেনি, বরং মণ্ডলীর উপর প্রকাশ্যে তাদের মতামত চাপিয়ে দেওয়ার অধিকারও দাবি করেছিল। এই বিষয়টি বিবেচনা করে, পৌল থেসালোনিকীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এই বিষয়ে যে, মণ্ডলীর কর্তৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করা উচিত।—*The Acts of the Apostles*, পৃ. ২৬১।

খ. সকলের জন্য কোন সাধারণ উপদেশের প্রয়োজন? ১ থেসালোনিকীয় ৫:১৪, ১৫।

যখন মৃত্যু আমাদের কাউকে কেড়ে নেয়, তখন তার প্রতি করা আচরণের স্মৃতিগুলো আমাদের মনে কী থাকে? স্মৃতির দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলো কি সুখকর? সেগুলো কি বলা সদয় কথার, সঠিক সময়ে দেখানো সহানুভূতির স্মৃতি? তার সহযোদ্ধারা কি অবিবেচক হস্তক্ষেপকারীদের মন্দ অনুমানকে প্রতিহত করেছে? তারা কি তার পক্ষ সমর্থন করেছে? তারা কি ঐশ্বরিক আদেশের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছে: ‘দুর্বলমনাদের সাহায্য দাও, অসহায়দের সমর্থন করো’? . . .

মণ্ডলীর যে ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের মেলামেশা ছিল, তিনি যখন মৃত, যখন আমরা জানি যে স্বর্গের পুস্তকে তাঁর হিসাব স্থির হয়ে গেছে, এবং বিচারের দিনে তাঁকে সেই হিসাবের সম্মুখীন হতেই হবে, তখন তাঁর প্রতি তাঁর ভাইয়েরা যে আচরণ করেছে, সে বিষয়ে তাদের ভাবনা কী? তাঁর উপর তাদের প্রভাবই বা কী ছিল? এখন কত স্পষ্টভাবেই না প্রতিটি কঠোর কথা, প্রতিটি অবিবেচনাপ্রসূত কাজ মনে পড়ে যায়! যদি তাদের আরেকটি পরীক্ষার সুযোগ আসত, তবে তারা কত ভিন্নভাবে আচরণ করত! —*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৮৯।

আপনাকে যত বেশি ধাক্কা দেওয়া হবে, ভুল বোঝা হবে, ভুলভাবে বলা হবে, বা ভুলভাবে উপস্থাপন করা হবে, ততই আপনি এই প্রমাণ পাবেন যে আপনি প্রভুর কাজ করছেন, এবং ততই আপনাকে আপনার গ্রাণকর্তাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। আপনার সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে শান্ত ও অবিচলিত থাকুন, ধৈর্যশীল ও সহনশীল হোন, মন্দের বদলে মন্দ নয়, বরং ভালোর বদলে মন্দ করুন। মইয়ের চূড়ার দিকে তাকান। ঈশ্বর তার উপরে আছেন। স্বর্গের দিকে আরোহণকারী প্রতিটি আত্মার উপর তাঁর মহিমা উদ্ভাসিত হয়। যিশুই এই মই। তাঁর সাহায্যে উপরে উঠুন, তাঁকে আঁকড়ে ধরুন, এবং শীঘ্রই আপনি মই থেকে নেমে তাঁর অনন্ত রাজ্যে প্রবেশ করবেন। —*Ibid*, খণ্ড ৮, পৃ. ১৩০।

৫. সাক্ষ্যের চাবিকাঠি

বৃহস্পতি, ১০ ডিসেম্বর

ক. পরীক্ষার সময়ে আমাদের কী মনে রাখা উচিত? ১ থেসালোনিকীয় ৫:১৬-১৮।

আপনি পরীক্ষার সম্মুখীন হবেন, কিন্তু আপনার সততা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখুন। মহৎ আত্মা ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ করবেন না। স্বর্গীয় জগৎ এই সংগ্রাম দেখছে। শয়তানও দেখছে, আপনাকে অসতর্ক অবস্থায় ধরার জন্য সে উদগ্রীব, আপনাকে হঠকারী কাজ করতে দেখার জন্য সে উদগ্রীব, যাতে সে আপনার উপর সুবিধা লাভ করতে পারে। সাহসের সাথে প্রভুর যুদ্ধ করুন। খ্রীষ্ট আপনার জায়গায় থাকলে ঠিক তাই করতেন। আপনার বিশ্বাস বা অভ্যাসে যেন কোনো অসংগতি না থাকে। ক্রমাগত উদ্ভূত বিরক্তিকর সমস্যাগুলির জন্য নিজেকে উত্তেজিত হতে দেবেন না। শান্ত থাকুন, যীশুর কথা ভাবুন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য যা করতে পারেন তাই করুন। খ্রীষ্টের অনুগ্রহ এবং পবিত্র আত্মা আপনার জন্য ঈশ্বরের দান, যেন আপনি আপনার অন্তরে সর্বশক্তি দিয়ে বলবান হতে পারেন। —*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৩২।

যদি ঈশ্বরের করুণা আরও বেশি ধন্যবাদ ও প্রশংসার জন্ম দিত, তবে প্রার্থনায় আমাদের আরও অনেক বেশি শক্তি থাকত। আমরা ঈশ্বরের প্রেমে আরও বেশি করে পরিপূর্ণ হতাম এবং তাঁর প্রশংসা করার জন্য আরও বেশি কিছু পেতাম। তোমরা যারা অভিযোগ করে যে ঈশ্বর তোমাদের প্রার্থনা শোনে না, তোমরা তোমাদের বর্তমান রীতি পরিবর্তন করে এবং তোমাদের নিবেদনের সাথে প্রশংসাও যুক্ত করো। যখন তোমরা তাঁর মঙ্গলভাব ও করুণার কথা বিবেচনা করবে, তখন দেখবে যে তিনি তোমাদের অভাবের কথাও বিবেচনা করবেন। —*Ibid*, খণ্ড ৫, পৃ. ৩১৭।

খ. বিজয়ী চিন্তার কয়েকটি অভ্যাসের নাম বলুন। ১ থেসালোনিকীয় ৫:১৯-২১।

মানুষের হাতে ঈশ্বরের আত্মাকে নিভিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আছে; বেছে নেওয়ার ক্ষমতা তাদেরই দেওয়া হয়েছে। তাদের কর্মের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তারা আমাদের মুক্তিদাতার নাম ও অনুগ্রহে আশ্রয় হতে পারে, অথবা অবাধ্য হয়ে তার পরিণতি উপলব্ধি করতে পারে। . . .

ঈশ্বরের আত্মা ক্রমাগত দোষী সাব্যস্ত করছেন, এবং আত্মারা সত্যের পক্ষে বা বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। —*Gospel Workers*, পৃষ্ঠা ১৭৪।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা প্রশ্নাবলী

শুক্রবার, ১১ ডিসেম্বর

১. আমি কীভাবে আরও সতর্ক প্রার্থনার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি—এবং এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?
২. যখন আমরা “শান্তি ও নিরাপত্তা”-র দাবি শুনি, তখন আমাদের কী মনে রাখা উচিত?

৩. আলো/দিনের সন্তানদেরকে অন্ধকার/রাতের সন্তানদের থেকে কী আলাদা করে?
৪. আমার পরিচিত এমন কে আছেন যিনি বিরক্তিকর হতে পারেন কিন্তু যার কদর করা উচিত?
৫. ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনার সাথে আর কী থাকা উচিত?
বিশ্রামবার, ১৯শে ডিসেম্বর, ২০২৬

পাঠ ১২

এক সত্যিকারের স্বতন্ত্র জাতি

মুখস্থ পদ: এইজন্য আমরা তোমাদের জন্য সর্বদা প্রার্থনা করি, যেন আমাদের ঈশ্বর তোমাদের এই আহ্বানের যোগ্য বলে গণ্য করেন, তাঁর মঙ্গলভাবের সমস্ত সদিচ্ছা পূর্ণ করেন এবং বিশ্বাসের কার্য পরাক্রমের সঙ্গে সম্পন্ন করেন (২ থেসালোনিকীয় ১:১১)।

প্রস্তাবিত পাঠ্য: *Testimonies for the Church*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯৬-৩০৭; ঐ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৫৯১-৬০৩।

প্রভু চান যেন তাঁর অনুগামীরা পরস্পরের সঙ্গে আচরণে অত্যন্ত যত্নশীল হন। তাদের কাজ হলো অন্যদের উৎসাহিত করা, পুনরুদ্ধার করা এবং আরোগ্য দান করা। কিন্তু মণ্ডলীর মধ্যে যথাযথ শৃঙ্খলার প্রতি কোনো অবহেলা করা চলবে না। সদস্যদের নিজেদেরকে একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রের মতো মনে করতে হবে, যেখানে তারা তাদের মহৎ আহ্বানের যোগ্য চরিত্র গঠন করতে শিখছে। *Testimonies for the Church*, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৬৪।

১. ভেতর ও বাইরে বিশুদ্ধ

রবিবার, ১৩ ডিসেম্বর

ক. পবিত্রতার জন্য ঈশ্বরের আহ্বানের গভীরতা কী প্রকাশ করে? ১ থেসালোনিকীয় ৫:২২।

রাস্তায়, গাড়িতে বা বাড়িতে অপরিচিতদের মধ্যে এমন কোনো কাজ করো না, যার সামান্যতম আভাসও মন্দ বলে মনে হতে পারে।—*The Ministry of Healing*, পৃষ্ঠা ৪৯১।

তোমার আচরণ এমন হোক, যাতে তোমার সংস্পর্শে থাকা প্রতিটি মানুষের মনে এই ধারণা জন্মায় যে, তোমাকে ঘিরে একটি নির্মল ও পবিত্র পরিবেশ বিরাজ করছে। একটি অসার কথা, একটি তুচ্ছ হাসিও একটি আত্মাকে ভুল পথে চালিত করতে পারে। ঈশ্বরের সাথে অবিশ্লিষ্ট সংযোগ না থাকার পরিণতি ভয়াবহ।

সকল মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকো। সাধারণ পাপ, সেগুলোকে যতই তুচ্ছ বলে মনে করা হোক না কেন, তা তোমার নৈতিক বোধকে নষ্ট করে দেবে এবং ঈশ্বরের আত্মার অন্তরের ছাপকে বিলুপ্ত করে দেবে। চিন্তার ধারণা আত্মার উপর তার ছাপ ফেলে যায় এবং সকল নীচ কথাবার্তা মনকে কলুষিত করে। সকল মন্দ কাজ যারা করে তাদের সর্বনাশ ডেকে আনে। ঈশ্বর অনুতপ্ত পাপীকে ক্ষমা করতে পারেন এবং করবেনও, কিন্তু ক্ষমা পেলেও আত্মা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়; অক্ষত মনের পক্ষে যে উন্নত চিন্তা করা সম্ভব, সেই ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়। চিরকাল আত্মা এই ক্ষতচিহ্ন বহন করে চলে। অতএব, এসো আমরা সেই বিশ্বাসের অন্বেষণ করি যা ভালোবাসার দ্বারা কাজ করে এবং হৃদয়কে পবিত্র করে, যেন আমরা জগতের কাছে খ্রীষ্টের চরিত্রকে তুলে ধরতে পারি।—*Fundamentals of Christian Education*, পৃষ্ঠা ১৯৫।

২. খ্রীষ্টের মাধ্যমে পবিত্রকরণ

সোমবার, ১৪ ডিসেম্বর

ক. আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং তা কীভাবে সম্ভব হয়, তা বর্ণনা করুন। ১ থেসালোনিকীয় ৫:২৩, ২৪।

খ্রীষ্টানদেরকে তাদের দেহকে ‘ঈশ্বরের কাছে পবিত্র ও গ্রহণযোগ্য এক জীবন্ত বলিদান’ হিসেবে উৎসর্গ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এটি করার জন্য, তাদের সমস্ত শক্তিকে সর্বোত্তম অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে। যে কোনো অভ্যাস যা শারীরিক বা মানসিক শক্তিকে দুর্বল করে, তা মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তার সেবার জন্য অযোগ্য করে তোলে। আর আমরা যা সর্বোত্তম নিবেদন করতে পারি, তার চেয়ে কম কিছুতে কি ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবেন? খ্রীষ্ট বলেছেন: ‘তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসবে।’ যারা ঈশ্বরকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে, তারা তাঁকে তাদের জীবনের সর্বোত্তম সেবা দিতে চাইবে এবং তারা ক্রমাগত তাদের সত্য প্রতিটি শক্তিকে সেইসব নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করবে যা তাঁর ইচ্ছা পালনের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করবে। তারা ক্ষুধা বা আবেগের বশবর্তী হয়ে তাদের স্বর্গীয় পিতার কাছে নিবেদিত নৈবেদ্যকে দুর্বল বা কলুষিত করবে না।—*The Great Controversy*, পৃষ্ঠা ৪৭৩।

পবিত্র শাস্ত্র আমাদের দেহ, আত্মা ও মনকে ঈশ্বরের জন্য পবিত্র করার চেষ্টা করতে শিক্ষা দেয়। এই কাজে আমাদের ঈশ্বরের সহকর্মী হতে হবে। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের নৈতিক প্রতিচ্ছবি পুনরুদ্ধার করতে এবং শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক সক্ষমতা উন্নত করতে অনেক কিছু করা যেতে পারে। ঈশ্বরের আইন মেনে চলার মাধ্যমে এবং দেহে কোনো কলুষিত বস্তু প্রবেশ না করানোর মাধ্যমে শারীরিক ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আনা যেতে পারে। আর যদিও আমরা দৈহিক পূর্ণতার দাবি করতে পারি না, আমরা আত্মার খ্রীষ্টীয় পূর্ণতা লাভ করতে পারি। আমাদের পক্ষে করা বলিদানের মাধ্যমে পাপ সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করা যেতে পারে। আমাদের নির্ভরতা মানুষ যা করতে পারে তার উপর নয়; বরং খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষের জন্য যা করতে পারেন তার উপর। যখন আমরা নিজেদের সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করি এবং পুরোপুরি বিশ্বাস করি, তখন খ্রীষ্টের রক্ত সমস্ত পাপ থেকে শুচি করে। বিবেক দণ্ড থেকে মুক্ত হতে পারে। তাঁর রক্তের উপর বিশ্বাসের মাধ্যমে, সকলেই খ্রীষ্ট যীশুতে সিদ্ধ হতে পারে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমরা কোনো অসম্ভব বিষয় নিয়ে কাজ করছি না।—*Selected Messages*, ২, পৃ. ৩২ দেখুন।

খ. বিশ্বাসীদের মধ্যে সহভাগিতার প্রকৃত গভীরতা কোন গুণাবলীর মাধ্যমে প্রকাশ পায়? ১ থেসালোনিকীয় ৫:২৬-২৮; ১ যোহন ১:৭।

প্রেরিত পৌল কর্তৃক যিশু খ্রিস্টের সুসমাচারে উল্লিখিত পবিত্র অভিবাদনকে সর্বদা তার প্রকৃত স্বরূপে বিবেচনা করা উচিত। *এটি একটি পবিত্র চূষ্মন/বিদায়কালে এবং সপ্তাহ বা মাসব্যাপী বিচ্ছেদের পর পুনরায় সাক্ষাতের সময় এটিকে খ্রীষ্টীয় বন্ধুদের প্রতি ভ্রাতৃত্বের চিহ্ন হিসেবে গণ্য করা উচিত।* ১ থেসালোনিকীয় ৫:২৬ পদে পৌল বলেন: ‘পবিত্র চূষ্মন দ্বারা সকল ভ্রাতাকে অভিবাদন করা।’ একই অধ্যায়ে তিনি বলেন: ‘সকল প্রকার মন্দ কাজ থেকে বিরত থাক।’ যখন পবিত্র চূষ্মন সঠিক সময়ে ও স্থানে প্রদান করা হয়, তখন সেখানে কোনো মন্দ কাজের আভাস থাকতে পারে না।”

৩. খ্রীষ্ট প্রকাশিত হবেন

মঙ্গলবার, ১৫ ডিসেম্বর

ক. থেসালোনিকার বিশ্বাসীদের কাছে লেখা তাঁর দ্বিতীয় পত্রের শুরুতে পৌল কোন উৎসাহব্যঞ্জক কথা ব্যবহার করেছেন? ২ থেসালোনিকীয় ১:১-৫।

“[পৌল] খ্রিশালনীয়দের সত্যতার প্রতি তাঁর আস্থা প্রকাশ করেছিলেন এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন যে, তাদের বিশ্বাস ছিল দৃঢ় এবং পরস্পরের প্রতি ও তাদের প্রভুর উদ্দেশ্যের প্রতি তাদের ভালোবাসা ছিল অফুরন্ত। তিনি তাদের বলেছিলেন যে, তিনি তাদেরকে অন্যান্য মণ্ডলীর কাছে এমন এক ধৈর্যশীল ও অবিচল বিশ্বাসের উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করছেন, যা সাহসের সাথে তাড়না ও ক্লেশ সহ্য করে।”—*The Acts of the Apostles* ২৬৪।

খ. থেসালোনিকীয়দের মতো যদি আমরাও নির্যাতিত হয়ে থাকি, তবে তাদের কাছে উপস্থাপিত আশার দ্বারা আমরা সকলে কেন উৎসাহিত হতে পারি? ২ থেসালোনিকীয় ১:৬, ৭।

[২ থেসালোনিকীয় ১:১-৬ থেকে উদ্ধৃত।] এখানে আমরা এই মণ্ডলীগুলোর একে অপরের প্রতি আগ্রহ দেখতে পাই। তারা যে তাড়না সহ্য করেছিল, তা সমস্ত হৃদয়কে একত্রিত করেছিল এবং তাদের একসূত্রে বেঁধেছিল। তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। যিহূদী জাতির ভ্রান্তি, কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস এবং শিক্ষা, যা খ্রীষ্টের ঘোর বিরোধী ছিল, তা এই ক্ষুদ্র পালটিকে পালকবিহীন মেসের মতো করে রেখেছিল। কিন্তু বীজ বপন করা হচ্ছিল। খ্রীষ্ট তাদের মধ্যে ফুসুবিদ্ধ ব্যক্তিরূপে মহিমাম্বিত হয়েছিলেন, এবং তাদের বিশ্বাসের কারণে ভাইদের দারিদ্র্য ও নিপীড়ন দূর করার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছিল।—*Letters and Manuscripts*, খণ্ড ১২, পত্র ২৮, ১৮৯৭।

গ. খ্রীষ্টের আসন্ন প্রত্যাবর্তন কেন আমাদের সকলের হৃদয়ে গভীর ছাপ ফেলবে? ২ থেসালোনিকীয় ১:৭, ৮; গীতসংহিতা ৫০:৩, ৪।

[২ থেসালোনিকীয় ১:৮ পদ থেকে উদ্ধৃত।] এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো আসন্ন, কিন্তু যারা সত্যে বিশ্বাস করার দাবি করে, তাদের অনেকেই ঘুমিয়ে আছে। তারা যদি জগতের সঙ্গে তাদের বর্তমান বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থানেই থেকে যায়, তবে তারা নিশ্চয়ই সেই অবিশ্বস্ত দাসের সঙ্গে গণ্য হবে, যে মনে মনে বলে, ‘আমার প্রভু তাঁর আসতে দেরি করছেন।’ কেবল তাদের কাছেই খ্রীষ্ট পরিচ্রানের জন্য পাপহীন অবস্থায় আবির্ভূত হবেন, যারা আশা ও বিশ্বাসে অপেক্ষা করছে। অনেকেই সত্যের তত্ত্ব আছে, কিন্তু তারা ঈশ্বরভক্তির শক্তি জানে না। যদি ঈশ্বরের বাক্য হৃদয়ে বাস করত, তবে তা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত। বিশ্বাস, পবিত্রতা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি তার পবিত্রকারী শক্তির সাক্ষ্য দিত।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৫।

৪. একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য

বুধবার, ১৬ ডিসেম্বর

ক. দুই প্রকার মানুষের ধ্বংসের বিষয়ে ব্যাখ্যা করুন। ২ থেসালোনিকীয় ১:৮, ৯।

অন্যরা ভুল করেছে বলে নিজের ত্রুটির অজুহাত দিও না। ঈশ্বরের দিনে, স্বর্গের জন্য চরিত্র গঠনে তোমার অবহেলার অজুহাত হিসেবে তুমি এই কথা বলার সাহস পাবে না যে, অন্যরা ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতা প্রদর্শন করেনি। যে অভাব তুমি অন্যদের মধ্যে দেখেছিলে, সেই একই অভাব তোমার নিজের মধ্যেও ছিল। আর অন্যরা পাপী ছিল বলেই তোমার পাপগুলো গুরুতর হয়ে ওঠে। তারা এবং তুমি, যদি তুমি তোমার বর্তমান অযোগ্য অবস্থায় থাকো, তবে খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং শয়তান ও তার দূতদের সাথে প্রভুর সান্নিধ্য ও তাঁর শক্তির মহিমা থেকে অনন্তকালীন ধ্বংসের শাস্তি পাবে।

প্রভু তোমাদের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করে রেখেছেন, যেন তোমরা যদি তাঁর অন্বেষণ করো এবং তাঁর দেওয়া আলো অনুসরণ করো, তবে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও। ঈশ্বরের বাক্য তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তোমাদের পায়ের জন্য প্রদীপ ও পথের জন্য আলোরূপে। যদি তোমরা হোঁচট খাও, তবে তার কারণ হবে এই যে, তোমরা তোমাদের পথপ্রদর্শক, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্যের পরামর্শ নাওনি এবং সেই মূল্যবান বাক্যকে তোমাদের জীবনের বিধান হিসেবে গ্রহণ করেনি। ঈশ্বর তোমাদেরকে কোনো মানুষের জীবনকে আদর্শ হিসেবে দেননি, তার জীবন যতই ভালো এবং আপাতদৃষ্টিতে নির্দোষ হোক না কেন। যদি তোমরা অন্যদের মতো করো এবং অন্যদের মতো আচরণ করো, তবে শেষ পর্যন্ত তোমরা পবিত্র নগরীর বাইরে এক বিশাল জনসমুদ্রের সাথে একা পড়ে থাকবে, যারা ঠিক তোমাদের মতোই করেছে, এমন এক আদর্শ অনুসরণ করেছে যা প্রভু তাদের জন্য রেখে যাননি, এবং যারা তোমাদের মতোই হারিয়ে গেছে।

অন্যরা যা করেছে বা ভবিষ্যতে করতে পারে, তা তোমার দায়িত্ব বা অপরাধ কমাতে পারে না। তোমাকে একটি আদর্শ দেওয়া হয়েছে—আত্মত্যাগ ও নিঃস্বার্থ পরোপকার দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক নিষ্কলঙ্ক জীবন। যদি তুমি এই সঠিক, এই নিখুঁত আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে একটি ভুল আদর্শ গ্রহণ করো, যা ঈশ্বরের বাক্যে সুস্পষ্টভাবে পরিহার্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, তবে তোমার কর্মের ফল তুমি পাবে; তোমার জীবন ব্যর্থ হবে।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৯৬।

খ. কোন সতেজকারী বৈপরীত্য থাকা উচিত এবং কেন? ২ থেসালোনিকীয় ১:১০।

আমাদের প্রভুর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ হলো মৃত্যু ও কবরের উপর ঈশ্বরের সাধুগণের বিজয়ের এক অকাট্য প্রমাণ, এবং এই প্রতিজ্ঞা যে, যারা মেষশাবকের রক্তে নিজেদের চরিত্রের আবরণ ধৌত করে শুভ্র করে, তাদের জন্য স্বর্গ উন্মুক্ত। যীশু মানবজাতির প্রতিনিধি হিসেবে পিতার কাছে আরোহণ করেছেন, এবং ঈশ্বর তাঁর প্রতিমূর্তিস্বরূপ ব্যক্তিদেরকে তাঁর মহিমা দর্শন করতে ও তাঁর সাথে তাতে অংশীদার হত□ নিয়ে আসবেন।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ২৮৬।

৫. বিশ্বস্ত কর্মের সময়

বৃহস্পতি, ১৭ ডিসেম্বর

ক. ঈশ্বরের মণ্ডলীর আশ্চর্য পরিণতির বর্ণনা দিন। ২ থেসালোনিকীয় ১:১১, ১২।

খ. ভাববাণীর দৃশ্যগুলো যখন পূর্ণ হয়, তখন আমরা কিসে নিশ্চিত হই? ২ থেসালোনিকীয় ২:১-৭।

ভাববাণীতে একজনকে পাপের মানুষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সে শয়তানের প্রতিনিধি। ঈশ্বরের বিধান—যা তাঁর সিংহাসনের মতোই অপরিবর্তনীয়—সম্পর্কে শয়তানের পরামর্শ নিয়ে এই পাপের মানুষটি এসে জগতের কাছে এই দাবি করে যে, সে সেই বিধান পরিবর্তন করেছে এবং এখন সপ্তাহের সপ্তম দিনের পরিবর্তে প্রথম দিনটিই বিশ্রামবার। নিজের অত্যাচারিতা জাহির করে সে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঈশ্বরের বিধান পরিবর্তন করার অধিকার দাবি করে। . . .

কিন্তু খ্রীষ্ট ঘোষণা করেছিলেন যে, স্বর্গ ও পৃথিবী বিলীন না হওয়া পর্যন্ত ব্যবস্থার একট□ বিন্দু বা বিন্দুও ব্যর্থ হবে না। তিনি যে কাজটি করতে এসেছিলেন, তা-ই ছিল সেই ব্যবস্থাকে মহিমাম্বিত করা এবং সৃষ্ট জগৎ ও স্বর্গকে দেখানো যে, ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ এবং তাঁর ব্যবস্থা পরিবর্তন করার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখানে শয়তানের ডান হাত সেই কাজটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, যা শয়তান স্বর্গে শুরু করেছিল—ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে সংশোধন করার চেষ্টা। . . .

পাপপুরুষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিজেকে মহিমাম্বিত করেছে, ঈশ্বরের মন্দিরে বসে নিজেকে ঈশ্বর বলে জাহির করেছে। সে ঈশ্বরের কাজকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য স্থাপিত তাঁর মহান সৃষ্টি-স্মারকটিকে পদদলিত করেছে; এবং তার পরিবর্তে জগতের সামনে একটি সাধারণ কর্মদিবস উপস্থাপন করেছে। . . .

কিন্তু মানব পরিবারের প্রত্যেক সদস্য যদি পোপতন্ত্রের এই সন্তানকে গ্রহণও করে, তবুও কোনো অবস্থাতেই তা যিহোবার পবিত্র বিশ্রামবারকে বাতিল করবে না। যারা এই মিথ্যা বিশ্রামবারকে গ্রহণ করে, তারা পাপপুরুষকে মহিমাম্বিত করে এবং ঈশ্বরের শাসনকে আক্রমণ করে। কিন্তু পাপপুরুষ তা বাতিল করতে পারে না, যা ঈশ্বর চিরকাল অটল থাকবে বলে ঘোষণা করেছেন। আমাদের জগতে এখন যে কাজ করতে হবে তা হলো প্রভুর বিধানকে মহিমাম্বিত করা এবং জনগণের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করা। সেই সময় এসে গেছে যখন মিথ্যা ও ভ্রান্তির বিরুদ্ধে সত্যকে ঘোষণা করতে হবে।—*The SDA Bible Commentary* [E. G. White Comments], খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৯১০।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা প্রশ্নাবলী

শুক্রবার, ১৮ ডিসেম্বর

১. বাস্তবিক অর্থে, আমি কীভাবে সকল প্রকার মন্দ কাজকর্ম থেকে বিরত থাকতে পারি?
২. ১ যোহন ১:৭ পদ অনুসারে, প্রকৃত সহভাগিতার ভিত্তি কী?
৩. আমাদের ঈশ্বরের শক্তি বিষয়ক কোন বাস্তবতা আমাদের হৃদয়ে বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্বেক করতে পারে?
৪. কেন আমাকে অন্যের ত্রুটি দেখে হতাশ হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে?
৫. আমি কীভাবে লোকেদের ঈশ্বরের প্রকৃত বিশ্রামবারের বাস্তবতা বুঝতে সাহায্য করতে পারি?

বিশ্রামবার, ২৬শে ডিসেম্বর, ২০২৬

পাঠ ১৩

মুখস্থ পদ: “তখন তোমরা ফিরে আসবে এবং ধার্মিক ও দুষ্টের মধ্যে, ঈশ্বরের সেবা করে এমন ব্যক্তি ও তাঁর সেবা করে না এমন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে” (মালাখি ৩:১৮)।

প্রস্তাবিত পাঠ্য: *Testimonies for the Church*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৪৮; ৪৪৯-৪৬৭; মহা বিতর্ক, পৃষ্ঠা ৫৫১-৫৬২।

যারা ঈশ্বরের মহান শক্তি আছে বলে দাবি করে, তাদের কেবল মহান শনাক্তকারী চিহ্ন, অর্থাৎ যিহোবার বিধান দ্বারাই চেনা যায়। ... মেষের পোশাক এতটাই বাস্তব ও খাঁটি বলে মনে হয় যে, নেকড়েটিকে কেবল তখনই চেনা যায়, যখন আমরা ঈশ্বরের মহান নৈতিক মানদণ্ডের কাছে যাই এবং সেখানে দেখতে পাই যে, তারা যিহোবার বিধান লঙ্ঘনকারী।—*Faith and Works*, পৃ. ৪৫।

১. অবাক হবেন না

রবিবার, ২০ ডিসেম্বর

ক. শেষকালের বৈশিষ্ট্যসূচক ঘটনা কোনটি? ২ থেসালোনিকীয় ২:৮, ৯।

আমি দেখলাম যে শয়তান বিভিন্ন উপায়ে তার অনুচরদের মাধ্যমে কাজ করছিল। সে সেইসব ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে কাজ করছিল যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নরকে যাওয়ার ভয়ে এক মিথ্যাকে বিশ্বাস করার জন্য প্রবল ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। যখন তারা প্রচার বা প্রার্থনা করত, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ পবিত্র আত্মার শক্তিতে নয়, বরং শয়তানের শক্তিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ত এবং অসহায় হয়ে যেত। শয়তানের শক্তি সেই অনুচরদের উপর ফুঁকে দেওয়া হত এবং তাদের মাধ্যমে জনগণের উপরও তা প্রভাব ফেলত। প্রচার, প্রার্থনা বা কথোপকথনের সময়, কিছু নামধারী অ্যাডভেন্টিস্ট যারা বর্তমান সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা অনুসারী লাভের জন্য সন্মোহন বিদ্যা ব্যবহার করত, এবং লোকেরা এই প্রভাবে আনন্দ করত, কারণ তারা মনে করত যে এটি পবিত্র আত্মা। এমনকি যারা এটি ব্যবহার করত, তাদের মধ্যে কেউ কেউ শয়তানের অন্ধকার ও প্রতারণার এতটাই গভীরে ছিল যে তারা মনে করত এটি ঈশ্বরের শক্তি, যা তাদের প্রয়োগ করার জন্য দেওয়া হয়েছে।—*Early Writings*, পৃষ্ঠা ৪৩, ৪৪।

শয়তান, দুষ্ট দূতদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এবং নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করে, সব ধরনের অলৌকিক কাজ করবে, যাতে সম্ভব হলে মনোনিীতদেরও প্রতারিত করতে পারে। ঈশ্বরের লোকেরা অলৌকিক কাজ করার মধ্যে তাদের নিরাপত্তা খুঁজে পাবে না, কারণ যে অলৌকিক কাজগুলো করা হবে, শয়তান সেগুলোর নকল করবে। ঈশ্বরের পরীক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য লোকেরা যাত্রাপুস্তক ৩১:১২-১৮ পদে উল্লেখিত চিহ্নের মধ্যে তাদের শক্তি খুঁজে পাবে। তাদের জীবন্ত বাক্যের উপর নির্ভর করতে হবে: ‘এইরূপ লেখা আছে।’ এটাই একমাত্র ভিত্তি যার উপর তারা নিরাপদে দাঁড়াতে পারে।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ১৬।

২. সহনশীলতার পথ

সোমবার, ২১ ডিসেম্বর

ক. যারা শীঘ্রই বিনষ্ট হতে চলেছে, তাদের মধ্যে কিসের অভাব রয়েছে? ২ থেসালোনিকীয় ২:৯, ১০।

কেবলমাত্র তারাই সেই প্রবল ভ্রান্তি থেকে সুরক্ষিত থাকবে, যা জগৎকে বন্দী করে রাখে; তারাই শাস্ত্রের অধ্যবসায়ী ছাত্র এবং সত্যের প্রতি প্রেম লাভ করেছে।—*The Great Controversy*, পৃ. ৬২৫।

খ. পেশা নির্বিশেষে, যারা সত্যকে ভালোবাসতে ব্যর্থ হয়, ঈশ্বর তাদের কাছে কী পাঠাবেন এবং কেন? ২ থেসালোনিকীয় ২:১১, ১২।

বাইবেল ঘোষণা করে যে প্রভুর আগমনের পূর্বে, শয়তান ‘সাথে’ কাজ করবে। সর্বক্ষমতা, চিহ্ন ও মিথ্যা অলৌকিক কাজ এবং অধার্মিকতার সমস্ত ছলনা;’ এবং যারা ‘পরিগ্রাণ পাওয়ার জন্য সত্যের প্রতি প্রেম গ্রহণ করেনি,’ তাদের ‘প্রবল প্রবঞ্চনা’ গ্রহণের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে, ‘যাতে তারা এক মিথ্যাকে বিশ্বাস করে।’ ২ থেসালোনিকীয় ২:৯-১১। যতক্ষণ না এই অবস্থা সাধিত হবে এবং সমগ্র খ্রীষ্টীয় জগতে মণ্ডলীর সঙ্গে জগতের মিলন সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হবে, ততক্ষণ বাবিলের পতন সম্পূর্ণ হবে না।” —Ibid, পৃ. ৩৮৯, ৩৯০। [লেখকের ইটালিস।]

গ. ঈশ্বর কী উদ্দেশ্যে আমাদের ও আমাদের পরিবারকে ডেকেছেন—এবং এর সাথে কী কী কর্তব্য ও চ্যালেঞ্জ জড়িত? ২ থেসালোনিকীয় ২:১৩-১৫; মালাখি ৩:১৭, ১৮।

যেসব যুবক-যুবতী ঈশ্বরভক্ত পিতামাতার কাছ থেকে জ্ঞানগর্ভ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেছে, তারা সত্যের দ্বারা পবিত্র হতে থাকবে কি না, তা বহুলাংশে নির্ভর করে সেই প্রভাবের উপর, যা তারা গৃহত্যাগের পর তাদের মধ্যে পায়, যাদের কাছ থেকে তারা খ্রীষ্টীয় শিক্ষার প্রত্যাশা করে।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২২৬।

যারা যীশুতে বিশ্বাস করার দাবি করে, তাদের সর্বদা আলোর দিকে ধাবিত হওয়া উচিত। তাদের প্রতিদিন প্রার্থনা করা উচিত যেন পবিত্র আত্মার আলো পবিত্র গ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলিতে উদ্ভাসিত হয়, যাতে তারা ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। ঈশ্বরের বাক্যের উপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে, নতুবা আমরা হারিয়ে যাব। মানুষের কথা, তা যতই মহান হোক না কেন, আমাদের সিদ্ধ করতে বা সমস্ত সংকর্মের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করতে পারে না। ... আত্মার দ্বারা পবিত্রকরণ এবং সত্যে বিশ্বাসের মাধ্যমেই আমরা ঈশ্বরের সহকর্মী হয়ে উঠি।—*Fundamentals of Christian Education*, পৃষ্ঠা ১৮৮, ১৮৯।

৩. পলের উদাহরণ

মঙ্গলবার, ২২ ডিসেম্বর

ক. কিসের জন্য বিশ্বস্ত সহিষ্ণুতা সম্ভব হয়? ২ থেসালোনিকীয় ২:১৬, ১৭; ৩:১-৫।

খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে বহু শতাব্দী ধরে অন্ধকার ও তাড়নার মধ্য দিয়ে যে অশুভ শক্তি চলতে থাকবে, পৌল তার রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন। থেসালোনিকীয় বিশ্বাসীরা ভাৎসনিক পরিগ্রাণের আশা করেছিল; এখন তাদের সামনে থাকা কাজ সাহসের সাথে ও ঈশ্বরের ভয়ে গ্রহণ করার জন্য তাদের সতর্ক করা হয়েছিল। প্রেরিত তাদের কর্তব্য অবহেলা না করতে বা নিষ্ক্রিয় অপেক্ষায় নিজেদের সঁপে না দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ভাৎসনিক পরিগ্রাণের উজ্জ্বল প্রত্যাশার পর, দৈনন্দিন জীবনের চক্র এবং যে বিরোধিতার সম্মুখীন তাদের হতে হবে, তা দ্বিগুণ ভীতিকর বলে মনে হবে। তাই তিনি তাদের বিশ্বাসে অবিচল থাকার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন।—*The Acts of the Apostles*, পৃষ্ঠা ২৬৬, ২৬৭।

খ. সুসমাচার প্রচারকদের জন্য পৌল কী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন? ২ থেসালোনিকীয় ৩:৬-৯।

ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তির এই কাজে শ্রম দেওয়ার জন্য তাদের মহৎ আহ্বানের প্রমাণ দেবেন এবং দক্ষ কর্মী হয়ে ওঠা পর্যন্ত নিজেদের উন্নতি ও বিকাশের জন্য সচেষ্ট থাকাকেই সর্বোচ্চ কর্তব্য বলে মনে করবেন। তারপর, ঈশ্বর তাদের যে প্রতিভা অর্পণ করেছেন, তার উন্নতি সাধনে যখন তারা আন্তরিকতা প্রকাশ করবে, তখন তাদের বিচক্ষণতার সাথে সাহায্য করা উচিত। কিন্তু তাদের দেওয়া উৎসাহে যেন তোষামোদ না থাকে, কারণ শয়তান নিজেই এই ধরনের কাজ যথেষ্ট পরিমাণে করে থাকে।

যারা মনে করে যে প্রচার করা তাদের কর্তব্য, তাদের ভরণপোষণের জন্য নিজেদের ও পরিবারকে সঙ্গ সঙ্গ ভাইদের উপর ছেড়ে দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা উচিত নয়। যতক্ষণ না তারা তাদের পরিশ্রমের উত্তম ফল দেখাতে পারে, ততক্ষণ তারা এর অধিকারী নয়। এখন তরুণ প্রচারকদের এবং যাদের অভিজ্ঞতা কম, তাদের তোষামোদ করে এবং জীবনের বোঝা থেকে মুক্তি দিয়ে ক্ষতি করার আশঙ্কা রয়েছে। যখন তারা প্রচার করছেন না, তখন তাদের নিজেদের ভরণপোষণের জন্য সাধ্যমতো কাজ করা উচিত। প্রচারের জন্য তাদের আহ্বানের প্রকৃতি পরীক্ষা করার এটাই সর্বোত্তম উপায়। যদি তারা কেবল যাজক হিসেবে ভরণপোষণ পাওয়ার জন্য প্রচার করতে চায় এবং মণ্ডলী একটি বিচ্ছিন্ন পথ অনুসরণ করে, তবে তারা শীঘ্রই এই দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হবে এবং মণ্ডলীকে ছেড়ে চলে যাবে। আরও লাভজনক ব্যবসার জন্য প্রচার। পৌল, একজন অত্যন্ত বাগ্মী প্রচারক, যিনি একটি বিশেষ কাজ করার জন্য ঈশ্বরের দ্বারা অলৌকিকভাবে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, তিনি পরিশ্রমের উর্ধ্ব ছিলেন না। তিনি বলেন: ‘এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত, বস্ত্রহীন, প্রহত এবং আমাদের কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই; আর আমরা নিজ হাতে পরিশ্রম করি: নিন্দিত হয়েও আমরা আশীর্বাদ করি; নির্যাতিত হয়েও আমরা তা সহ্য করি।’ ১ করিন্থীয় ৪:১১, ১২।” —*Testimonies for the Church*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪৬, ৪৪৭।

৪. মনে রাখার মতো মৌলিক বিষয়গুলি বৃহস্পতি, ২৩ ডিসেম্বর

ক. এমন একটি মৌলিক ও চিরন্তন নীতির নাম বলুন যা প্রকৃত খ্রীষ্টধর্মের একটি অপরিহার্য মূলনীতি। হিতোপদেশ ২০:৪; ২ থেসালোনিকীয় ৩:১০-১২।

বিপথগামী ব্যক্তির শিক্ষা দিয়েছে যে, প্রকৃত পবিত্রতা অর্জন মনকে সমস্ত পার্থিব চিন্তার উর্ধ্ব নিয়ে যায় এবং মানুষকে শ্রম থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত রাখে। অন্যরা, শাস্ত্রের কিছু নির্দিষ্ট পদের চরমপন্থী ব্যাখ্যা দিয়ে শিক্ষা দিয়েছে যে, কাজ করা পাপ— খ্রিস্টানদের নিজেদের বা তাদের পরিবারের জাগতিক কল্যাণের বিষয়ে কোনো চিন্তা করা উচিত নয়, বরং তাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উৎসর্গ করা উচিত। প্রেরিত পৌলের শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত এই ধরনের চরমপন্থী মতামতের প্রতি একটি তিরস্কার।

থেসালোনিকীতে থাকাকালীন পৌল জীবিকা নির্বাহের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিজের হাতের শ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। পরে সেই শহরের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে, তিনি ফিলিপীয় বিশ্বাসীদের কাছে তাদের কাছ থেকে পাওয়া উপহারের স্বীকৃতিস্বরূপ লিখেছিলেন, ‘এমনকি থেসালোনিকীতেও তোমরা আমার প্রয়োজনের সময় বারবার পাঠিয়েছিলে।’ ফিলিপীয় ৪:১৬। এই সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও তিনি থেসালোনিকীয়দের সামনে পরিশ্রমের একটি উদাহরণ স্থাপন করতে যত্নবান ছিলেন, যাতে কেউ তাঁকে লোভী বলে ন্যায্যভাবে অভিযুক্ত করতে না পারে এবং যারা কায়িক শ্রম সম্পর্কে গোঁড়া মত পোষণ করত, তাদেরও যেন একটি বাস্তব তিরস্কার করা যায়।—*The Acts of the Apostles*, পৃষ্ঠা ৩৪৮, ৩৪৯।

ব্যক্তিগত দান বা গির্জার অর্থ দ্বারা অলস পুরুষ ও নারীদের ভরণপোষণের প্রথা তাদেরকে পাপপূর্ণ অভ্যাসের দিকে উৎসাহিত করে, এবং এই পথ সমস্ত পরিহার করা উচিত। প্রত্যেক পুরুষ, নারী ও শিশুকে বাস্তবসম্মত ও উপকারী কাজ করার জন্য শিক্ষিত করা উচিত। ... প্রত্যেকেই তাদের শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কোনো না কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য শিক্ষিত করা উচিত, এবং যারা নিজেদেরকে পরিশ্রমী অভ্যাসে শিক্ষিত করবে, ঈশ্বর তাদের সকলের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক।—*The SDA Bible Commentary* [E. G. White Comments], খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৯১২।

খ. যখন আমরা হতাশ হতে প্রলুব্ধ হই, তখন আমাদের কী স্মরণ করা উচিত? ২ থেসালোনিকীয় ৩:১৩।

পবিত্রতা তার অধিকারীকে সকল সংকর্মে ফলপ্রসূ ও পরিপূর্ণ করে তুলবে। সে সংকর্ম করতে কখনো ক্লান্ত হবে না, আর এই জগতে পদোন্নতিরও প্রত্যাশা করবে না। সে সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করবে, যখন স্বর্গের মহিমা পবিত্রদেরকে তাঁর সিংহাসনে উল্লীত করবেন। তখন তিনি তাদের বলবেন: ‘এসো, আমার পিতার আশীর্বাদপ্রাপ্তগণ, জগতের পতনকাল থেকে তোমাদের জন্য প্রস্তুতকৃত রাজ্যের উত্তরাধিকারী হও।’ অতঃপর প্রভু তাদের দ্বারা সম্পাদিত আত্মত্যাগ ও করুণা, সহানুভূতি ও ধার্মিকতার কাজগুলো গণনা করেন। হৃদয়ের পবিত্রতা সঠিক কর্মের জন্ম দেয়।—*Testimonies for the Church*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৪৫।

ক. বিপথগামীদের প্রতি আমাদের কেমন আচরণ করা উচিত? ২ থেসালোনিকীয় ৩:১৪, ১৫।

“যারা নিজেদের কার্যকলাপের দ্বারা অন্যদের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তাদের সঙ্গে মেলামেশা না করার জন্য আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। [২ থেসালোনিকীয় ৩:১৪, ১৫ উদ্ধৃত।] যদি সে প্রভুর দাসদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে এবং তার নেতা শয়তানের প্ররোচনায় নিজের ইচ্ছা ও বিচারবুদ্ধি অনুসরণ করে, তবে সে নিজের উপর সর্বনাশ ডেকে আনবে এবং নিজের পাপের ভার তাকেই বহন করতে হবে।” —*The SDA Bible Commentary* [E. G. White Comments], খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৯১২।

“[পৌল] মণ্ডলীকে এই আদেশ দিয়েছিলেন যে, ঈশ্বরের সেবকদের দেওয়া নির্দেশ অমান্য করতে থাকলে, তাকে যেন তাদের সঙ্গে থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। ‘তবুও,’ তিনি আরও বললেন, ‘তাকে শত্রু বলে গণ্য কোরো না, বরং ভাই হিসেবে তাকে উপদেশ দাও।’ —*The Acts of the Apostles*, পৃষ্ঠা ২৬৭, ২৬৮।

খ. এই পত্রে আমাদের শেষ কোন আশার বিষয়ে মনন করা উচিত? ২ থেসালোনিকীয় ৩:১৬-১৮।

আমাদের অবশ্যই মানুষকে তাদের বর্তমান অবস্থার চেয়েও উত্তম কিছু দিতে হবে, আর তা হলো খ্রীষ্টের সেই শান্তি, যা সকল বোধগম্যতাকে অতিক্রম করে। আমাদের অবশ্যই তাদের ঈশ্বরের পবিত্র বিধানের কথা বলতে হবে, যা তাঁর চরিত্রের প্রতিচ্ছবি এবং তিনি তাদের কেমন হতে দেখতে চান তার এক অভিব্যক্তি। তাদের দেখাতে হবে যে, জগতের ক্ষণস্থায়ী আনন্দ ও ভোগবিলাসের চেয়ে স্বর্গের অবিনশ্বর মহিমা কতখানি শ্রেষ্ঠ। তাদের ত্রাণকর্তার মধ্যে প্রাপ্ত স্বাধীনতা ও বিশ্রামের কথা বলতে হবে। ... একমাত্র তিনিই হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে এবং আত্মাকে শান্তি দিতে পারেন।

পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে সংস্কারকদেরই হওয়া উচিত সবচেয়ে নিঃস্বার্থ, সবচেয়ে দয়ালু ও সবচেয়ে ভদ্র। ...

আমাদের উচিত ভালোবাসার সাথে সত্য বলা এবং জীবন সংশোধনের জন্য ঈশ্বর তা শক্তি দেবেন—এই বিশ্বাস রাখা। পবিত্র আত্মা ভালোবাসার সাথে বলা বাক্যকে আত্মার উপর প্রয়োগ করবেন। —*The Ministry of Healing*, পৃ. ১৫৭।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা প্রশ্নাবলী

শুক্রবার, ২৫ ডিসেম্বর

১. শেষ দিনে আত্মার শত্রুর কিছু কার্যকলাপ বর্ণনা করুন।
২. তাদের কী হয় যারা সত্য জানে, কিন্তু তা ভালোবাসে না?
৩. খ্রিস্টীয় সহনশীলতার রহস্য ব্যাখ্যা করুন।
৪. একজন প্রকৃত সংস্কারকের জীবন সর্বদা কোন বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত হবে?
৫. ভুলকারীদের সাথে আচরণ করার ক্ষেত্রে আমি কীভাবে বাইবেলের পদ্ধতি প্রয়োগ করব?

প্রথম বিশ্রামবারের উৎসর্গ

বিশ্রামবার, অক্টোবর ৩

তানজানিয়ান মিশন

ডোডোমাতে সদর দপ্তর ও বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য জেগে ওঠার সময় হয়েছে (পৃষ্ঠা ৪ দেখুন)।

বিগ্রামবার, ৭ই নভেম্বর

অভাবী দেশগুলিতে সাহিত্য

আসুন আমরা সত্যের আলো সেখানে ছড়িয়ে দিই যেখানে মুদ্রিত পৃষ্ঠাই একমাত্র উপায় (পৃষ্ঠা ৩০ দেখুন)।

বিগ্রামবার, ৫ই ডিসেম্বর

কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের রাজাভিলের একটি গির্জা

কঙ্গোতে কাজ দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে এবং এর জন্য আমাদের সমর্থন জরুরিভাবে প্রয়োজন (পৃষ্ঠা ৫১ দেখুন)।